Series—III. Vol. VI.

Assembly Proceedings

Official Report

Tripura Legislative Assembly

Winter Session

(*December, 1964*)

Containing the 22nd and 23rd December, 1964.

Published by authority of the
Tripura Legislative Assembly Secretariat

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

22nd December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 22nd December, 1964.

PRESENT

Sri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers Deputy Speaker and twenty-four Members.

MR. SPEAKER :—First item of bussiness to-day is Questions. I have admitted two Short Notic Questions for being replied to-day. The Questions are No. 342 and 343 by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

I shall call on Shri Nripendra Chakraborty to ask his Short Notice Questions one by one.

Shri Nripendra Chakraborty :— Question No. 342.

Shri S. L. Singh :—

SHORT NOTICE QUESTION NO. 342

By **Sri Nripendra Chakraborti.**

QUESTION	REPLY
1. Whether Sri Abinash Gautam, a former teacher of Pragati Vidyabhawn, Agartala, put up some allegations against the Managing Committee of the School.	No allegations were made direct to the Education Department by Sri Abinash Gautam.
2. If so, whether those allegations were investigated into ;	Does not arise.
3. If so, the result of that investigation ?	Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই শ্রীঅবিনাশ গৌতম এর অভিযোগ ক্রমে একটা কেস কোর্টে আছে বলে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান আঞ্চলিক পরিষদে বলেছেন কি না ?

শ্রী সিংহ ঃ—কোর্টে আছে এ রকম কেসের কথাত বলা হয় নি ?

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এটা সাবজুডিস্‌ড বলে এই সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী সিংহ ঃ— আমি আগেই বলেছি যে এই রকম কথা কোর্টে আছে বলে বলা হয় নি।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে কোন কেস কোর্টে এই স্কুলের বিরুদ্ধে আছে কি না ?

শ্রী সিংহ ঃ—স্কুলের বিরুদ্ধে আছে বলে আমার জানা নাই।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই স্কুলের হিসাব পত্র পুলিশ হস্তগত করেছে কি না ?

শ্রী সিংহ ঃ— পুলিশ হস্তগত করেছিল।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননায় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেই যে পুলিশ ইনভেস্‌টিগেশান হয়েছে তার রিপোর্ট কি ?

শ্রী সিংহ ঃ—তার রিপোর্ট আমরা এখনও পাই নি।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননায় মন্ত্রীমহাশয় এই স্কুলের হিসাব পত্র সম্পর্কে যে সমস্ত গুরুতর আভিযোগ হয়েছে এই সম্পর্কে স্পেশিয়েল পুলিশ এষ্টাব্লিশমেণ্ট এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীসিংহ ঃ—তাত আমি এখানে বলতে পারলামনা অল অন এ সাড্‌ন, যে স্পেশাল পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্পেশাল পুলিশের এষ্টাবলিশ-মেণ্টের সাহায্য নিয়ে এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী সিংহ ঃ—ইফ দি প্রাইমা ফেসকেস ইজ প্রুভ্‌ড দেন আই স্যুড ডু সো।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে পুলিশ তদন্তের পরে একটা প্রাইমা ফেসিকেস এষ্টাব্লিশড হয়েছে ?

শ্রী সিংহ ঃ—আমার জানা নাই, আমি আগেই বলেছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :— Question No. 343

Shri S. L. Singh :—

Short Notice Question No. 343 asked by Shri Nripendra Chkraborty, M. L. A.

Question.	Answer.
1. Whether the land necessary for construction of Bund for protection of Khowai Town has been acquisitioned.	1. Land acquisition is under process.
2. If not the reason for the delay.	2. Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই বাঁধের কণ্টাক্ট কোন কণ্ট্রাক্টারকে

দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—এটা অল্ অন্ এ সাড্ন কেন নট বি এনসারড।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন কন্ট্রাক্ট দেওয়ার পরেও এই বাঁধটা লেও একুই-জিশান না হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবত এর কন্ষ্ট্রাক্শান আরম্ভ হতে পারছে না, এটা সত্য ?

শ্রী সিংহ ঃ—আগেই বলেছি যে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে সেটা অল্ অন, এ সাড্ন কেন নট বি কোশ্চেণ্ড।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্বীকার করবেন যে এই বাঁধে অনেক লোকের বাড়ীঘর পড়েছে ?

শ্রী সিংহ ঃ—আগেই বলা হয়েছে আণ্ডার প্রসেস, একুইজিশান ইজ আণ্ডার প্রসেস উইদাউট নোইং হাউ কেন আই সে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন কি যে যাদের বাড়ীঘর এই বাঁধের মধ্যে পড়েছে তারা বর্ষার আগে যদি ক্ষতিপূরণ না পায় তাহলে তাদের অসুবিধা হবে একথা তারা স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রী সিংহ ঃ—আগেই বলা হয়েছে যে হট ইজ আণ্ডার প্রসেস। তা অল্ অন্ এ সাড্ন ইট কেন নট বি এনসার্ড।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কি যাতে এটা তাড়াতাড়ি হয় এবং কন্সট্রাকসান যাতে বর্ষার আগে হতে পারে ?

শ্রী সিংহ ঃ—এটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

Mr. Speaker :—Then Starred Questions. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—187

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় স্পীকার স্যার, there is a similar question এটা এক সঙ্গে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে—দেট ইজ question No. 285 by Shri Ramcharan Deb Barma.

Mr. Speaker :—What is the Question ? Question No. 285 ?

Shri Benode Behari Das—বলা। No.—187 by Shri Atiqul Islam.

Question	Answer
1. Whether the Kabiraj of the Ayurvedic Dispensary of Agartala refuses to write prescription on the last part of every month ;	1. No.
2. If so, what are the reasons ?	2. Does not arise in view of the (1) above.

No. 285 by Sri Ramcharan Deb Barma.

Question.	Reply.
1. Whether it is a fact that medicines are not supplied to the patients from out-door Ayurvedic Dispensary, Agartala on the last week of every month ;	No. Available medicines are always supplied to the out-door patients of the Dispensary.

2. Whether medicines which require valuable ingredients such as gold and silver are not supplied to the pateints by the said Dispensary ;	No The medicines manufactured with ingredients viz. Gold, Pearl, Musk, etc. are supplied to the out-door patients on prescription of Supervising Kaviraj attached to the Ayurvedic Dispensary, Agartala on Tuesdays and Fridays of every month.
3. If so, what are the reasons ?	Does not arise in view of (2) above.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে আগরতলায় যে আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী সেখানে মাসের শেষের দিকে ঔষধ থাকেনা ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ—প্রতি মাসের শেষেই থাকে। মান্থলি ইনডেন্ট সেখানে আসে এবং সেখানে ঔষধ থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে চিত্ত চন্দ নামে একজন পেশাণ্ট গত মাসে শেষের সপ্তাহে গিয়েছিল এবং তাকে প্রেসক্রিপশান করা হয়নি কারণ আমাদের এখন ঔষধ নেই বলে।

শ্রী দাস ঃ—প্রতিদিনই সেখানে প্রেসক্রিপশান করা হয়।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি সেখানকার খাতাপত্র এনে একজামিন করতে রাজী আছেন ?

শ্রী দাস ঃ—প্রেসক্রিপশান প্রতিদিনই সেখানে করা হয় কাজেই সেখানে একজামিন করার প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন প্রেসক্রিপশান করার পর বলে দেওয়া হয় যে আমাদের এখানে ঔষধ নেই তোমরা বাজার থেকে আন।

শ্রী দাস ঃ—সেটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ অনেকগুলি ষ্টক একজহস্টেড হয়ে যেতেও পারে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—স্থানীয় পত্রপত্রিকায় ঔষধ পাওয়া যায়না বলে যে রিপোর্ট বেড়িয়েছে তার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে কি ?

শ্রী দাস ঃ—পত্রিকাতে অনেক কিছু লেখা থাকে এবং সেগুলি প্রকাশ হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রী লুরা আং মগ।

শ্রী লুরা আং মগ ঃ—২৭২।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, স্টারড কোশ্চন নং ২৪২।

QUESTION	REPLY
1. Whether the Government has any scheme for the formation of a labour corps with the displaced persons coming from East Pakistan ?	1. Yes.
2. If so, the details of the scheme.	2. A printed copy of the pamphlet regarding scheme of formation of Rashtriya Vikas Dal attached herewith.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে যে স্কীম রয়েছে মিনিষ্ট্রি অফ্ রিহেবিলিটেশনের মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি হলে পরে সেটা মাননীয় সদস্যরা নিতে পারেন। আমার নিকট কপি আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তি :—It may be laid on the table.

Mr. Speaker :—Yes, I would now call on Shri Bulu Kuki.

Bulu Kuki :—Question No. 298.

Mr. Speaker :—298

Shri M. L. Bhowmik :—

STARRED QUESTION NO. 298 BY SHRI BULU KUKI

QUESTION	ANSWER
1. Whether a scheme for development of Kaliasahar bazar was received by the Govt. from Kailasahar bazar Development Committee.	1. No scheme for development of Kailashahar bazar was received. But a representation for development of Kailashahar Bazar was received by the Sub-Divisional Officer from the Kailasahar Bazar Committee.
2. If so, an outline of that scheme;	2. On the basis of the representation Sub-divisional Officer, Kailashahar has prepared a scheme costing Rs. 44,000/-for improvment of the bazar. Details of the scheme are as under :— a) Brick soling of the market place 475′ × 30′ = 12,250 sft. —Rs. 8,000/- b) Construcion of pucca drainge 4190 Rft. —Rs. 20,000/- c) Construction of brick soling of the market roads— 1785′ × 12′ = 21,420sft. —Rs. 10,000/- d) Acquisition of land for cattle market—0·80 acre —Rs. 6,000/- Total—Rs. 44,000/-
3. Whether the Govt. approved that scheme or amended it ;	3. The schem is under examination.
4. Steps taken to develop Kailasahar bazar as early as possible ?	4. As in item (3) above.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ৭। ৫। ৬৪ তারিখে বাজার ডেভলপমেন্ট-কমিটির যে মিটিং হয় তাতে এস, ডি, ও, এবং পি ডব্লিউ, ডি, এর প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে এই এই স্কীম

তৈরী করেন ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—স্কীম—সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে স্কীমই তৈবী করা হয় নি।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সেই স্কীম এ সেচের জন্য ৪০ হাজাব টাকা ধরা হয়েছে এবং হকার্স কর্ণাবের জন্য আরো ৪০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, ড্রেনেজের জন্য আরো ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং ইমপ্রুভমেণ্ট অব রোডস এর জন্য ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—এস, ডি, ও, যে স্কীম এখানে পাঠিয়েছেন সেই স্কীমের কথা বলা হয়েছে। we had no such scheme but S. D. O. has sent such a scheme to us.

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই স্কীমটা পাঠালে সেগুলি বিবেচনা করে দেখতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—সব স্কীম বিবেচনা করে দেখি।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—এটাও দেখতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—ইয়েস্ উই উইল কন্সিডার।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই কাজটা তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে ?

শ্রীভৌমিক ঃ—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ধর্মনগবেব কতগুলি বাজারের অর্ধসমাপ্ত কাজ এই বৎসরে শেষ হবে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—এই প্রশ্ন এর সঙ্গে আসে বলে মনে হয় না।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বাজারটি কৈলাসহবে, সেটা সবকাবী বাজাব না এর মধ্যে বেসরকারী জায়গাও আছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—বাজাব এটা পূর্বে বেসরকারী ছিল, বর্ত্তমানে সরকাবী হয়েছে।

Mr. Speaker :—I woud call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Sri Promode Ranjan Das Gupta :—168.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—

Starred Question No. 168 by Sri Promode Ranjan Dasgupta.

Question	Answer
1. Whether the managements of the Tripura Tea Estates have implemented the provisions of the Tripura Tea Plantations Labour Rules, 1954.	The managements of the Tripura Tea Estates have implemented the provisions of the Tripura Tea Plantations Labour Rules, 1954 save and except the provisions in respect of construction of Pucca houses for labourers.
2. If not what steps have been taken to make them implement those provisions.	To implement the housing provisions the managements are being persuaded to constrnct houses for labourers as per standards and specifications approved by the Government.

3. Whether the Government proposes to revise Tripura Plantations Labour Rules, 1954, in the light of similar Rules in West Bengal.	Not contemplated now.

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরায় কতগুলি বাগানে ৫০ জনের উর্দ্ধে নারী শ্রমিক নিয়োজিত করে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—এই প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত আছে কি ?

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—ইয়েস্, লেবার রুলসে আছে।

শ্রী ভৌমিক ঃ—আমার মনে হয় নাই। ইফ ইট ইজ দেয়ার দেন আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কোন কোন বাগানে ক্রেচস্ আছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—এটা আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে বং ক্রেচেস না থাকার দরুণ যে সব শিশুদের মা ফেক্টরীতে পিকিং এবং সরটিং এর কাজে তাদের নিয়ে যায় তাদের স্বাস্থ্য হানি হয় ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—তা হতে পারে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ত্রিপুরা টি প্লেনটেশান লেবার রুল্স যেটা এখানে ইমপ্লিমেণ্ট করা হয়েছে তাতে একথা লেখা আছে যে শিশু পালন আগার থাকতে হবে এবং যেখানে ৫০ জন মেয়ে কাজ করে সেখানেই থাকতে হবে এবং তাতে প্রতিটি শিশুকে আধ পাইণ্ট দুধ দিতে হবে, তাদের পোষাক দিতে হবে, সাবান দিতে হবে এবং তেল দিতে হবে। এটা এখানে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই উইল ইন ফরম দি হাউস লেটার অন।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন কোন বাগানে প্রাইমারী স্কুল শিশুদের জন্য আছে যা প্লেনটেশন লেবার রুলসে প্রভিশন আছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ— ত্রিপুরায় প্রায় প্রত্যেকটি বাগানেই আছে।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—কোন কোন বাগানে আছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—নেম অব দি গার্ডেন ?

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—ইয়েস্।

শ্রী ভৌমিক ঃ—ওদের না থাকলে ও আমরা ত্রিপুরা সরকার করেছি।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নামগুলি জানাবেন কি ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—এক্সেপ্ট কৈলাসহর বাগান।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই রুলসে কেন্টিন খোলার জন্য যে কথা আছে কোন কোন বাগানে কেন্টিন আছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই রুলসে হসপিটাল এবং ডাক্তার খানা রাখবার জন্য যে বলা হয়েছে, কোন কোন বাগানে কোয়ালিফাইড ডাক্তার আছে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—প্রায় প্রত্যেকটি বাগানে আন কোয়ালিফাইড ডাক্তার আছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে হসপিটাল কোন কোন বাগানে এবং

ডিসপেনসারী কোন কোন বাগানে আছে?

শ্রী ভৌমিক ঃ—অলমোস্ট সমস্ত বাগানেই ডাক্তার আছে।

শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে প্লেনটেশন লেবার রুলস অনুসারে ৫০ একরস এর মধ্যে লেট্রিন এবং ইউরিনাল পাকা দরকার সেটা কোন কোন বাগানে আছে।

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই রুলস এ হাউসিং সম্পর্কে একটা এডভাইসারি বোর্ড গঠন করার কথা আছে এবং থাকলে কাকে কাকে নিয়ে গঠিত।

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই এডভাইসারি বোর্ডে হাউসিং সম্পর্কে স্পেসিফিকেশন করার কথা আছে?

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রুলসটা পড়ে দেখবেন কি?

শ্রী ভৌমিক ঃ—পড়ে দেখব।

(হাস্য)

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন কোন বাগানে প্লেনটেশান লেবার রুল মতে মেটারনিটি এলাউন্স, লীভ উইথ ওয়েজেস, এনহেন্সড ওয়েজেস দিতে পারে নাই, এখন পর্য্যন্ত দেয় নাই কিংবা পার্শিয়ালী দেয় নাই কোন কোন বাগানে?

শ্রীভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীদাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্লেনটেশন লেবার রুলস মতে ১৫০ দিন যদি কোন মেয়ে শ্রমিক কাজ করে তাহলে সে তার (ভাতা) মেটারনিটি এলাউন্স পেতে পারে কিন্তু সেটাকে বিভাইজড করা উচিত কিনা এবং চিন্তা করেন কিনা যে এটা রিভাইজড করা উচিত, কমানো উচিত?

শ্রীভৌমিক ঃ—এটা বিবেচনায় আছে সরকারের।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে এই নিয়ম থাকার ফলে বহু মেয়ে এই সুযোগ থেকে, মেটারনিটি বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এটা অন্যায় একটা মেয়ের পক্ষে প্রসবের সময়েতে আর কি, এই বেনিফিট টা যদি তারা না পান যেটা তারা পান ৪ উইক আগে এবং ৮ উইক পরে যে সুযোগটা তাঁরা পান অর্থাৎ যাঁরা মা হতে যাচ্ছেন এই সুযোগ থেকে বহু মেয়ে বঞ্চিত হন এই নিয়ম থাকার ফলে যে ১৫০ দিন তাঁদের কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ক এ থাকতে হবে।

শ্রী ভৌমিক ঃ—সেসুযোগ পাচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর পরে ও এই হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি কত মেয়ের মধ্যে কত মেয়ে সুযোগ পায় তার হিসাব উপস্থিত করতে রাজী আছেন কি?

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্লেনটেশান লেবার রুলস মতে সার্টিফায়িং সার্জন, অথবা হেলথ অফিসার পিরিওডিকেলী বাগানগুলিকে ভিজিট করে তার রিপোর্ট দিবে, সেই সম্বন্ধে মন্ত্রী মহোদয় আপনাদের শ্রম দপ্তর সার্টিফায়িং সার্জন অথবা হেলথ অফিসার এপয়েন্টমেন্ট করছেন কিনা?

শ্রী ভৌমিক ঃ—দি কোশ্চেন ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি গভর্ণমেণ্ট।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে যারা ওভার টাইম কাজ করে এই রুল্‌স অনুসারে মিনিমাম ওয়েজেস অনুসারে ডাবল এটা দিতে হবে এবং এটা দেওয়া হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কতগুলি কেস ট্রাইবুনালে পাঠানো হয়েছে ভায়লেশন অব প্লেনটেশান লেবার রুল্‌স অনুসারে।

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই রুলসে ইন্সপেক্টারদের রাইট দেওয়া হয়েছে যে তারা প্রসিকিউট করতে পাবেন যে কোন বাগানের মালিককে এই রুলস ভায়োলেট করলে পরে কোন ইন্সপেক্টার কোন কেস দিয়েছেন কিনা এবং কোন বাগানের এগেনস্টে কেস দিয়েছেন।

শ্রী ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে কোন বাগানে একটা কেসও পাওনি ইন্সপেক্টাররা কেস দেন নি বলে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—আমি আগেই বলেছি যে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার অধিকাংশ বাগানের আর্থিক অবস্থা কেমন ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—অধিকাংশ বাগানের আর্থিক অবস্থা খারাপ।

শ্রী ভট্টাচার্য ঃ—অধিকাংশ বাগানের কোয়ালিফাইড ডাক্তার এবং হসপিটাল রাখার ক্ষমতা আছে কিনা ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—কোয়ালিফাইড ডাক্তার রাখার ক্ষমতা নাই।

শ্রী ভট্টাচার্য ঃ—অধিকাংশ বাগানে প্রাইমারী স্কুল যেটা স্থাপন করার কথা সেটা করার ক্ষমতা আছে কিনা ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—না ক্ষমতা নাই। কোন কোন বাগানের আছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি বাগানের মালিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

(হাস্য)

শ্রীদাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরার অনেক ছোট ছোট বাগানগুলি একত্রিত হয়ে সেটাকে ডেভেলপ্‌ করা—প্রাইমারী স্কুল করা কিংবা হাসপাতাল করা, ডাক্তার রাখার পক্ষে এবং ফেক্টরী করার সম্ভাবনা আছে যদি সেই বাগানগুলি একত্রিত হয় ;কিন্তু ছোট ছোট বাগানের কতিপয় মালিক বাধা দিচ্ছে একত্রিত হওয়ার বিরুদ্ধে ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—সেটা আমাদের জানা নেই।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মাইনরদের এমপ্লয় করতে হলে মেডিকেল সার্টিফিকেট না দিয়ে মাইনরদের এমপ্লয়মেণ্ট দেওয়া হয় ?

শ্রী ভৌমিক ঃ—এরকম কেস আমাদের জানা নেই।

Mr. Speaker :—No other supplementaries I would now call on Sri Birchandra Dab Barma.

Shri Birchandra Dab Barma :—226.

Shri M. L. Bhowmik :—226

Starred Question on No. 226 by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A.

Question	Answer
1. Whether the Govt. has recieved any instruction from the Central Govt. for writing off loans advanced to D. Ps. of Tripura.	Yes.
2. If so, the details of that instruction.	i) Up to Rs. 1000/-of the loan advanced will be remitted. ii) If any balance is left, the amount in excess of Rs. 2000/-will have to be remitted. iii) No interest will be charged on the amount remitted. These will not apply in cases of i) Contributory House Building loan, ii) Professional loan, iii) Loans advanced on recommendation of Refugee Businessmen's Rehabilitation Board. iv) Loans advanced by R. F. A. v) Loans advanced in Dandakaranya. vi) Loans advanced to D. Ps. after 31. 3. 64, and vii) Loans advanced to persons who have come after 31. 12. 63.
3. Whether Tripura Govt. has taken any action on that instruction.	Yes. The procedure to be adopted for remission of the loans has been drawn up and sent to A. G. Assam & Nagaland, Shillong, for approval.
4. If not, the reasons therefor,	Does note arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যে সমস্ত কেটাগরিজ এই যে ডাইরেক্টিভ যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এসেছে তাতে যেটা বাদ দেওয়া হয়েছে—যেটা এক্সক্লুড করা হয়েছে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেগুলি ইনক্লুড করা উচিত ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—দি ডিসিশান লাইজ উইদ দি গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই সমস্তগুলিকে ইনক্লুড করার জন্য সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—তা করতে পারেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই সমস্তগুলি যাতে ইনক্লুড করা হয় রেমিশানের পর্যায়ে, কেটাগরিতে তার জন্য ত্রিপুরা গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করবেন?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—ত্রিপুরা সরকার, আমি আগেই বলেছি যে বিবেচনা করছেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এখানকার উদ্বাস্তুদের সেটেলমেণ্ট অপারেশানের সময়েতে ঋণ সম্পর্কিত যে বণ্ড নেওয়া হয়েছিল সে বণ্ডগুলি রেজিষ্ট্রী হয়েছে কিনা?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সেই হাজার হাজার বণ্ড সেগুলি ডিফেকটিভ, সেগুলি রেজিষ্ট্রী হতে পারে না এবং তার জন্য বহু টাকা রিফিউজি থেকে নেওয়া হয়েছে, ফেরত দেওয়া হচ্ছে না সে সব টাকা ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে রেজিষ্ট্রেশানের জন্য যার যার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল সে টাকাগুলি ফেরত দেওয়া হবে ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—যদি নেওয়া হয়ে থাকে ফেরত দেওয়া হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা জানাবেন কি যে আর এফ, এ, যে লোন এপ্রান দিয়েছে, সেই লোনটা যাতে অন্ততঃ ইণ্টারেষ্ট ফ্রি করা হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করবেন ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আমরা এই বিষয়ে বিবেচনা করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma :—299

Shri B. Das :—Starred Question No. 299 by Shri Dinesh Deb Barma.

Question	Answer
1) Whether the Government has any organisation in Tripura for the detection of food adulteration ;	**No separate organisation has been set up to detect adulteration of food-stuff in Tripura. However, the Sanitary Inspectors posted in Sub-Divisional Head Quarters as also in the Agartala Municipality have already been vested with the powers of Food Inspector under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 for detection of adulteration of food-stuff.**

2) The number of cases in which such adulteration had been detected by the Analysts during 1963-64 and 1964-65 ;	1963-64.....60 1964-65 (upto November 1964).....12
3) Whether the organisation is considered to be adequate in view of widespread prevalence of food adulteration in the country ; and	The system as stated (1) abve is considered adequate for the purpose.
4) If not, steps proposed to be taken to set up a better organisation for the analysis of food stuff in Tripura ?	Does not arise in view of (1) & (3) above.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে থার্ড প্লেনে এই ধরনের একটা অরগানাইজেশান সেট আপ করার জন্য প্রভিশান আছে ?

শ্রী বি দাস ঃ— থার্ড প্লেনে সে রকম একটা ছিল।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি সে প্রভিশান কি কারণে ইম্‌প্লিমেণ্ট করা হচ্ছেনা?

শ্রী বি দাস ঃ—টেক্‌নিক্যাল পারসন্যাল'এর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, টেকনিক্যাল পারসন্যাল পেলেই আমরা স্টারট করব।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাতে আমাদের ফুড এডাল্‌টারেশান ডিটেক্‌ট করতে অনেক সময় লেগে যায় কারণ সেটা কলিকাতায় পাঠাতে হয় এবং সেটা আসতে হয় ?

শ্রী বি দাস ঃ—সময় খুব বেশী লাগেনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলার বাজারে তেলে ভেজাল দেওয়া হয়েছে এমন কোন কেস ধরা পড়েছে কিনা ?

শ্রী বি দাস ঃ—ভেজাল যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় ধরা পরবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—ধরা পরছে কিনা সেইটাই হল আমার প্রশ্ন।

Shri S. L. Singh :—It has already been answered that 60 cases and 12 cases being detected.

শ্রী আতিকুল ইসলামঃ—আমার প্রশ্নটা হল পার্টিকুলার সাবজেক্ট এর উপর, আমি বলেছি তেলে ভেজাল দেওয়া হয়েছে এই রকম কেইস্ ধরা পরেছে কিনা।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—দেন আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এডাল্‌টারেশনের যে ফিগার তিনি দিয়েছেন তা আগে থেকে এখন কমে আসছে সেইটা এই কারণেই যে এডালটারেশন এখন কমটা গভর্নমেণ্টের অপদার্থতার জন্য।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এটা চিন্তা করা উচিত যে এটা ডিসেম্বর মাস আমাদের বৎসর যেটা সেইটা মার্চ পর্যন্ত, আরো অনেক সময় আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে আগরতলা বাজারে দুধে যে জল মেশানো হয় তার কোন ভেজালের কেইস্ ধরা পড়েছে কিনা ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী প্রমোদ দাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সিভিল সাপলাই ডিপার্টমেণ্টএর জনৈক অফিসারকে আগ মার্কা তৈল আনবার জন্য কলিকাতায় পাঠানো হয়েছিল এবং সেই আগমার্কা তৈলের বদলে ভেজাল তৈল এনেছিল এবং তার জন্য চিফ্ কমিশনার ডিটেক্ট হওয়ার পর তাকে শাস্তি মূলক ভাবে অন্যত্র ট্রান্সফার করেছেন ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—It is not known to me, so if such matter occurs I demand notice. All on a sudden it cannot be answered, I want to enquire the matter.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে লক্ষ্মীভাণ্ডার সাত টিন তৈলকে ভেজাল মিশিয়ে একশত টিন করে বাজারে বিক্রি করছেন। এটা তাঁরা তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, অন্সার কেননট বি গিভেন যাষ্ট নাউ।

আতিকুল ইসলাম ঃ—তদন্তের প্রশ্নে তো আই ডিমাণ্ড নোটিশ হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্ন করছি যে তারা তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা, ডিমাণ্ড নোটিশের প্রশ্ন আসে না।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—ইয়েস্, আই ডিমাণ্ড নোটিশ, ইয়েস্ আই ওয়াণ্ট টু ভেরিফাই ইট্, অমুক দোকানে অতো টিন তৈল ধরা পরেছে তা ভেজাল হয়েছে কিনা। ধরা পরলো কিনা তাই আমি জানি না, হাউ আই কেন রিপ্লাই।

আতিকুল ইসলাম ঃ—তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—হাউ আই কেন রিপ্লাই, ফার্ষ্ট অফ অল আই ওয়াণ্ট টু নো দি ফেক্টস্।

আতিকুল ইসলাম ঃ—তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা।

Shri Sachindralal Singh :—No, first of all I want to get it clarified. without knowing the facts or getting it clarified I cannot all an a sudden give reply.

আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা এইটাই হল আমার প্রশ্ন।

Shri Sachindralal Singh :—I demand notice. কারণ উনি বলবেন যে একমণ টিন দেড মণ, আধা মণ বা পাসের মিশিয়েছে। আমরা সেই ফেক্ট জানি না। অতএব সেই ফেক্ট আমাদের ইনকোয়ারী করতে হবে। সেই ফেক্ট না জেনে অল্ অন্ এ সাডেন আমরা উত্তর দিতে পারি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন তো যে আমরা তদন্ত করব না, ই বা না একটা তো বলবেন এসেম্বলীর সামনে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় সদস্যরা যখন এসেম্বলীতে অভিযোগ করেন তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে with all responsibility অভিযোগগুলো করা হয়েছে এবং সেখানে আমরা তদন্ত করে দেখবো।

Shri S. L. Singh :—No. No. I defer, without knowing all these facts we can not, if anybody complains without knowing the fact.

Shri Nripendra Chakraborty :—Point of order.

Mr. Speaker :—Let the matter dropped here.

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে রিকোয়েষ্ট করব যে মাননীয় ডেভলপমেন্টে মিনিষ্টার যে এসিউরেন্স দিয়েছেন তারপর যাহা কিছু বলা হয়েছে তা মিনিষ্টার হিসাবে বলা হয় নাই মেম্বার হিসাবেই বলা হয়েছে। কাজেই সেইটা মেম্বার হিসাব রেকর্ড করা হউক। লোকসভায় স্পীকার এইকথা বলেছেন যে মিনিষ্টার জবাব দেওয়ার পর যদি কোন মিনিষ্টার বলতে চান তা হলে his statement will be considered as a statement from a Member, an ordinary Member, that is the decision.

Mr. Speaker :—He only completed the sentence and did not make any statement.

I have requested the Hon'ble Member to drop the matter here. I would now call on Shri Atiqul Islam to move his question.

Shri Atiqul Islam ;—Shri Aghore Deb Barma এর একটা Question ছিল।

Mr. Speaker :—That will be taken up after all the questions given notice of by the Members present.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 188.

Shri B. Das (Deputy Ministaer) :—Starred Question No. 188 By Shri Atiqul Islam.

QUESTION	ANSWER
(1) Whether it is a fact that at G. B. Hospital diet is not supplied to a patient on the first day of his/her admission ;	It is not a fact.
(2) if so, what is the reason ?	Does not arise in view of (1) above.

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি আগরতলা জেল থেকে পিজনার দেকে যখন হাসপাতালে পাঠানো হয় তখন সেই দিন তাকে কোন ডায়ট্ দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—কোন পার্টিকুলার কেইস্ সম্পর্কে আমরা বলতে পারব না, প্রথম দিন যখন এড্মিটেড হয় তখন কোন কিছু ডায়েট্ সাপ্লাই করার পক্ষে কতগুলি অসুবিধা আছে। সেইটা হল যে নাম্বারটা, পেসান্টের নাম্বারটা কত তা কনট্রাক্টার এর কাছে বলে দিতে হয় এবং সেইভাবে সে সাপ্লাই করে। সেইজন্য প্রথমদিন যখন এড্মিটেড্ হয় তখন মিল্ক আমরা দিই এবং সেইভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় যদি পসিবল হয় তবে ডায়েট্ দেওয়ার চেষ্টা করতে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই কথা জানেন যে এই ভি,এম্, হাসপাতালে দুটার আগে কোনদিনই খাবার দেওয়া হয় না এবং অনেক সময়ে তিনটা, সারে তিনটায় পর্য্যন্ত খাবার দেওয়া হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এটা সম্পর্কে আমরা অভিযোগ শুনেছি যে এই ধরণের ঘটনা ঘটে বলে, কিন্তু আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই ধরণের ঘটনা আর না ঘটে। দুটা একটা কিছু হতে পারে দুই এক দিন সেইটা কোন ব্যাপারে হয়ত, মালটা আসতে দেরি হয়ে গেল সেইজন্য দুইটা তিনটা বাজতে পারে। কিন্তু সেইটা নর্মেল কণ্ডিশন নয় এবং যদি এই ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটে

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা চেষ্টা করব সেইটা সংশোধণ করতে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে জি, বি, হস্‌পিটাল্‌ এর খাবার সেইটা জি, বি, হস্‌পিটল এ তৈরী হয় কিনা না বাহির থেকে আসে।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—জি, বি, হস্‌পিটলে তৈরী হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি মিল্ক সেণ্টার থেকেও, আমাদের গভর্মেণ্টের মিল্ক সেণ্টার থেকে যে মিল্ক দেওয়া হয় তাতে অন্যত্র যে মিল্ক দেওয়া হয় তার থেকে জলের অংশ বেশী থাকে?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এই রকম কোন ইন্‌ফরমেশন আমাদের এখানে নাই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি যে পোরশান্‌ অফ ওয়াটার এই জি, বি, হস্‌পিটলে যে মিল্কটা সাপ্‌লাই হয় তাতে বেশী, এটা সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এটা সম্পর্কে আমি জানি মিল্কই হউক, ডায়েট্‌ই হউক সমস্ত ব্যাপারে কণ্ট্রাকটারের সাথে কণ্ট্রাকট্‌ আছে যে তারা যদি খারাপ দুধ দেয় তবে তার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আমরা আশা করি যে এই ধরণের ঘটনা সেখানে ঘটে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—দেন আই উড্‌ কল্‌ অন্‌ শ্রীরামচরণ দেববর্মা।

শ্রী রামচরণ দেববর্মা ঃ—কোশ্চেন নং ২৮৬

মিঃ স্পীকার ঃ—২৮৬

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—Starred queston No. 286 By Sri Ram charan Deb Barma.

QUESTION	REPLY
1. Whether the Govt. proposes to increase the numbei of Information Centre at Agartala.	Yes,
2. If so, what steps Govt. has taken in the matter ?	Necessary provision is being included in the Fourth Five Year Plan.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলা সহরে যে ইন্‌ফরমেশন সেণ্টারটা সেখানে যায়গা অত্যন্ত কম এবং সেখানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বেড়িয়ে আসে।

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—যায়গা কম হতে পারে কিন্তু দুর্গন্ধ আসে কিনা আমি সেইটা দেখব।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয়ের পত্রিকায় সেই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়েছে কিনা, কোন বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে কিনা?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—হতে পারে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—সেখানে লিখেছে কিনা যে সেখানে নর্দমা আছে এবং সেইখান থেকে দুর্গন্ধ বেড়িয়ে আসে।

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—তা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলা সহরে মহারাজগঞ্জ

বাজারে আর একটা সেণ্টার করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— উই হেভ গট ওয়ান ইনফরমেশন সেণ্টর নিয়ার স্বয্য বোড।

আতিক.ল ইসলাম ঃ—স্বয্য বোডে তো আছেই।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—ইনফরমেশন সেণ্টরগুলি সম্পর্কে আমাদের আগরতলায় মাত্র দুইটি এন্ড স্কীম করা হয়েছিল। এইটা সেইটাই। আমরা প্রত্যেক ডিভিশনে একটা করে ইনফরমেশন সেণ্টার করতে চেয়েছিলাম এবং করা হয়েছে এবং সেইটা আমরা ইনডাইরেক্ট ওয়েতে করছি কারণ ইমার্জেনসির জন্য। আমরা তেরটা ইনফরমেশন সেণ্টর করার জন্য প্রপোজেল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেইটা কাট করে দেন ইমার্জেনসির জন্য। অতএব আমরা এর মধ্যে থার্ড প্লেনেও চেষ্টা করছি আগরতলায় আর একটা ইনফরমেশন সেণ্টার করা যায় কিনা এবং লোকালিটিটা কোথায় হবে সেইটা আজ পর্যন্ত ঠিক করা হয় নাই।

শ্রী বুলু কুকী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি অমরপুরে কোন ইনফরমেশন সেণ্টার আছে কিনা এবং যদি থেকে থাকে তবে সেইটা কোথায় আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—অমরপুরে ইনফরমেশন সেণ্টার আছে, তবে জায়গটা কোথায় সেটা পরে বলব। এটাও হতে পারে, কারো বাড়ীতেও হতে পারে, মাননীয় সদস্য যা বলছেন বাড়ীতেও হতে পারে। বাড়ীতেই এটা চালিয়ে দিতে হবে কারণ ইমার্জিন্সির জন্য। আমরা চেষ্টা করছি ইনফরমেশন সেণ্টার করবার জন্য, সেইজন্য যে কোন অবস্থায় যে কোন জায়গায় এবং যদি কেহ অনুগ্রহ করে যায়গা দেন সেইখানেই আমরা ইনফরমেশন সেণ্টার করতে পারি। এটা লোকের সুবিধার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ—আই উড্ কল্ অন্ শ্রী লুরা আং মগ।

শ্রীলুরা আং মগ ঃ—কোশ্চেন নং ২৪৭

মিঃ স্পীকার ঃ—২৪৭

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—Starred Question No. 247 by Shri Hlura Aung Mog.

QUESTION	REPLY
1. Total amount of money recieved by the Social Welfare Board, Tripura from the Central Social Wolfare Board and other sources during last 5 years ;	Total amount received during the 5 years i. e. from 1959-60 to 1963-64 is shown as under. i) From Central Social Welfare Rs. 4, 20, 780/- ii) From State Govt. Rs. 1, 30, 100/- iii) From Block Budget Rs. 37, 120/- TOTAL Rs. 5, 88, 000/-
2. The names of the schemes for which these grants were advanced	Grants were advanced for the following Schemes :— a) Welfare Extension projects of original pattern,

b) Welfare Extension projects of co-ordinated pattern.

c) Child Welfare including.

(i) Balwadies,

(ii) Orphanages/Children's Home,

(iii) Holiday Camps.

d) Women Welfare including—

(i) Maternity Home, (ii) Training-cum-Production Centre, (iii) Mahila Mandals/Voluntary Welfare Organisations, (iv) Condensed Course of Education for adult women.

e) General Welfare and Welfare of the Handicapped including infirmary.

f) State Social Welfare Board's Office.

g) Office cum-Field activities of the Project implementing Committee.

3. The names of the organisations through which each of these schems was implemented. — Details furnished in the annexure—'B'.

4. Total amount of money spent for the Jeep of the Social Welfare Board during the period. — Total amount for the 3 Jeeps of the Board and the project implementing Committee including expenditure on major repairs —Rs. 52, 382.89 paise.

শ্রী সুধন্য দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ওয়েলফেয়ার বোর্ড কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হয়েছে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— ঃ—আই সেল্ ইন্ফরম দি হাউজ এন্ড্ দি মেম্বার টেলইার অন্।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তারা এখানকার গভর্মেণ্ট এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টকে ইউটিলেজেশন অফ দি জিপ্ সম্পর্কে ৬২—৬৩, ৬৩—৬৪ কোন ষ্টেইট্মেণ্ট করছেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আই ডিমান্ড্ নোটিস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন নন্অফিসিয়েল অর্গেনিজেশন যাদের মার্ফতে টাকা পয়সা দেওয়া হত এখন তা ডিং নগড্ বা অচল হয়ে গেছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আই ডিমান্ড্ নোটিশ্।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে স্কীমগুলি চালু করছেন সেই স্কীম এ কতটা মেয়ে এম্পলয়েড আছে বর্তমানে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আই ডিমান্ড্ নোটিশ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পাঁচ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করেছি সেই পাঁচ লক্ষ টাকায়

ANNEXURE—'B'

NAMES OF ORGANISATIONS THROUGHWAICH THE SCHEMS WERE IMPLEMENTED FOR WHICH GRANTS SANCTIONED.

Sl. No.	Name of Organisations	Schemes for which grants sanctioned	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
1	2	3	4	5	6	7	8
	CHILD WELFARE						
1.	Sevak Sangha, Sri Sri Ramkrishna Sadhana Kutir, Dhaleswar.	Children's Home for Building construction	Rs. 5,000.00 ...	3,000.00 12,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00
2.	Sri Sri Ramkrishnr Ashram, Gangeil Road, Agartala.	Children's Home.	...	...	...	3,000.00	3,000·00
3.	Ramnagar Mahila Samity. Ramnagar Road No. 1 Agartala. a	Balwadi Centre.	...	...	...	1,000.00	1,000.00
4.	Nagichera Praktan Sanik Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd. (Malaynagar).	Balwadi Centre.	...	...	...	500.00	500.00
5.	Vivekananda Byayamagar, Gangail Road, Agartala.	Ghildren's Corner.	...	...	...	1,000 00	...
6.	Arakhya Mahila Samity, Police Reserve Lines.	Balwadi & Mahila Mandal.	...	...	...	...	2,000.00
	TOTAL—		50,000 00	15,000 00	4,000·00	8,500·00	9,500·00

NAMES OF ORGANISATIONS THROUGH WHICH THE SCHEMES WERE IMPLEMENT FOR WHICH GRANTS SANCTIONED.

Sl No.	Name of Organisations	Schemes for which grants sanctioned.	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
1	2	3	4	5	6	7	8
	WOMEN WELFARF :						
7.	Tripura Mahila Samity, Agartala.	Training-cum-Production Centre.	10,000 00	—	—	—	5,000·00
8.	Mahila Sangha Samabaya Samity Ltd. Arundhutinagar, Agartala.	—do—	5,000 00	—	—	—	—
9.	Milan Sangha, Bardowali.	—do—	—	10,000·00	5,000·00	4,000·00	4,000·00
10.	Matrimangal Seva Sadan, P. O. Birendranagar (Jirania).	Maternity Home	—	—	—	1,000·00	2,500·00
	TOTAL—		15,000·00	10,000·00	5,000·00	5,000·00	11,500·00
	GENERAL WELFARE :						
11.	Social Welfare Associaton (Atur Ashram).	(Welfare for aged) & infirms)	20,000·00	—	5,000,00	5,000·00	5,000·00
	TOTAL—		2,0000·00	—	5,000·00	5,000·00	5,000·00

NAMES OF ORGANISATIONS THROUGH THE THE SCHEMES WERE IMPLEMENTED FOR WHICH GRANTS SANCTIONED.

Sl. No.	Name of Organisations	Scheme for which grants sanctioned.	1959-60	1960-61	1961-62	1964-63	1963-64	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	HOLIDAY HOMES FOR CHILDREN :							
12.	All India Woman's Food Council, Tripura State Centre, Agartala.	Holiday Camp.			*3,000.00	2,850.00	2,300.00	Received by the institution direct from CSWB for 1961—62.
13.	Gramodyog Samity, Chhochoria.	—do—			*3,000.00			Received by the institution direct from CSWB for 1961—62.
14.	Sevak Sangha, Sri Sri Ramkrishnr Sadhana Kutir, Dhaleswar.	—do—				3,000.00	2,300.00	
15.	Mahila Sangha Samabaya Samity Ltd.	—do—				—	2,450.00	
16.	Ramnagar Mahila Samity.	—do—				—	2.450.00	
17.	Nagichera Praktan Sainik Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd. Nagichera.	—do—				—	2,450.00	
	TOTAL—				6,000.00	5,850·00	11,950.00	

কয়টা মেয়ে এম্পলয়েড্ আছে সেই খবরটা যদি আমরা মন্ত্রী মহাশয়দের কাছ থেকে জানতে না পারি তাহলে বলতে হয় যে তারা কোন দায়িত্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না কারণ পাঁচ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করব কিন্তু যখন তার একটা ইন্‌ফরমেশন আমরা চাইতে পারব না যে কার মার্ফতে টাকাটা খরচ করলেন, সেই অর্গেনিজেশনগুলি আছে কিনা, কয়টা মেয়ে এখন কাজ করছেন সেই সমস্ত কিছু তারা, ৫০ হাজার টাকা জিপের হিসাবটা দিয়ে ফেললেন তখন আর ডিমান্ড্ নোটিশ দরকার হয় নি, কিন্তু কয়টি মেয়েকে কাজ দেওয়ার জন্য জিপের টাকাটা খরচ হল সেই খবরটা তারা দিতে ডিমান্ড্ নোটিশ, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা মাননীয় স্পীকার, স্যার আমরা আশা করব আপনি ওদেরকে রিকোয়েষ্ট করবেন ওরা যেন প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসে ওদের সাপ্লিমেন্টারিজ এর জন্য, এইটুকু আমরা আশা করব।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দিতে চাই বলেই আমরা ডিমান্ড্ নোটিশ বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি তথ্য দিবেন হাউজের সামনে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—ডিমাণ্ড নোটিশ এর অর্থই তো হল যে আমরা দেব পরে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আই উড্ নাউ বল্ অন্ শ্রীবুলু কুকী :—

শ্রীবুলু কুকী ঃ—কোশ্চেন নং ২৯৬

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—কোশ্চেন নং ২৯৬ বাই শ্রীবুলু কুকি, এম, এল, এ,

Question	Answer
1) Whether the undertrial prisoners of the different Sub-jails of Tripura are made to work under compulsion ?	No.
2) If so, whether the Govt. will direct the jail anthorities to discontiune that practice.	Does not arise.

Supplementaries

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে জাগরণ পত্রিকায় ৬।৩।৬৪ এবং ৫।৩।৬৪ তারিখে যে জোর করে আণ্ডার ট্রায়েলদের কাজ করানো সম্পর্কে অভিযোগ বের হয়েছিল ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—অভিযোগ বের হলেই যে সত্য তা কি করে মাননীয় সদস্য জানেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেই সব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—প্রয়োজন হলে আমরা তদন্ত করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রয়োজন মনে করেন কি তদন্ত করার এখনও ? আমি যে অভিযোগ আনছি যে তারা করেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—হ্যাঁ, তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীবুলু কুকী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি অমরপুর সাব-জেলে যারা আণ্ডার ট্রায়েল আছে তাদেরকে ছোট একটা লক্ আপ এর মধ্যে রাখা হয় তখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা যদি লক্আপ এর বাহির হতে চাও তবে তোমাদেরকে কাজ করতে হবে। তখন সেই ছোট লক্ আপ এ তারা থাকতে চায় না বলে তারা বাহির হয়ে আসে এবং তার ফলে তাদেরকে এই যে কাজ করানো, তাদেরকে দিয়ে জোর করানো হয় কিনা ফোর্স করা হয় কিনা ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—ইউ নো জেল কোডে যে রুলস আছে ৯২২ তাতে আণ্ডার ট্রায়েলদের কাজ করানোর নিয়ম আছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় আণ্ডার ট্রায়েল যারা যায় তারা বসে থাকতে হয় বলে তারা অনেক সময় বলে অথরিটির কাছে যে কিছু কাজ দাও, না হলে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। সেই সেই ক্ষেত্রে কাজ দেওয়া হয় এবং রুলসে এ provision আছে প্রত্যেক আণ্ডার-ট্রায়েল তাদের যে ওয়ার্ডে যে জায়গাতে তারা থাকে সেইটা পরিষ্কার রাখা তাদের কাজ, এইটুকু পর্যন্ত কাজ করার জন্য রুলস এ দেওয়া আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কৈলাসহরের সাব-জেলে কয়জন কনভিক্ট প্রিজনার এখন পর্যন্ত আছে ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সেখানে কনভিক্ট প্রিজনার একজন কি দুইজন রাখা হয় এবং অধিকাংশ কাজ, রান্না বাড়া ইত্যাদি সবই সেখানকার আণ্ডার-ট্রায়েলদেরকে দিয়ে করানো হচ্ছে ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—আমি আগেই বলেছি যে যদি কেহ ইচ্ছা করে, ভলণ্টারেলি চায় যে আমি কাজ করব, কেহ 'এ কাজটা করতে চায় তবে 'এ' কাজটা করার কথা বলা হয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—সেই কথা বলা হচ্ছে না, মাননীয় স্পীকার, স্যর, এই কথা বলা হচ্ছে যে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয় কিনা ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—জোর করে কাহাকেও বাধ্য করা হয় না, যদি কেহ ভলাণ্টারেলি চায় তবে করতে পারে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজীআছেন কি যে কৈলাসহরে সাব-জেলে জোর করে কাজ করানো হয় আণ্ডার-ট্রায়েলদের ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—এই প্রশ্ন এখানে উঠে না, ভলণ্টারিলি কাজ করানো হয়, তাকে কি করে বলা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আই উড্ কল্ অন্ শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—কোশ্চেন নং ২৬৮

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ- STARRED QUESTION NO. 268 — BY SHRI ATIQUL ISLAM, M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Whether a settlement was made in a tripartite meeting in the matter of M/S. Ram Kanai Paul Vs. Dinesh Roy ;	1. Yes.
2. If so, whether the employer has made the payment in accordance with the said settlement ;	1. It is reported by Nikhil Tripura Dokan Karmachari Samity representing the employee that payment has not yet been made.

3. If not, what steps the Govt. proposes to take in the matter ?

3. The defaulter is being persuaded to make payment according to settlement. If unsuccessful. steps may be trken foa realisation of the amount as per provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কেইস্‌টা হওয়ার পরে আজকে পর্যন্ত সেই মালিককে বাধ্য করার জন্য কি কি চেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—উই হেড অলরেডি রিমাইন্ড দেট্‌ হি উইল বি পারসুয়েডড্‌।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই পার্সুয়েড এর কাজটা কতদিন পর্যন্ত চলবে জানতে পারি কি ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—যখন পর্যন্ত ধর্যের সীমা থাকবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এটাকে সত্বর ট্রাইবুনেল এ পাঠানো দরকার কিনা ?

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—If necessary.

মিঃ স্পীকার ঃ—আই উড্‌ নাউ কল্‌ অন্‌ শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা ঃ—কোশ্চেন নং ২৮৮

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—Question No. 298

By Shri Ramcharan Deb Barma.

Question	Reply
1 Whether due to lack of ferry service over Khowai river at Agartala-Khowai via Kalachherra road buses are to stop on the bank of Khowri river and thus causing much inconvenience to the passengers concerned.	No.
2. If so, what steps Government contemplate towards relieving these difficulties of the people	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন, কি তারা কি কি ষ্টেপ্‌ নিয়েছেন সেখানে। হোয়াট কাইণ্ড অফ ষ্টেপ দে হেভ টেইকেন ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন বিশেষভাবে কন্সিডার করতে হয় যে খোয়াই নদীর এপারে থেকে ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে এরেঞ্জমেন্ট আছে তাতে জল বেশী থাকলে এই ফেরিকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু জল যদি কম থাকে, বিশেষ করে শীত কালে সেখানে জলের উপর দিয়ে ফেরি চলেনা কারণ মাঝে মাঝে সেণ্ড পরে সেই যায়গাগুলি উচু হয়ে যায় যার ফলে কোন ফেরি যেতে পারে না। তাহা গভর্নমেন্টের কন্সিডারেশনে আছে এই অসুবিধাগুলি কি করে দূর করা যায়। ঠিক ফেরি দিয়ে সম্ভব হবে কিনা সেটা ঠিক বলা যায় না। তার কারণ হল এটা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, জল বেশী হলে আমরা ফেরি দিয়ে পার করতে পারি।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহশয় জানাবেন কি সেখানে একটা ব্রিজ করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ঃ—ব্রিজ করা সম্পর্কে এটা অনেক কঠিন প্রশ্ন ; এটা মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয় অবগত আছেন ব্রিজ করা সম্পর্কে এটা বহুদিনের ব্যাপার। অন্য কোন পথ আছে কিনা সেইটাই আমরা করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যদি এ'খানকার যে ট্রান্সফার্টটা সেইটা খোয়াই বাগান হয়ে চেংব্রী দিয়ে যদি আসে যেখানে আমরা একটা ব্রিজ তৈরী করছি। বর্ত্তমান টেম্পরারী ব্রিজ।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—সেইটা আমরা কন্‌চিডার করে দেখব।

Mr. Speaker :—The question Hour is over. So we pass on to the next item. Colling Attention Notice.

I have received Calling Attention Notice from Shri Atiqul Islam on the subject.

"Serious situation created due to serving of eviction notices under section 15 of Tripura Land Revenue Act, 1960 on a large number of shops keepers and D. P. s of Agartala town and failure of the Govt. to provide altarative plots of land and cost of shifting for these people under eviction notices."

I would request the Hon'ble Ministe: concered to let me know if he is prepared to meke a statement on the sudject.

Shri S. L. Singh :—I am tired. Hon'ble Speaker I am tired all on a sudden.

Mr. Speaker :—You may p'eanse let me know a suitable date.

Shri S. L. Singh:—On the 29th.

Mr. Speaker :—I would now pass on to the next item. This is Annoucement by the Speaker. (Presentation of the Report of the Business Advisory Committe.) I announce the Repoit of the Business Advisory Committee setting of Business of the House upto 29th December, 1964.

Report and Time Table is annexed herewith.

It has been already circulated to the members.

Mr. Speaker :—Our Session will continue up to 29th. All Programme was fixed up yesterday in the meeting of the Business Advisory Committee

I call on Shri Ershad Ali Choudhury, Deputy Speaker, designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Shri Ershad Ali Choudhruy :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move the motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker :—As many as are of that opinion will please say YES.

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES.'

AYES HAVE IT, AYES HAVE IT.

So the motion is carried.

Now before taking up the ordinary business of to-day, I would intimate the House my decision on the question of privilage raised by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A.

I have received a question of breach of Privilege raised by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A. The facts of the case are that :—

Sarbasree Nripendra Chakravarti, Promode Ranjan Das Gupta, Atiqul Islam were taken into custody on 25. 9. 64 and detained in the Jail Hazat upto 9. 10. 64. The Sub-Divisional Magistrate, Sadar, under whose order the above mentioned M. L. A. s were arrested and detained, sent information to the Hon'ble Speaker on 25. 9. 64 that the M. L. A. s would be detained upto 8. 10. 64. But as a matter of fact they were released on I0. 10. 64. The question of Privilege raised by Shri Birchandra Deb Barma is that intimation of further detention of the M. L. A. s after 8. 10. 64 was not given to the Speaker, and this was a violation of Rule 157 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Tripura Legislative Assemly.b

Secondly that though the members were released on 10. 10 64 the intimation their release was sent to the Speaker on 17. 11. 64 Delay in furnishing intima-o tion of the release of the Members to the Speaker is also a breach of Privilege, as it is a contravention to Rule 158 of the Rules of Procedure & Conduct of Business.

Decision of the Speaker :—

Regarding this question of Privilege raised by Shri Birchandra Deb Barma, I am to observe as follows :—

Here two points of breach of privilege have been raised (1) In the intimation of the arrest of the 3 M. L. A.'s the arresting authority stated that they had been taken into custody for a fortnight lending on 8 10. 64. In the intimation of their release it was stated that they were detained till 9. 10. 64. The member giving notice states that they were actually detained up to 10. 10. 64 (evening). This detention for one day after 8. 10. 64 the date mentioned in the information of arrest was not intimated to the Speaker, so there was a violation of Rule 157 and a breach of privilege

(2) The intimation of their release was sent to the Speaker too late i. e. on 17. 11. 64, so there was a violation ef Rule 158 and as such a breach of privilege.

(1) As regards the first point I am to observe that as per Rule 157 it was obligatory for the S. D. O., Sadar to intimate the Speaker the facts of the arrest and detention as well as the cause of the same. This he has done. It was not required by the Rule to mention the period of detention or the date of termination of detention in the intimation. The mention of the period of detention in the intimation given by the S. D. O., Sadar was un-necessary and superflnus fro

the purpose of Rule 157. The prescribed form of communication to be sent to the Speaker regarding arrest of a member given in the Schedule 'A' appended to Rule 157 supports this contention. What is vital to the House is to get the information of the arrest and detention of a member of the House of whose services the House is going to be deprived by the arrest.

Then again in the intimation of arrest and detention sent by the arresting Magistrate it was implied that they would be released on 9. 10. 64 But as a matter of fact they were released on 10 10, 64. i. e. one day after. Delay for a day in intimating this can not be held as a breach of privilege.

A ruling of the Speaker of the House of the people is cited in this connection (More—page 159).

"A member was arrested on August 16, 1958 under S 309. I. P. C. for having resorted to hunger strike unto death and loged in Jail till August 20, 1957. He was released on August 20, as proceedings were dropped against him. When a member asked why intimation of arrest was not given immediately after the arrest on the 16th, the Chair said it was not obligatory."

(2) As rdgards the second point—Rule 159 provides for the intimation of release of a member when a member having been arrested is released on bail pending apeal or otherwise, after conviction Basu in his commentary on the Constitution of India (Vol. II page 595) points out that this Rule applies "when a member is released on bail or otherwise, after conviction." Prescribed from of communication to the Speaker regarding release given in Schedule 'C' appended to Rule 158 also supports this contention and leaves no doubt that the intimation regarding the release of convicted members only whether on bail of otherwise is contemplated in the Rule. The present case is not a case of release after conviction of the members concerned.

As to the time of intimation it is to be noted that whereas Rule 157 about arrest provides that the arresting authority "shall immediately intimate" the fact of the arrests. Rule 158 about release provides simply that the fact of release also be intimated." The deliberate commission of the word of emphasis "immdiately" is to be particularly marked. This distinction between the two rules is significant. The fact of the arrest of a member deprives the House of his services. So the intimation is urgent for the House. The fact of his release rather removes that handicap and leaves him free to do his duties in the House, no matter whether a formal intimation has reached the Speaker or not, So the intimation is not so urgent.

Considering all aspects of the question as stated above I can not hold prima facie that the circumstances justify reference of the matter to the Committee of Privilege.

As such I decline to give my consent to the raising of the question of breach of privilege given notice of by Shri Birchandra Deb Barma.

Mr. Speaker :—Next item of Business is Government Business. Legislation.

Consideration of the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964).

Next item in the List of Business is the Tripura Official Language Bill, 1964, (Bill No. 5 of 1964) to be taken into consideration. I call on the Hon' b'e Chief Minister to move his motion for consideration of the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964)

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Official
(Chief Minister)

Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—As there is no one coming forward, so I put the motion to—

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আশা করেছিলাম যে মুখ্য মন্ত্রী হয়ত কিছু বলবেন সে জন্য আমি দেরী করছিলাম। আমার কিছু বক্তব্য আমি রাখতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—এবাউট দি জেনারেল ডিসকাশন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীঃ—হঁ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এর মধ্যেই ?

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—হঁা

Shri S. L. Singh :—I hoped that the Hon' ble Speaker will allow me to speak something, for that reason I was waiting.

Mr. Speaker :—Yes, a short discussion may take place. Hon' ble Chief Minister may say if he wants to say.

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আজকে এই দিন, অফিসিয়াল লেংগুয়েজ বিল উত্থাপন করতে গিয়ে ত্রিপুরার পুরাতন কথা আজ মনে পড়ছে। ১২৮৩ সালে স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার কতগুলি কাজের সুবিধার্থে বাংলা ভাষাকে রাজ্যে ব্যবহার করার জন্য অনেক সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার বহুল প্রচার হয়েছিল এবং তার সাথে সাথে তার এক বন্ধুর কথাও আজ এই বিল উত্থাপন করতে গিয়ে মনে পড়ছে, তিনি হলেন আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার সাথেও যুক্ত ছিল তার অনেক রাজমন্ত্রীরা রাজ্যে যাঁরা ছিলেন। তাঁরা যাতে রাজ্যের বিভিন্ন কার্য্যে বাংলা ভাষাকে বহুল প্রচার করতে পারেন তার উদ্দেশ্যে অনেক পত্রাবলী ত্রিপুরার রাজমালায় এবং ত্রিপুরায় অধুনা যে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধ রেখে যে বই সেই পুস্তক থেকে তা আমরা পাচ্ছি। ১২৮৪ নিষ্পত্তি তিন নম্বর সার্কুলার যেটা ছিল সেটাও আমরা দেখি। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে ত্রিপুরার পলিটিক্যাল ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য কাজে এই বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে তার জন্য আমরা ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা, মন্ত্রী এবং অক্ষয় কুমার গুহ ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ছিলেন তাদের সার্কুলার আমরা প্রাপ্ত হই এবং এই বাংলা ভাষাকে রিজিওন্যাল লেংগুয়েজ করার জন্য আমরা ত্রিপুরা টেরিটরীয়াল কাউন্সিলে একটা প্রোপোজাল উত্থাপন করি এবং সকলেমিলে সেটাকেই উনানিমাসলি আমরা পাশ করি আজকে এই বিল উত্থাপন করতে গিয়ে তার সাথে সাথে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে কতগুলি ব্যাপার যে ব্যাপারের দিকে আমি হাউসের দৃষ্টি দিতে বলব যে বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষাটাও এসোসিয়েট করা হয়েছে। কারণ এটা মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকেই অবগত

আছেন যে জানুয়ারী ২৬শের পর থেকে যদি আমরা ইংরেজীকে এসোসিয়েট লেংগুয়েজ না করি তাহলে ইংরাজী ব্যবহার হতে পারবেনা রাজকার্যে। তাই এটা থাকা বিশেষ দরকার। তার কারণ হল এই যে এখানে যদি এটাকে চালু করা না হয় তাহলে একটা ভেকুয়াম সৃষ্টি হতে পারে এবং সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, সেটা স্বাভাবিক। অতএব এই দিক দিয়ে প্রশাসনিক ব্যাপারে ব্যবহার আছে এবং এসেম্বলি আছে এবং কোর্ট আছে সেই দিক দিয়েও আমাদিগকে চিন্তা করতে হচ্ছে। চিন্তা করতে গিয়ে কোর্টের নিয়মাবলী সম্বন্ধে এই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই নিয়মাবলী বলে কোর্টের যে কার্য্যকলাপ সেটা সেই আইনে বিধিবদ্ধ আছে। তারপর ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটরী এক্ট, সেই এক্ট অনুসারে ইংরাজী ত্রিপুরাতে ব্যবহৃত হওয়ার নির্দ্দেশ ছিল। অতএব সেই জায়গাতে আজকে আমরা যাতে এডমিনিষ্ট্রেটিভ এবং এসেম্বলীতে বাংলা ভাষাকে প্রয়োগ করতে পারি তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এইজন্য আমরা এই বিলকে উত্থাপন করেছি। এই বেলাতে আমরা ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিলে যেটা পাশ করেছিলাম সেই অনুসারে আজকে মনে পড়ছে যে ঠিক সেইভাবে আমরা এই বিলকে উত্থাপন করে ত্রিপুরা রাজ্যে অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ হিসাবে বাংলা ভাষাকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করব। তাই আমরা আশা করব যে হাউসে যাঁরা আছেন তাঁরা এই বিলকে সর্ব্বাদিসম্মতক্রমে সমর্থন জানাবেন। আর তার সাথে সাথে আমার মনে পড়ছে যে আমাদের যে রিজিওন সেই ত্রিপুরা, বাংলা এবং আসাম, উড়িষ্যার প্রভৃতি অঞ্চল, এই অঞ্চল-এ যারা জনসাধারণ তারা হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল নয়। অতএব এখানে যাতে আমরা আমাদের রাজকার্যকে, শাসন কার্যকে ঠিক ঠিক ভাবে বাংলা ভাষায় করে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা তাকে প্রচার করে বাংলা ভাষাকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারি তার প্রচেষ্টাকে আমরা এখানে সুরু করেছি। অতএব এখানে আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরার জনসাধারণ প্রায় প্রত্যেকেই জানেন যে বাংলা ভাষা অনেকদিন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অতএব এই বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাথে সাথে এখানকার অধিবাসী যারা তাদের কাছে শাসন ব্যাপারের সমস্ত সোজাসুজিভাবে গিয়ে পৌছতে পারবে এবং তাদের হৃদয়ে সাড়া দিবে। এখানে আমি 'স্বর্গীয়' আশুতোষ মুখার্জির একটা কথা বলব যে, 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।' অতএব এই আশা মিটাবার জন্যই আজকে এই ভাষাকে এখানে প্রবর্তন করার চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষারও দরকার আছে। আমরা ইংরাজীকে এখন প্রত্যাহার করবনা। তার কারণ হিন্দী ভাষা এবং হিন্দী ভাষা ভাষী যারা আছে তাদের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে গেলে পরে ইংরাজী ভাষাকে রাখতে হয়। সেই অনুসারে তাও সেখানে রাখা হয়েছে। আর হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রয়োগ হচ্ছে, প্রচার হচ্ছে তখন তার স্তর ঠিক এই ভাবেই পার্লামেন্টে পাশ করবে, সেটাতেও ঠিক সেইভাবেই প্রচারিত হবে। অতএব আমাদিগকে সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরাতেও যাতে আমরা বাংলা ভাষাকে চালু করতে পারি সেজন্য চেষ্টা করছি। ইংরাজী আমরা যে রাজকার্যে এবং এসেম্বলির এবং টেকনিক্যাল কতগুলি আছে কোন মেডিকেল টারম্স, মেথামেটিকেল টারম্স এবং কেমিষ্টির টারম্স এই টারম্সগুলিকেও আজ আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, তার প্রচারের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য আমাদের একটি ইউনিট গঠন করা দরকার যে ইউনিটের মারফতে এই পরিভাষাকে আমরা অতি দ্রুত অবলম্বন করে এই সমস্ত রাজকার্য এবং শাসন ব্যাপারে, এসেম্বলীতে যেন আমরা ঠিক ঠিক ভাবে প্রচার করতে পারি তার প্রচেষ্টাও আমাদের করতে হবে। কারণ আমরা দেখি যে পরিভাষা যেটা সংকলিত

হয়েছে সেই পরিভাষা আমাদের জানা এবং আরও নূতন নূতন শব্দ এর পরিভাষা আমাদের বের করতে হবে এবং ত্রিপুরাতেও সেই পুলিশে এবং রাজস্বতে, ফরেস্টে এবং শাসন ব্যাপারেও যে যে ভাষাগুলি প্রচলিত, প্রসারিত হয়েছিল সেটাকেও আমরা সংগ্রহ করতে পারি এবং সেটাকেও আমরা ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারি কিনা তার প্রচেষ্টা আমাদের এখন থেকে সুরু করতে হবে। তাহলে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে বাংলা প্রচার করতে পারব এবং অফিসিয়াল ল্যাংগোয়েজ যে বাংলা করছি তাকে ঠিক ঠিকভাবে স্থাপন করে আমরা বাংলাকে রূপ দিতে সক্ষম হব।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Nipendra Chakraborti.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বিলটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত করেছেন সেই বিলটিকে স্বাগত জানিয়ে আমি ২।১টি কথা বলতে চাই। আজকে সত্যি সত্যি ত্রিপুরাতে সবচেয়ে আগে আমাদের স্মরণ করতে হয় রাজপরিবারকে এবং বিশেষ করে স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে। আমরা দেখেছি যে বাংলা ভাষার এমন দরদী বন্ধু আর কেউ ছিলেন না এবং এমন কি বাংলা প্রেস করার জন্য পর্যন্ত তাঁর আগ্রহ ছিল। বাংলা কবি, লেখকদের পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল এবং সবচেয়ে বড় জিনিষ যেটা বাংলা দেশকে দিয়ে গেছেন সেটা তার বন্ধুত্ব। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের সংগে তার সমস্ত স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই যে রিজিয়োনেল ভাষা বা এই এলাকার যে ভাষা সে ভাষার প্রয়োজন কতখানি আমাদের জাতীয় জীবনকে বিকাশ করার জন্য, জাতীয় সংস্কৃতিক জীবনকে, সাহিত্যকে বিকাশ করার জন্য সেটা রবীন্দ্রনাথ তার নিজের ভাষায় বলে গেছেন। তাঁকে একথা বলা হত যে ইংরেজী ভাষা রয়েছে এত সুন্দর ভাষা, এত রীচ্ ভাষা, তার পরেও তোমরা কেন এই সমস্ত রিজিয়োনেল ভাষার জন্য বলছ। তখন তিনি এ কথাটা বলেছিলেন। আমি যতটুকু মনে করতে পারি যে জাহাজ নদী দিয়ে নেওয়া যায় না, খাল দিয়ে নেওয়া যায়না, তার জন্য নৌকা দরকার হয়, তিনি বড় ভাষাকে অস্বীকার করেন নি, তার যে দান সেটা সমুদ্রে যাওয়ার জন্য। সমুদ্রে যেতে হলে জাহাজের প্রয়োজন হয় সে কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। ইংরেজী ভারতবর্ষকে অনেক কিছু দিয়েছে, তার কথা ভারতবর্ষ কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। শুধু ইংরেজী কেন, আজকে পৃথিবীর মধ্যে আরও বড় বড় ভাষা রয়েছে যে ভাষা শিক্ষার প্রচলন ভারতবর্ষে আমরা দেখছি এবং আরও দেখতে পাব। এটা হচ্ছে সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রয়োজন, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ তার সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান তার সমস্ত কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজন কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের জীবন নদীতে এবং খালে চালানোর জন্য আমার নিজের ভাষার প্রয়োজন রয়েছে এবং আমরা একথা স্বীকার করি যে ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজীর যে স্থান ছিল সে স্থান চিরকাল থাকতে পারেনা সেটা শুধু এইজন্য নয়, ভারতবর্ষের মর্যাদার পক্ষেও এটা হানিকর, এইজন্য যে সেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষিত সমাজের একটা নগণ্য অংশ মাত্র জানে। ভারতবর্ষের অধিকাংশে মানুষ তারা সে ভাষা বোঝেনা, জাননা এবং সেটা শেখা তাদের পক্ষে কঠিন সেজন্য আমরা ঠিক করেছি হিন্দিকে আমাদের সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে হিন্দি আমাদের সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে করতে হবে। যে সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত বাঁধাবিপত্তি আছে সেটা জোর করে চাপিয়ে দিয়ে সরানো যাবে না এবং সে চেষ্টা গভর্ণমেণ্ট যাতে না করেন আমাদের এখানে, সেগুলি আমরা এখানে গ্রহণ করব এবং গ্রহণ করে সে প্রচেষ্টা আমাদের আরও চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হিন্দি রিজিওনেল ভাষার যে স্থান সেটা গ্রহণ করবে সে কথাত কেও বলেন নি এবং আমরাও বলিনি।

আমরা জানি যেমন শিক্ষার কথাই ধরা যাউক শিক্ষা আমাদের বাংলা ভাষায় হওয়া দরকার। কারণ শিক্ষা যদি বাংলা ভাষায় না হয় তাহলে পরে মাননীয় স্পীকার স্যার, সে দেশে কোনদিন লিটারেচার গড়ে উঠতে পারেনা। আমরা যখন বহু ভাষাভাষি বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই তখন আমরা দেখি যে এমন ছোট্ট ভাষা যার লোকসংখ্যা ২।৩ লক্ষ হবে তারাও নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন অন্ততঃ যে ভাষা তারা মায়ের দুধের সঙ্গে শিখেন, সে ভাষার অনেক নির্যাতনের মধ্যে দিয়েও নৃত্য হয় না। আমরা দেখেছি বিভিন্ন জাতি গঠনের মধ্যে দিয়েও সেই ভাষা বেঁচে থাকে তার সংস্কৃতির মধ্যে, তার বিভিন্ন যে সমস্ত লিটারেচার, যা সমস্ত চারণ কবি সৃষ্টি করে গিয়েছেন তার মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকে। কাজেই সেই ভাষাকে বুঝতে হবে, সমৃদ্ধি করতে হবে এবং বাংলা ভাষার যে প্রসার সেগুলি সমস্ত শিক্ষা ক্ষেত্রেতে আমাদিগকে গ্রহণ করতে হবে। সেখানে হিন্দি ভাষাকে রিপ্লেস করে নয়, সেখানে হিন্দি এবং বাংলা দুইটিকে পাশাপাশি থাকবে। একটা সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে এবং একটা রিজিওনেল ভাষা হিসাবে আমি জানি আমাদের এখানে যেমন আমরা হিন্দি পড়ি, যে সমস্ত এলাকায় হিন্দি ভাষাভাষি তাদেরও উচিত বাংলা ভাষা শিক্ষা করা। কারণ বাংলা না পড়লে ভারতবর্ষের মস্তবড় একটা সমৃদ্ধি সাহিত্য সেটা তারা জানতে পারবে না কারণ একমাত্র ইন্টিগ্রেশানের পথ হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে জানা। সেটা তারা জানতে পারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমৃদ্ধ যে সমস্ত ভাষা আছে সেগুলিকে পড়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লিঙ্গুইসটিক্ মাইনরিটিজ সম্পর্কে ২।১টি কথা বলতে চাই কারণ ভাষা আমাদে এখানে বহু এবং তার মধ্যে কতকগুলি ভাষা আছে যেগুলি এক একটি রিজিয়নে প্রধান ভাষা এবং কতকগুলি ভাষা আছে যে ভাষায় অল্প কিছু সংখ্যক লোক কথা বলে এবং সেটা সারা ভারতবর্ষেই রয়েছে সেটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়, সারা ভারতবর্ষের সমস্যা এবং সে সম্পর্কে আমাদের যারা সংবিধান রচনা করেছেন তারা সতর্ক এবং সচেতন ছিলেন না, তবে তারা একটা সেখানে প্রভিশান করে গেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেটা আমি জানি ১৫০ (বি) ক্লজ অফ্ দি ইউনিয়ন কনস্টিটিউশান সেটা যদি আপনি দেখেন, সেখানে স্পেশাল অফিসার রাখার কথা বলা হয়েছে দেখবেন এই যে বিভিন্ন রিজিয়নে যারা লিংগুইস্টিক মাইনরিটিজ আছেন সংখ্যাল্প—সংখ্যায় যারা অল্প একটা ভাষাভাষি লোক তাদের সেই ভাষাটার প্রতি কোন অবিচার করা হচ্ছে কিনা, অত্যাচার করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য এবং প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ফ্রম টাইম টু টাইম তিনি যাতে সে জিনিষটায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন, দেখতে পাবেন এবং সেটা যদি দেখা না হয়, তার কতখানি বিপদ আমরা সেটা আসামে দেখেছি। যে সেই আসাম, এ যারা সংখ্যালঘু লোক তাদের ভাষা তাদের সেখানকার সংস্কৃতি তাদের সেখানকার যে নিজের ভাষায় স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা সেটা সংকুচিত হওয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কি রকম বিপর্যয় দেখা গেল এবং আজও আমি জানিনা যে সেখানকার যে সংখ্যাল্প ভাষাভাষি লোক তারা তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিনা। এটা যেন কোন যায়গায় রিপিটেড না হয় এটা আমরা চাই। ত্রিপুরাতে আমরা জানি কিছু লোক আছেন যাদের ট্রাইবেল আমরা বলি তারা সংখ্যাল্প, পাহাড়ি যাদের বলি, তারা সংখ্যাল্প, তারা অন্য ভাষায় কথা বলেন, তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে সে ভাষাটা ততখানি লিখিত ভাষা না হলেও, অলিখিত ভাষা হিসাবে হলেও সেটা প্রচলিত আছে। অনেকগুলি ভাষার মধ্যে ত্রিপুরী ভাষা যেটা পাহাড়িদের শতকরা ৮০ জন এখানে বুঝে যেটার মাধ্যমে তারা কথা বলেন ইচ্ছা করলে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও গ্রহণ করতে পারেন, আমি চাই সে রকম সুযোগ সুবিধা যেন তাদের দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে এক্ট আছে, যেটা গভর্নমেন্ট অফ্ ইউনিয়ান টেরিটোরিজ এক্ট সে এক্টে মণিপুরে একটি এলাকাকে হিল এরিয়া ঘোষণা করে হয়েছে,

পাহাড়ি এলাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেখানে একটা কমিটি করে অনেকগুলি সরকারী কাজকর্ম সেই কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করব যে আমাদের ত্রিপুরাতেও সেই রকম এলাকা রয়েছে, যে এলাকার কথা এখানকার যে ত্রিপুরা এডমিনিস্ট্রেশান তারা স্বীকার করে গেছেন, তারা ডিমার্কেট করে দিয়ে গেছেন, এ' এলাকাটা হচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চল তারা নাম করে দিয়ে গেছেন যেটা ধেবর কমিশন'এর রিপোর্টের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই এলাকার যদি কতকগুলি কাজ যেমন স্কুলের লেখাপড়া, অন্ততঃ প্রাইমারী স্টেজ পর্যন্ত সে লেখাপড়া ছেলেরা যাতে তাদের ভাষায় করতে পারেন। মামলা মকদ্দমার সাক্ষি দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কোর্টে একজন ট্রাইবেল আসলে পরে তারা উকিলের বা হাকিমের কথা বুঝেন না, কারণ সেটা তাদের নিজেদের ভাষা নয়। কাজেই সে সমস্ত কাজ তারা যাতে নিজেদের ভাষায় করতে পারেন। এই রকম অনেকগুলি কাজ আছে যেগুলি পাহাড়ি ভাষায় করার যে অধিকার সে অধিকার আমাদের স্বীকার করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি এই সম্পর্কে ধেবর কমিশান বলেছেন যে এই কনষ্টিটিউশানেল প্রভিশান এটা 'কেজুয়েলি' দেখছেন, বিভিন্ন এডমিনিষ্ট্রেশান 'কেজুয়েল' কথাটা তারা ব্যবহার করেছেন। তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন, এবং তারা বলেছেন যে আমরা দেখেছি নেফাতে স্কুলের টেক্সট বুক পাহাড়ি ভাষায় তৈরী হচ্ছে, আমরা দেখছি যে আসামে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা পযন্ত পাহাড়ি ভাষায় গ্রহণ করা হচ্ছে, আমরা দেখছি যে নাগালাণ্ড, সেখানে পযন্ত এই স্থানীয় ভাষায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং মিজু পাহাড়ে সেখানে স্থানীয় ভাষায় প্রচুর বই তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলি কিনছেন। আমাদের এখানে ডিফিকাল্টিজ থাকতে পারে এবং সে সম্পর্কে ধেবর কমিশন বলেছেন যে "বাই এনকারেজিং দিজ, উই ডেফিনিটলি এসিস্ট দি প্রসেস অফ্ ইন্টিগ্রেশান।" তারা এ কথা হয়ত বলবেন যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে পাহাড়িদের আলাদা ভাষা শেখাবো, বাঙ্গালিদের আলাদা ভাষা শেখাবো দুইটি আলাদা আলাদা হয়ে যাবে সেটা মোটেই নয়। যদি আমরা পাহাড়িদের জানতে চাই, বুঝতে চাই তাহলে তাদের ভাষা আমাদের জানতে হবে, তাদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্য, তাদের পাহাড়ে পাহাড়ে যে সমস্ত গান হয়েছিল, যে সমস্ত নাচ, যে সমস্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেগুলি আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং যদি আমরা শ্রদ্ধা করি তাহলে তাদেরও শ্রদ্ধা আমাদের বাংলা ভাষা সম্পর্কে বাড়বে। পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করার মধ্য দিয়ে জাতীয় ইন্টিগ্রেশান এবং ঐক্য এবং সংহতি গড়ে উঠবে এবং সে কথা ধেবর কমিশানও স্বীকার করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে এই যে প্রভিশান অফ্ দি বিল সেই প্রভিশান সম্পর্কে ২।১ টি কথা বলতে চাই জেনারেলি। সে কথাটি কি—না বিল একটি এনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা যদি আমি বুঝে থাকি, বিলটির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে ইংরেজী ভাষাটা যাতে আমরা জানুয়ারীর পরেও ব্যবহার করতে পারি নতুবা অসুবিধা হবে। কারণ আমরা আঞ্চলিক পরিষদে একটা প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে বাংলাভাষা আমাদের এখানে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের একথা জানা আছে যে রাজার আমলে এখানে একসময়ে বংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা ছিল এবং অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ যেগুলি বংলা ভাষায় তারা প্রয়োগ করেছেন। আমি যখন কলিকাতায় যাই বিভিন্ন ভাষাবিদ্ পর্যন্ত বলেছেন যে আপনি সে সমস্ত লেখাগুলি, সে সমস্ত আইন যেগুলি মহারাজারা তৈরী করেছেন তার কপি আমাদের দিতে পারেন? কারণ এমন অপূর্ব জিনিষ বাংলা ভাষায় আর কম আছে। কাজেই সেগুলি আমাদের সম্পদ ছিল। সেগুলি সংগ্রহ করা—আমরা ইচ্ছা করলে আঞ্চলিক-পরিষদের সময় থেকে সে কাজ সুরু করতে পারতাম। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে বুঝলাম যে তা এখনও

কিছু করা হয়নি, প্রস্তাব একটা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বিল, ১৯৬১ সালে ঠিক এই বিল সম্ভবতঃ ঠিক ঠিক পশ্চিম বাংলার পাশ হয়েছে। সেই পশ্চিম বাংলার বিলের কপি আমার কাছে আছে। একটা দুইটা জায়গা ছাড়া প্রায় হুবহু তারা ১৯৬১ সালে গ্রহণ করেছিলেন, আজকে হচ্ছে ১৯৬৪ এবং আজও সেখানে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। কাজেই বিলের মধ্যে কোন তারিখ নেই যে কোন্ তারিখে আমরা বাংলা ভাষা চালু করব। কারণ সে তারিখ ঠিক করবেন কে—তা ঠিক করবেন চীফ্ কমিশনার, এডমিনিষ্ট্রেটার, কবে বাংলা ভাষা এখানে চালু করা হবে। ১০ বছর পরে, না ১৫ বছর পরে না, ২০ বছর পরে সে কথা এটার মধ্যে অনিশ্চিত। কাজেই তারা যে বিল এনেছেন সেটার তখনই মূল্য থাকতে পারে যদি ওরা স্পেসিফাই করেন ডেট্ যে অত তারিখের মধ্যে আমরা বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করব পাশাপাশি অবশ্য, হিন্দী ভাষা বা ইংরেজী ভাষা সেটাও থাকবে যেমন আমরা দেখেছি ত্রি-ভাষার ফরমুলা যেটা সারা ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছেন সেটা আমরাও গ্রহণ করব—একথা এই বিলের মধ্যে নেই, যে কবে আমরা সেটা করছি। আমি বলছি আপনারা সময় নিন—৬ মাস বা এক বছর সময় নিন, কিন্তু আপনারা একটা তারিখে আসুন যে এই তারিখের মধ্যে সেটা চালু হবে নতুবা সেই আঞ্চলিক-পরিষদের প্রস্তাবের মতই হবে। সে প্রস্তাব নেওয়ার পরে—ওঁরাত সেই লোকই যারা আঞ্চলিক-পরিষদে ছিলেন, তারাইত এখানেও গদিতে বসেছেন; তখনও করেন নাই, এখনও ওঁরা কিছু করবেন না। সেই কমিটি যেসব কমিটির কথা বলা হচ্ছে সেগুলি এখনও জন্মলাভ করেনি এবং কোনদিন জন্মলাভ করবে বলেও আমাদের বিশ্বাস হয় না। কাজেই আমি মনে করি এই বিলের এমেণ্ডমেণ্টের প্রয়োজন আছে দুইটি ক্ষেত্রেতে। একটা হচ্ছে এই তারিখ ঠিক করে দেওয়া এবং একটি হচ্ছে লিংগুইষ্টিক মাইনরিটিজ সম্পর্কে, যেটা আমরা আশা করব যে সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনার সুযোগ হবে।

শ্রী মনিন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয়অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বহু আকাঙ্খিত এবং বহু প্রতিক্ষীত ভাষা সংক্রান্ত বিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিধান সভায় প্রবর্তন করেছেন, আমি এটাকে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করি। কারণ আমরা বাংলাকে আইনানুগভাবে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে চলেছি। ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্খা আজ রূপায়িত হতে চলেছে। কাজেই আমি সর্বপ্রথমে এই বিলটার প্রতি আমার স্বাগত জানাচ্ছি।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা সরকারী কার্য্যে ব্যবহার হয়েছিল এই কথা আমরা সকলে জানি এবং এর পটভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধেয় ভূতপূর্ব মহারাজগণ রচনা করেছিলেন তাই আজ বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে আমাদের ত্রিপুরার ভূতপূর্ব মহারাজদিগকে বিশেষ করে মহারাজ শ্রী বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আজ স্মরণ করছি যিনি বাংলা ভাষার একজন বড় পিষ্টপোষক ছিলেন। বাংলা ভাষার তিনি একজন অনুরক্ত সেবক ছিলেন। যাঁর অনুগ্রহে এবং যাঁর অর্থানুকুল্যে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য এর লেখক স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন তাঁর এমন কোন আর্থিক সম্বল ছিল না যে তিনি মুদ্রণ করতে পারেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের অর্থানুকুল্যে গ্রন্থাকার সেই বইখানি মুদ্রণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজদিগের এই যে অবদান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার এবং উন্নতির জন্য তাদের যে অবদান সেইটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কাজেই আমরা তাদের সকলকে আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। ত্রিপুরা রাজ্যে স্মরণাতীতকাল হইতে বাংলা ভাষা সরকারী কার্য্যে, অফিস, আদালত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হয়ে আসছিল। সেই সুদূর অতীত থেকে যখন ত্রিপুরা রাজ্য এই বাংলা ভাষার সঙ্গে যখন আমাদের দেশ অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়ে আসছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব বশতঃ তখন মহারাজ বীরচন্দ্র

মাণিক্য দেখলেন যে তাঁর সরকারী কাজে অনেক সময়ে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার হচ্ছে এবং তিনি যখন লক্ষ্য করলেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার মর্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে এই বিষয়ে তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। সেই অভিপ্রায়টা যে সার্কুলারে তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মহোদয় প্রকাশ করলেন, এই সার্কুলারটা যদি আমি এই হাউজের মধ্যে পঠ করি তা হলে আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারব। এই রাজ্যের অফিস আদালত সমুহের প্রচলিত ভাষা বাংলা এবং সর্ববিদ রাজ কার্য্যে এবং আবহমান কাল হইতে বাংলা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুন্ন রাখা স্বর্গীয় মহারাজাগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর ১২৪৮ ত্রিপুরাব্দে নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিত আইনে আইনশীর্ষক বিধি প্রচার করেছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত এবং প্রবল আছে। পরমপুজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে স্বীয় অভিমত বারংবার কর্মচারীদিগকে জানিয়েছেন তাদের এই কল্যাণকর অভিপ্রায় স্বসম্মানে প্রতিপালন করা রাজ কর্মচারী মাত্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তার বিচ্যুতি ঘটিতে দেখা যাইতেছে। সর্ববিধ রাজ কার্য্যে বাংলাভাষা প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিকেল বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিশেষ প্রয়োজন স্থল ভিন্ন, আদালত অফিস সমুহের কাগজপত্রাদির বাংলাভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না। কোন বিচারক বা অন্য কোন শ্রেনীর কার্য্যকারকের বাংলা ভাষা না জানা থাকিলে, জানা না থাকবার দরুন অথবা উক্ত ভাষায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট, ডায়রি ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলে তার অনুবাদ প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথায়ও প্রেরিত হলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।

স্বাক্ষর
শ্রীঅভয়কুমার গুহ,
অবপ্রাপ্ত কার্য্যকারক।

স্বাক্ষর
ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা
মন্ত্রী

তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্ম মহোদয়ের এই যে সার্কুলার এই সার্কুলারটা সুস্পষ্ট যে তাঁর কি ভাবে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে আসছেন। শুধু তাই নয় তাঁরা শুধু বাংলা ভাষার মর্যাদা এখানে দেন নি, তাঁরা বাংলা ভাষা যাতে প্রসার হয় এবং সমৃদ্ধিশালী হয় তার চেষ্টা করে গিয়েছেন। তার অনেক দৃষ্টান্ত, অনেক ঘটনা আমরা জানি আছে। আমাদের স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে, তিনি যখন অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন, বার্দ্ধক্যে তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। তেমনি আরো অনেক কবি, সাহিত্যিক যাঁরা অর্থ সঙ্কটে পড়েছেন তাদেরকে তাঁরা সাহায্য করেছেন। যাতে করে আমাদের বাংলা ভাষা চর্চ্চা, সাধনা অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য তাঁরা সব সময়ে লক্ষ্য রেখেছেন। এবং তার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। কাজেই ত্রিপুরায় যে রকম বাংলা ভাষা এইখানে ব্যবহার হত সেইটা আইনানুগভাবে হয় নি। মহারাজগণের আদেশমতে ত্রিপুরায় সরকারী ভাষারূপে বাংলা ভাষা ব্যবহার হয়ে আসছিল। আজকে আমরা সেই বাংলা ভাষাকে, যে ভাষার এতখানি উন্নতি, সমৃদ্ধি তাঁরা করে গেছেন, তার পটভূমিকা তাঁরা রচনা করে গেছেন, তাঁদের সেই অভিপ্রায়, তাঁদের সেই ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরাবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের অভিপ্রায় এবং ইচ্ছাকে আমরা রূপ দিতে চলেছি। কাজেই

সেইটাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই আমি মনে করি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, এই ভাষা সংক্রান্ত বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে আমরা এই বিলে কোন নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করি নি, তার কারণ হচ্ছে এই যে বাংলা ভাষা যদি শীঘ্রই সরকারী ভাষা রূপে গৃহীত হয় তা হলে আমাদের কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমত যেমন আমাদের যে পরিমাণ পরিভাষা প্রয়োজন তা এখন পর্য্যন্ত সম্যক তৈরী হয় নি। তা ছাড়া বাংলা ভাষা যদি সরকারি ভাষা রূপে ব্যবহার করতে থাকি তবে অনেক ষ্টেনো-টাইপিষ্ট প্রয়োজন হবে। ষ্টেনোগ্রাফার, টাইপিষ্ট প্রভৃতির প্রয়োজন।

Mr. Speaker :—I would draw the attention of the Hon'ble Minister to the point that there are amendments to this Bill. So he will get enough scope to speak in this Assembly,

Shri Bhowmik :—I agree with you, Hon'ble Speaker, Sir,

তবে আমাদের যখন এই বিষয়ে লেঙ্গুয়েজ বিলের উপর এমেণ্ডমেণ্ট মাননীয় সদস্য এনেছেন তখন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা, বিস্তৃত আলোচনা করব। তবে তিনি উপেক্ষা করে বলেছেন যে আমরা যেহেতু ২৬শে জানুয়ারীর পর আর ইংয়েজী ভাষা ব্যবহার করতে পারব না সেইজন্য এসোসিয়েটেড লেঙ্গুয়েজ হিসাবে এই বিলে ইংরেজীকে রাখা হয়েছে। তাই তো বলছেন আপনি। আমার মনে হয় তিনি এটা—নাউ ইউ আর ডিনাইং (ইণ্টারাপশ্যান) আমার যতদূর মনে হয় আপনি এই কথা বলেছেন।

Mr. Speaker :—I request the Hon'ble Minister to please go on with your speach.

যে ২৬শে জানুয়ারীর পরে যদি এটা আমরা এসোসিয়েটেড লেঙ্গুয়েজ হিসাবে গ্রহণ না করি তা হলে ইংরেজী আমাদের রক্ষা করা, অফিসের কাজকারবারে অসুবিধা হয়ে দাড়াবে। আজ ইংরেজী ভাষাটা যদি আমরা ব্যবহার না করি আমাদের যে সরাসরি সংযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আমাদের কাজের অসুবিধা হবে। তা ছাড়া যে সমস্ত অঞ্চলে বা যে সমস্ত প্রদেশের লোক বাংলা ভাষা জানেনা তাদের থেকে অনুরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হবে। এইজন্য এসোসিয়েটেড লেঙ্গুয়েজ হিসাবে ইংরেজীকে এই বিলে রাখা হয়েছে এবং কাজেই আমাদের এই প্রয়োজন আছে বলেই এসোসিয়েটেড লেঙ্গুয়েজ হিসাবে আমরা বিলে রেখেছি। যদি আমরা বাস্তবকে অস্বীকার করি তবে আমার ভুল করব বলে মনে করি, কেননা এই বাংলা ভাষা বিল প্রবর্তনের পূর্ব্বে যাহা দরকার তা করতে হবে। আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র বাংলা ভাষাকে প্রচলন করব যখন আমাদের অসুবিধগুলি দূর করার কাজকর্ম সম্পূর্ণ হবে। বাংলাকে সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করবার যে নোটিফিকেশন আইনে দেওয়া আছে, তাহা এডমিনিষ্ট্রেটার দিবেন এবং আশা করি এই যে ভাষা সংক্রান্ত বিল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ বিধানসভায় প্রবর্তন করেছেন, ত্রিপুরার এই প্রথম বিধানসভায়, ফার্ষ্ট এসেম্বলী অফ ত্রিপুরা এই বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে যাচ্ছেন। কাজেই আমার ধারণা এবং বিশ্বাস আগামী দিনে এই ঘটনাকে ত্রিপুরাবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবেন যে ত্রিপুরার প্রথম বিধানসভা বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে ত্রিপুরায় প্রবর্তন করেছেন।

Mr. Speaker :—I draw the attention of all the Hon'ble Members that you have seen the report of the Business Advisory Committee that two hours time was allotted for this, one hour has passed, so I shall be compelled to put time limit

for this. There are four amendments. I have received one amendment, I got it to-day. I have admitted this to day. So there are five amendments. I would request the Members both of the opposition and of the Ruling Party to kindly stretch their helping hand to me so that we may finish the business in time.

The House stands adjourned till 2 P. M

Mr. Speaker:—Consideration of the Tripura Official Language Bill is to continue. I would now call on Shri Karunamay Nath Choudhury.

Sri Karunamoy Nath Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা বিধান সভায় ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা, বাংলা, রাজভাষা হিসাবে গন্য করার জন্য বিল পেয়েছি। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিল উপস্থিত করেছেন সে বিলের প্রতি আমি আমার সমর্থন জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ১৯৬১ সালে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদেও আমরা বাংলাভাষা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। আজকে বিধান সভায় পুনরায় আমরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আইনে রয়েছে, Union Territory Act এ রয়েছে যে Administrator তার সম্মতি দিয়েই এই বিলকে যথা সময়ে কার্য্য রূপদান করবেন। আমরা House এ একটি কথা লক্ষ্য করছি যে আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বাংলা যে ইতিপূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে রাজভাষা ছিল এ সম্পর্কে বক্তৃতা রেখেছেন। আমরা ও, ত্রিপুরা রাজ্য যখন Advisory council ছিল তখন, Secritariat এর পূর্বাংশে একটি কোঠায় একখানা মস্তবড় প্লেকার্ড দেখেছি "ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা" এ কথাগুলি লেখা ছিল। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বহু পুরানো একখানা দলিলে দেখা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা সরকারী কাগজ পত্রে ব্যবহার করবার জন্য একটা Circular ছিল কিন্তু এই Circular এ লিখা আছে ১২৮৪ ত্রিপুরা এবং ১৩২১ বাংলা ১৭ই বৈশাখ ত্রিপুরার গেজেটে ৩ নং circular প্রকাশিত হয়। এই যে circular টি প্রকাশিত হয় তাতে নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন নামে সেই circular টি প্রকাশ করা হয়। এবং গেজেটে এই যে আইন শব্দটি লেখা আছে তাহা সমচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে আমরা দেখতে পাই। এই আইন শব্দটিতে আমার অনুমান হয় যে আইন খুব সম্ভব ইতিপূর্বে ছিল। কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই লেখা আছে সমাচার পত্রিকায় যে আইনটি আর খোঁজে পাওয়া যায় নি বলেই আমার মনে হয় যে আজ আইন সম্মত করার জন্যই এই বিল আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এটুকু অনুভব করেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষা সম্পর্কিত এই বিল বিধান সভায় উপস্থিত করেছেন। আমি এই বিলের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষার যে সমস্ত সুন্দর পরিভাষা রয়েছে বিশেষ করে এখানে আইন আদালত ইত্যাদিতে বাংলা ভাষাই ব্যবহার হয়। এমন কি আমরা এখন যে অধিবেশনে আছি সেখানে ও আমরা বাংলা ভাষাতে বলছি। প্রথমে এই অধিবেশনে আমরা ইংরেজীতে বলতাম। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহকর্ম্মী মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয়কে, তিনি একটি আইনগত প্রশ্ন তুলে ছিলেন যে বাংলা ভাষায় আমরা বলতে পারবো না এমন কোন নজীর আছে কি? আমরা আরও জানতে পারলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা আইন বলে কোন আইনের এখানে অবস্থিতি ছিল না। ভারত সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যকে গ্রহণ করেন তখন "রিপিল" করার প্রশ্ন উঠেনি বলেই এখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে। রাজনৈতিক ভাষা হিসাবে যে ইংরেজী ছিল তা আজও আছে। আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে তিনি ইতি পূর্বেই আমাদের বাংলা ভাষায়

বলবার অনুমতি দিয়েছেন এবং আমরা বাংলা ভাষাই বলে আসছি। বাংলাভাষা হিসাবে সরকারী কাজ-কর্মে এবং বিভিন্ন কার্য্যের যে পরিভাষা রয়েছে, আমার বিশ্বাস আছে যে আমরা সরকারী কার্য্যাদিতে বাংলা ভাষার বিস্তৃত প্রভাব করতে পারবো। আমি আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা সরকারী যে সমস্ত ব্যবস্থা না হলে চলে না তা পালন করে সর্ব্বপ্রকার সরকারী কার্য্যে—আমরা বাংলাভাষা ব্যবহার করতে পারবো। বাংলাভাষা কত শক্তিশালী ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তার একটা সত্য প্রমাণ আমি দিচ্ছি। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের জন্য। তা কত সুন্দর রূপ নিয়ে ত্রিপুরায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে আমরা দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় তার বাসস্থানের নাম আমার মধ্যে যে বৈশিষ্ট থাকে, তা যেন ত্রিপুরাতে একটু পৃথক। তার অন্তরেই যেন বাংলাভাষা বাস করছে, যেমন উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদ। আমরা দেখি এখানে একটি অঞ্চলের নাম অরুন্ধুতিনগর। রাস্তার নাম শকুন্তলা রোড। একটি অঞ্চলের নাম বনমালীপুর। একটি বিশিষ্ট এলাকা যেখানে আমাদের বর্ত্তমান Administrator থাকেন তার নাম কুঞ্জবন মালঞ্চ নিবাস ইত্যাদি যে শব্দগুলি, সে শব্দগুলি যেন বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের যে ভক্তি শ্রদ্ধা থাকলে তার অন্তঃস্থল থেকে বেড়িয়ে আসে ঠিক তেমনি এখানে সৃষ্টি হয়েছে। আর আমি দেখি যে মহাকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে ভক্তি অর্ঘ্য হিসাবে তাঁর জন্মদিনে একটা উপাধি পাঠিয়েছি তা হলো "ভারতভাস্কর"। এত সুন্দর, এত মধুর শব্দ এত গরীয়ান যে একমাত্র বাংলাভাষায় ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাতে আমরা দেখি যেন বাংলার এক প্রতিনিধি এই ত্রিপুরায় বসেছিলেন। তাই বাংলা ভাষার এত সুন্দর রূপ দেখেছি। কোন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত নামকে রাখার জন্য এখানে রাস্তাঘাট বা অঞ্চলের নাম না করে বাংলা ভাষার একটা মধুর রূপ দেওয়ার জন্য এখানে ইতি পূর্ব্বেই চেষ্টা হয়েছিল। আজ এই বিধান সভায় দেশের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলা ভাষার প্রতি আমরা দায়িত্ব পালন করছি। এবং এটুকু পালন করতে পেরেই আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। এই বক্তব্য বলেই এই বিলের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker, I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

Sri Birchandra Deb Barma:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাভাষা রাজভাষা ছিল অর্থাৎ একমাত্র বাংলা ভাষায় সমস্ত অফিস আদালত ও আইন সংক্রান্ত সব কিছু কাজ হত। বাংলা ভাষায় রায় লেখা বর্ত্তমান West Bengal এর অনেক জজএর পক্ষে হয়তো একটা চিন্তার বিষয় যে কি করে রায় বাংলা ভাষায় লেখা যায়। কিন্তু আমি জানি এই বাংলা ভাষায়ই ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত জজ মহোদয়রা ছিলেন তাঁরা বাংলা ভাষায়ই রায় লিখতেন। সুন্দর সাবলীল ভাবে লিখতেন। এবং আইনে যে সমস্ত জটিল শব্দ থাকতো সে সকল শব্দ ও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা হতো। কাজেই বাংলা ভাষার যে মর্য্যাদা ত্রিপুরা রাজ্যে দিয়েছে বর্ত্তমান ভাষা বিল এনে আমরা সে মর্য্যাদাকে কতখানি পুনরুদ্ধার করতে পারবো সেটা সন্দেহজনক। কেন না যে Power অনুযায়ী আমরা এখানে বাংলাভাষা বিল, official Language Bill আনছি সেটা হচ্ছে Section 34 of Govt. of Territories Act সেখানে বলেছে ইংরেজী অথবা হিন্দী সেটা তো আছেই তা ছাড়া One or more Language তারা for official purpose by act in Laws তারা পাশ করতে পারেন। কাজেই ত্রিপুরারাজ্যে যেখানে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়ই সমস্ত কিছু অফিস আদালত

যাবতীয় কাজকর্ম হউক এটা আমরা চাই। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা চাই যে অন্যান্য ভাষাও যেখানে রয়েছে Linguistic minority যারা রয়েছে, যে সমস্ত ভাষা অনেকদিন ধরে এখানকার মাটি পাহাড়ের মতই বেঁচে রয়েছে, সরকার পক্ষের কোন রকম প্রচেষ্টা বা যত্ন ছাড়াও যে ভাষাগুলি এখনো টিকে রয়েছে, যে ভাষা এখনও মুখে মুখে গান ছড়ায় বেঁচে রয়েছে সে ভাষাগুলির উপর ও সরকার দৃষ্টি দেন সেটাই আমি আশা করবো। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে অনেক Tribal-ই এই ত্রিপুরী ভাষাকে জানে ত্রিপুরী ভাষায় তারা কথাবার্তা বলে। ত্রিপুরী ভাষায় তারা গান, ছড়া ইত্যাদি রচনা করে। তার মধ্যে অনেক সাহিত্যিক উপাদান ও রয়েছে সেই ত্রিপুরী ভাষায় উৎসাহ সাধন, সেই ত্রিপুরী ভাষার উন্নতি সাধন এবং যে সমস্ত জায়গায় Tribal area সেখানে ত্রিপুরী ভাষাকে Official ভাষায় রূপদান সেটাও বর্ত্তমান সরকার পক্ষীয় যারা রয়েছেন তারা সেটা বিচার করবেন বলে আমি মনে করি, কেননা সমগ্র ভারতবর্ষে আজকে যে ভাবে চলেছে সেখানে একটা All India Language থাকবে এবং আঞ্চলিক ভাষা যেগুলো সেগুলিরও ঠিক ঠিকমতে যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় তার জন্য প্রচেষ্টা চলবে। এবং তার জন্যই এখানে এই ত্রিপুরার মাটিতে ও এই ত্রিপুরী ভাষা রয়েছে এবং অন্যান্য ভাষাও রয়েছে। সেই ভাষাগুলিরও যাতে শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, Improve করা যায় যাতে সেটা লেখ্য ভাষায় রূপ দেওয়া যায় সেজন্য সরকার চেষ্টা করবেন বলে আমি মনে করি। কাজেই আজকে যে বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে সে বিল শীঘ্র. আমি মনে করি সরকার যথা শীঘ্র চালু করবার ব্যবস্থা করবেন। এটাকে চালু করতে যদি আমাদের অনেক দেরী হয়ে যায় তাহলে যে প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি সে প্রচেষ্টা খুব সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে মনে করি না। যথা শীঘ্র as immediately possible সেটাকে চালু করবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার। অনেক বাধা হয়তো রয়েছে, তারা হয়তো বলবে পরিভাষার বাধা রয়েছে, সেগুলির বাংলা ভাষায় রূপ দেওয়া হয়তো শক্ত হবে। তবু আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই ত্রিপুরায়ই তার Experiment হয়ে গেছে, ত্রিপুরায়ই একমাত্র বাংলা ভাষা হিসাবে এখানকার অফিস আদালতের কাজ চলে এসেছে। এখানকার যারা জজ ছিলেন, Magistrate ছিলেন, এখানকার যারা Official ছিলেন তারা সমস্ত order বাংলাভাষায় প্রচার করেছেন। যে সমস্ত মোকদ্দমার রায় তারা দিয়েছেন, জটিল আইনের তর্ক তারা বাংলা ভাষায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন কাজেই এই প্রচেষ্টা ত্রিপুরায় খুব কঠিন হবে বলে মনে করি না যদি তারা ত্রিপুরার পূর্বের যে ইতিহাস, নথিপত্র দলিল পত্র যে Circular আছে সে সম্পর্কে যদি তারা অবহিত হন। অবশ্য আমি জানিনা ঠিক ঐদিক দিয়ে তাদের নজর পড়বে কি না। আমরা সব সময়ই অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি। পশ্চিমবঙ্গ ভাষাকে কবে ঠিক ঠিক ভাবে চালু করতে পারবেন তারদিকে যদি আমরা তাকিয়ে থাকি তাহলে আমাদের বিলম্ব হতে পারে। আমাদের এখানে নিজেদের যে সমস্ত পরিভাষা রয়েছে সেগুলি যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের কাজ অনেক সোজা হবে বলে আমরা মনে করি। কাজেই আমি মনে করবো বাংলা ভাষার যে বিলটি এখানে রয়েছে সেটা আনতে দেরী হলেও আমাদের পক্ষে এটা একটা ভাল জিনিষ এবং এটা যাতে তাড়াতাড়ি চালু করা যায় তার জন্য সরকার পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আর এখানকার যে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে তারও শ্রীবৃদ্ধির বিধান যাতে করা যায় যেমন ত্রিপুরী ভাষা রয়েছে সেটাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে, যে সমস্ত জায়গায় Tribal area রয়েছে সেখানে সে ভাষাকে যদি চালু করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকার পক্ষের সদস্য, মন্ত্রী মহোদয় যারা রয়েছেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি

এই ভাষা বিলের সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Datta.

Shri Sunil Datta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার যে বিল উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করি। এ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বলেছেন যে ত্রিপুরায় আগে বাংলা ভাষা রাজভাষা ছিল। এবং মাননীয় উপমন্ত্রী যে circular এর কথা উল্লেখ করেছেন সে circular এ দেখা যায় যে এ সম্পর্কে একটি আইনও ছিল। ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখবার আইনবিদ্ধ এক বিধি প্রচার করেন। যে জায়গায় আইন ছিল, যে জায়গায়, যে রাজ্যে বাংলা ভাষা রাজভাষারূপে স্বীকৃত ছিল দীর্ঘদিন পূর্ব্বে, যে রাজ্যে বাংলা ভাষায় সমস্ত কাজকর্ম চলত, যে রাজ্যে বিচারকরা সুষ্ঠ বাংলায় তাদের রায় লিখতেন, এই কথা কিছু পূর্ব্বে মাননীয় বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা বলেছেন। আমি জানি এই সম্পর্কে আমাদের বাংলা দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তারা ত্রিপুরা থেকে পরিভাষা সংগ্রহ করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকার কোন এক সময়ের অদূরদর্শিতার ফলে যদি এইসব মূল্যবান দলিল পত্রাদি নষ্ট হইয়ে থাকে তা অত্যন্ত দুঃখের কথা। যে আইন ছিল সে আইন পাওয়া যায় নি। শুধুমাত্র সেই কারণে আজকে এই বিল উত্থাপন। যদিও বিল উত্থাপন সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে আইনের দিক দিয়ে আইনে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরাই বলতে পারেন যে বিল উত্থাপনের প্রয়োজন আজকে ছিল না। বিল উত্থাপিত হয়েছে আনন্দের কথা, কিন্তু আইনের সমস্ত দিকটা বিচার বিবেচনা করলে এবং যে দলিল আমাদের হাতে আছে সেই দলিল সম্পর্কে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এখানে আজকে এই হাউসে বাংলা ভাষাকে রাজ্যভষা রূপে মর্য্যাদা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি না। সব সময়ই রাজভাষা হতে আমরা বঞ্চিত করিনি, সেই সম্পর্কিত কোন আইন যখন হয় নি বাংলা ভাষাকে বঞ্চিত করে এবং ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তির পর সামান্য কিছুদিন মাত্র তাও আমার মনে হয় ১৯৫০ ইংরাজীর পর থেকে রাজকার্য বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে ইংরাজীতে রাম লিখা ইংরাজীতে correspondance করা ইত্যাদি চালু হয়। বাংলা ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ভাষা তার প্রাচীনত্ব আজ পর্য্যন্ত সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি। বাংলা ভাষায় যে সব প্রাচীন লেখা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন লেখ্য প্রমান চর্য্যাবাদ কবিতা বা সংগ্রহ তারপরে যে রূপ সে রূপটা হল বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতির। অবশ্য বিদ্যাপতিকে অনেকে মৈথিলি ভাষার কবি বলেন কিন্তু তখন মৈথিলি ভাষা এবং বাংলা ভাষা প্রায় একরূপই ছিল। তার পরের যুগ রায় গুণাকর ভারত চন্দ্রের যুগ। তারপর কিছুদিন বাংলা দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে এই দেশে বিদেশী মিশনারীরা আসেন, পর্ত্তুগীজ মিশনারী, ডাচ মিশনারী এবং ডেনীশ মিশনারী তারা প্রত্যেকেই প্রতিটি মিশনারী থেকে বাংলা ভাষার ছাপানো হরপ, পুস্তক বের করবার চেষ্টা করেন এবং পর্ত্তুগালের রাজধানী থেকেও এইসব বাংলা ভাষা সম্পর্কিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজভাষার বহুল প্রচলন ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মুদ্রায়। বাংলা হরপে, এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে মুদ্রা প্রচলিত ছিল আমরা দেখি কর্ণেল মহীমচন্দ্র ঠাকুর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন তখন তার গলায় একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন কি হে গলায় মেডেল ঝুলিয়ে আসছ কেন? তখন আমাদের স্বর্গীয় মহীম ঠাকুর বলেছিলেন যে ওটা মেডেল নয়, এটা আমার রাজ্যের একটি মুদ্রা। বিদ্যাসাগর আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন আমার বাংলা ভাষা রাজভাষা। সে রাজ্যে ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় মুদ্রা প্রচলিত ছিল ২/২½ বৎসর পূর্ব্বে সে রাজ্যে দলিলাদি বাংলায় লিখা হত সেই প্রমাণ এখনও কৈলাসহরে

আছে কিছুদিন পূর্ব্বে কৈলাসহরের একজন মুন্সেফ শ্রীত্রিপুর সেন তখন কৈলাসহরের মুন্সেফ ছিলেন। এবং তিনি এই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেন। কাজেই যে রাজ্যে রাজভাষা বাংলাভাষা ছিল সেই রাজ্যে আমাদের সরকারের কিছু দিনের অবহেলার জন্যে আমাদের বাংলাভাষা রাজ ভাষা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা আজকে আবার তাকে আমাদের সরকারী কাজের ব্যবহারের জন্য বিল উত্থাপনের সে চেষ্টা করছি সেটা একটা শুভ প্রচেষ্টা তবে এই সম্পর্কে আসল কথাই হল যে অতি সত্বর এবং মাননীয় শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা যে কথা বলেছেন যে পশ্চিম বাংলার দিকে চেয়ে লাভ কি আমাদের নিজেদের চেষ্টায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অফিস আদালতে ত্রিপুরার সদর মহকুমা আগরতলার বিভিন্ন অফিসে যে সব প্রাচীন দলিলাদি আছে তা থেকে এখন পরিভাষার সৃষ্টি করা যায় যে বহু দীর্ঘ সময় প্রতিক্ষা না করার ও সম্ভাবনা বেশী। বাংলাদেশে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, অসুবিধা হয়তো আমাদের ও কিছুটা ভোগ করতে হবে। কিন্তু বাংলার মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের নিজেদের যে অমূল্য সম্পদ ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আছে তা সংগ্রহ করে যদি চেষ্টা করি আমরা যদি আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করি তা হলে আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আমার সমস্ত সরকারী কাজে বাংলাকে ব্যবহার করতে পারবো। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় অন্যান্য উপজাতী ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, তার একটু অসুবিধা আছে, Language ও Dilect এ বেশ কম আছে এবং ত্রিপুরী ভাষার যদিও বহুল প্রচলন আছে ত্রিপুরাতে, কিছু সংখ্যক আদীবাসী গোষ্ঠী এই ভাষা বুঝতে পারেন কিন্তু আবার এমন কিছু সংখ্যক আদিবাসী গোষ্ঠী আছেন যারা এই ভাষা বুঝতে পারেন না। কুকি সম্প্রদায়, লুসাই সম্প্রদায়, চাকমা সম্প্রদায়. মগ সম্প্রদায় তাদের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের মধ্যে চাকমা সম্প্রদায়ের ভাষা ত্রিপুরী ভাষার চেয়ে অনেক বাংলা ঘেষা এবং বলা যেতে পারে যে চাকমা ভাষা বাংলার ৩/৪ শত বৎসর পূর্ব্ব থেকে ৫/৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষার যেরূপ ছিল সেই ভাষারই রূপ এখন পর্য্যন্ত চাকমা ভাষায় রয়ে গেছে। কাজেই ত্রিপুরী ভাষাতে সরকারী কাজকর্ম্ম চালানোর নানাবিধ অসুবিধা আছে। একটি মাত্র সুবিধা করা যেতে পারে যে Pry. school stage এ এই ভাষাকে Tribal কিছু সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষার সুবিধার জন্য প্রবর্ত্তন করা। এবং সেই প্রবর্ত্তনের চেষ্টাটা এই সম্প্রদায়ের যারা বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষিত তারা যদি তাদের নিজেদের গ্রামার তৈরী করে উপভাষার সৃষ্টি করে ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করেন তাহলেই মাত্র সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই বিলে, যে বিল উত্থাপিত হয়েছে, অন্য কোন ভাষাকে সুযোগ দেওয়ার মত সুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না। যে বিল House এর সামনে উত্থাপিত করেছেন সেই বিলকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—The Discussion of this motion for consideration is over. I would now put this motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Chief Minister that the Tripura Official Language Bill 1964 (Bill No. 5 of 1964) be taken into consideration at once. As many as are of the same opinion will please say 'Ayes'

Voices 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'AYES' HAVE IT. 'AYES HAVE IT.

The motion that the Bill be taken into consideration has been carried. Now the amendments given notice of will be now first to be discussed.

Now I, in all have got 5 amndments & of these five, one upon clause No. 2 and four others under clause No. 2 (1) & clause 3 So I take up the discussion of the amendments.

As it is Voluntarily—offered by the mover of the amendments, I well come this. I was so long thinking how to allow the discussion for much time. I was thinking of curtailing down the time. I have already alloted time for the next item, still to give force forthe discussion on this is a very good thing. Then we shall put these four amendments for discussion together. Amendments No. 1 to be moved by Sri Chakravarti.

1) In clause 2 (1) for the words begining with "such date" and ending with "in this behalf" the words "15 th August, 1965" be substituted.

2) In clause 2 (1) second paper, line 1, for the words "issue of any such notification the words "declaration with regard to the use of Bengali as the official Language" be substituted.

Amendment four in clauses 3 line 1 to 3, for the words begining with "such date" and ending with "in this behalf" the words "15th August, 1965" be substituted.

Amendment No. 5 the question befoure the House I mean in clauses 3 the proviso begining with "Provided that" and ending with in clauses (a), (b) and (c)" be omitted.

I would now call on the mover of the Amendments.

Sri Nipendra Chakravarti :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি যে চারিটি সংশোধনী প্রস্তাব এই বিলের উপর রাখছি সেই সংশোধনী প্রস্তাব হইল যে বিলটি এখানে রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে আমাদের Administrator by notification in official gazette, কোন তারিখ থেকে এই Bill টিকে কার্যকরী করা হইবে, সেটা তিনি ঠিক করে দিবেন। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলের অন্যান্য ধারাতে কয়েকটি provision রাখা হয়েছে যে provision গুলি আমি সংশোধন করতে চাচ্ছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, যে আমরা। বিলটি এখানে গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেই বিলটি একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দিক। যাতে সেই তারিখে থেকে আমরা বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী করতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একথা আগে ও এখানে বলেছি যে বাংলা দেশেও ১৯৬১ সালে ঠিক একই ধরণের একটি বিল গ্রহণ করে, তারা বলেছিলেন যে State Govt. ঠিক করে দেবে, কোন তারিখে এই বিল কার্যকরী করা হবে। এবং সেই কার্যকরী করার দায়িত্ব তা পশ্চিমবাংলা গভর্ণমেণ্ট আজ পর্যন্তও পালন করেনি যদিও আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে ২৬ শে জানুয়ারী থেকে তারা এটি কার্যকরী করার চেষ্টা নেবেন। এটা খুব আনন্দের কথা, যদি পশ্চিম বাংলার গভর্ণমেণ্ট ২৬শে জানুয়ারী থেকে কার্যকরী করতে পারেন তাহলে আমরা পশ্চিম বাংলা হতে অনেক দূরে থেকেও আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাব। অভিনন্দন জানাব এজন্য সে যে কেউ বাংলা ভাষার অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, আমাদের অভিনন্দন তারা পাবেন। আমি জানি যে পূর্ব বাংলায় বহু বাঙ্গালী ছেলে শহিদ হয়েছেন, বাংলা দেশে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রাখবার জন্য এবং তাদের সেই

সংগ্রাম, তাদের যে আত্মদান, সেই আত্মদানকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং এই হাউসে আমার মনে হয় আমার সঙ্গে প্রত্যেকে একমত হবেন যে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব বাংলায় হউক; আর আসামে হউক, ভারতবর্ষের বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হউক বাংলা ভাষাকে যারা মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান, সমৃদ্ধ করতে চান, তারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই amendment র মধ্যে আমি একথা বলতে চাচ্ছি, যে অনেক বাধার কথা এখানে বলা হয়, একথা মাননীয় সদস্য যিনি কমলপুর হতে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, তিনিও এ কথা স্বীকার করেছেন যে এখানে বাংলা ভাষায় সরকারী কাজ চলত, আফিস-আদালতের কাজ চলত, এমন কি জটিল মামলা-মোকদ্দমার যে রায় বা দলিল পত্র লেখা সবই বাংলা ভাষাতে এখানে চলত। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি জানি যে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক নূতন নূতন বিষয় এসে যোগ হয়েছে সরকারী কাজ কর্ম্মের মধ্যে, তা হয়ত সেদিন ছিল না এবং সেজন্য নূতন নূতন শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় গ্রহণ করতে হবে তা কোন সময়ে অস্বীকার করি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নিজেও সংবাদ পত্র অফিসে ছিলাম, যখন আনন্দবাজার পত্রিকা বের করা হত প্রায় সমস্ত ইংরেজী খবরকে অনুবাদ করে, আমরা কত শব্দ বাংলা ভাষাতে দিয়েছি তার যদি আজকে হিসাব নেই দেখতে পারব, আমি অন্তত ৫ বছর আনন্দবাজারে ছিলাম। আমি জানি যে আমাদের মধ্যে আলোচনা হত, কারণ এমন অনেক শব্দ আছে, পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার বাংলা শব্দ আমাদিগকে দিতে হবে, সেই দায়িত্ব আমরা পালন করেছি এবং আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে ভাষা সংবাদপত্র আমাদিগকে দিয়েছে, সে ভাষা আজকে দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর ভাষা হয়ে গেছে, সেজন্য পত্রিকা ও সংবাদ-পত্রকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। তাদের অবদান বাংলা ভাষার মধ্যে আমি অস্বীকার করি না। কাজেই এই দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। সে দায়িত্ব আমি জানি আমাদের কলেজের অধ্যাপকেরা পালন করছেন, যাদের আজকে অনেক জিনিষ বাংলাতে পড়াতে হচ্ছে। আমাদের যারা সেই সমস্ত বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করছেন, আমি জানি কত কঠিন কঠিন বিজ্ঞানের শব্দকে তাদের বাংলায় অনুবাদ করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখে সুখী হলাম যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, একটি কমিটিও গঠন করেছেন পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় যে সকল বই আজকে ছাপা হচ্ছে, বিভিন্ন দিকে, সাহিত্যের দিকে, বিজ্ঞানের দিকে, ইঞ্জিনীয়ারিং এর দিকে সেগুলি আমাদের শিখতে হবে, আমাদের ছেলেদের জানতে হবে, তার জন্য তিনি একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন, এটা আনন্দের কথা, আমরা এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম, আঞ্চলিক পরিষদে আমরা সেদিন যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম, সেদিন তো আমাদের উপর দায়িত্ব বর্ত্তিয়েছিল, সেদিন থেকেই তো আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। সেদিন যারা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ছিলেন আজকে তারা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তারা সেদিনই বা কি করেছিলেন বাংলা ভাষার অগ্রগতির জন্য? শুধু আঞ্চলিক পরিষদ বা বিধানসভায় এসে চোখের জল ফেলা, বাংলা ভাষার অগ্রগতির পক্ষে যথেষ্ট নয়, যদিও আমি মনে করি এটারও দাম আছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয় তাদের পক্ষে যাদের হাতে দায়িত্ব রয়েছে, বাংলা ভাষার অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টা চালাবার। তারা যদি এখানে report দেয়, গত ৫ বছরে বাংলা ভাষাকে অগ্রসর করার জন্য, তারা কেন কমিটি গঠন করতে পারেন নি, কেন তারা এ সমস্ত কাজে সাহায্য করতে পারেন নি। আমি তো জানি যে এখানে সেখানে লোক রয়েছেন, রাজার আমলের লোক রয়েছেন, আবার নূতন, যারা শিক্ষাবিধ, তারাও রয়েছেন তাদের

নিয়ে সে রকম বিশেষজ্ঞ কমিটি তো গঠন করা যেত, কেন করা হয়নি এতদিন পর্য্যন্ত, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কথার কৈফিয়ত তারা যদি দেন তাহলে পরে আমি সুখী হব এবং তাদের যে সমস্ত অসুবিধা সেগুলি দূর করার জন্য আমাদের যে সমস্ত সাহায্য করার দরকার, তাহাও আমরা করতে রাজি আছি। সেই সাহায্যের যে হাত তাও আমি সম্প্রসারিত রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে পশ্চিম বাংলা এ বিষয়ে কিছু কিছু অগ্রসর হয়েছে। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখি যে শুধু আজকের থেকে নয়, সেখানে বাংলা ভাষার অভিধান নূতন করে লেখা হচ্ছে এবং সে সমস্ত অভিধান সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রতিদিন সেখানকার যারা বাংলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, তারা তাদের contribution রাখছেন। সেটা আমাদের থেকে কোন আলাদা জিনিষ নয়, সেই জিনিষ থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেতে পারি এবং যদি পশ্চিম বাংলা ২৬ তারিখ থেকে এই কাজ করতে পারেন, আমার প্রস্তাবে আমি আরও সময় বাড়িয়ে দিয়েছি, আমি তো ২৬শে জানুয়ারী রাখিনি আমি ১৫ই আগষ্ট রেখেছি। এই ১৫ই আগষ্ট থেকে কেন আমরা এই কাজটা করতে পারব না, সেটা আমি বুঝতে পারি না। কাজেই amendment র মধ্য এমন কোন অসুবিধা সরকার পক্ষকে দিচ্ছি না, যার জন্য তারা আজ amendment গ্রহণ করতে পারেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে যখন ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে বলছিলাম, আমি একথা বলেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা হইতে আমার এই ধারণা হয়েছে যে ২৬শে জানুয়ারীর পর ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করায় আমাদের কিছু অসুবিধা হবে ঠিক সেই কারণে এই বিলটি তারা এখানে উপস্থিত করেছেন। আমি একথা বলিনি যে ২৬শে জানুয়ারীর পর ইংরেজী ভাষাকে ব্যবহার করবো না। আমি তখন ও বলেছি এখন ও বলছি. আমি হচ্ছি তাদের মধ্যে একজন যারা বিশ্বাস করেন ভাষার formula যেটা শুধু সরকার নয়, যদি মাননীয় সদস্যরা মনে করে দেখেন তাহলে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, যে Intergration conference ডেকেছিলেন, সমস্ত পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে সেই Integration conference কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা দেখতে পাবেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের যদি Integration করতে হয়, তাহলে তিনভাষার ফরমুলা নিতে হবে, সেই তিন ভাষার অর্থ কি ? সেই তিন ভাষা হচ্ছে, প্রথমত হিন্দি ভাষা, যেটা সারা ভারতবর্ষের ভাষা হবে, তারপর ইংরেজী ভাষা এবং তারপর একটা রিজিওনাল ভাষা। এটা শুধু এখানকার সরকারী দলের কথা নয়, এখানকার সমস্ত রাজনৈতিক দল, এই নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং সেজন্য ইহা সর্ব্বসম্মত নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এখানে ইংরেজী ভাষার বিরোধীতার প্রশ্ন কেউ তুলেনি এবং কাহার ও তোলার কথা নয়। এবং সেকথা আমিও বলি। আমি বলেছি একথা যে এই বিলের লক্ষ্য যেন এটা হয় না শুধু ইংরেজী ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই আমরা এই বিলটা আনছি। বাংলা ভাষার কথাটা শুধু লেখা আছে, কার্য্যকরী করার দিক হতে আমাদের কোন আন্তরিকতা নেই। সে কথা যদি কোন মন্ত্রী বা কোন সদস্যের মনের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে আমি সেই কথাটার বিরোধীতা করেছিলাম এবং এখন ও করছি। আমি সেই কথার দিকে, আবার হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সেটা যেন না হয়। বিরাট আকারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে যে ত্রিপুরায় এক সময় তো বাংলা ভাষা, সরকারী ভাষা ছিল, আমি আইনের সেই কচকচির মধ্যে যাচ্ছি না যে এটা এখন ও সরকারী ভাষা আছে কিনা। কারণ যারা বাস্তবের কথা বলেন, বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি সেটা নেই কাজেই আইনে যদি থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে মৃত আইন, সেই মৃত আইনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমরা এই বিলে বলছি। এবং এই আইন আমরা যদি নূতন

করে করি তাতে আমাদের সেই মাতৃভাষা বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার যদি সাহায্য হয় তা নূতন করে করতে কোন বাধা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই সেদিক থেকে বিলটির সংশোধন আমরা দাবী করছি, যে এটা একটা টাইম লিমিট বা সময় সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হউক এবং সেটি হউক ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৫। এবং সেই তারিখটি যাতে আমরা সত্যি সত্যি ঐতিহাসিকতা, যে ঐতিহাসিক তারিখের কথা আমাদের একজন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীভৌমিক বলেছেন। তখনই তা সত্যি সত্যি ঐটা ঐতিহাসিক হবে, যদি আমরা দেখতে পাই এই ৬ মাসের মধ্যে এটি একটি সত্যি সত্যি সরকারী কাজ কর্ম্মের মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার পক্ষে সাহায্য করেছে। একথা বলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার সংশোধন প্রস্তাবটি এবং অন্যান্য যে আরও তিনটি সংশোধন প্রস্তাব আমার নামে রয়েছে সেগুলি হাউসের সামনে রাখছি।

Sri M. L. Bhowmik

(Dy Minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় নেতা এই ভাষা বিলের উপর সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছেন যে ১৫ই অগাষ্টের মধ্যে যেন আমাদের ভাষা বিল কার্য্যকরী করা হয়। এটা যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যকরী হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা শীঘ্র কার্য্যকরী করার পক্ষে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে, সে কথা আমি বিলের সমর্থনের বক্তব্যে কিছুটা বলেছিলাম। এটা ঠিক যে ত্রিপুরারাজ্যে যেমন এক কালে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষার মর্য্যাদালাভ করেছিল এবং তৎকালে সেই ভাষার মাধ্যমে আদালতের কাজ হত, gazette প্রকাশিত হত, এবং অন্যান্য জরুরী কাজ কর্ম ও এই ভাষার মাধ্যমে হত। সেটা সম্ভব হত এ জন্য, সে সময়ে আমাদের যে বাংলা ভাষার পরিভাষা ছিল সেটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দীর্ঘকাল এই ভাষার ব্যবহার না থাকায় যে সমস্ত পরিভাষার কথা আমি বললাম সেগুলি এখন অনেকটা অবলুপ্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। যদিও এসব অবলুপ্ত পরিভাষা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু সেই ব্যবস্থা করতে হলে সময়ের প্রয়োজন। ঐ সময়কার বাংলা ভাষাতে, পার্শি এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দ বাংলায় পরিভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। কাজেই ঐ পরিভাষার যে সম্পদ, সেই সম্পদ এখন আর ব্যবহারে নেই। সেগুলি, সংকলন করতে হলে পর, সংগ্রহ করতে হলে পর অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া, সরকারী কাজকর্ম চালাতে হলে আমাদের বাংলা ভাষা অভিজ্ঞ টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার প্রয়োজন, বাংলা ভাষার টাইপিষ্ট বা ষ্টেনোগ্রাফার এখনও আমাদের পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এত শীঘ্রই পাওয়া সম্ভব হবে না, এটাও সময়ের প্রয়োজন। কাজেই এ সমস্ত ব্যবস্থাদি, যেমন পরিভাষা সংকলন বা সংগ্রহ এবং টাইপিষ্ট, ষ্টেনো প্রভৃতির প্রশ্ন যাহা এখন আমাদের পাওয়া সম্ভব নয়। যখন আমরা এগুলি করতে পারব; তখনই আমাদের পক্ষে এই বাংলা ভাষা বিল, যখন আইনে পরিণত হবে, কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে। ইহাতে আন্তরিকতার অভাব আছে, এটা যদি মাননীয় সদস্যরা মনে করে থাকেন, তাহলে আমি বলব তারা ভুল করছেন। কারণ যখন ভাষা সংক্রান্ত বিল আমরা এই হাউসে নিচ্ছি তখন যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এটা কার্য্যে পরিণত করা যায় সেদিকে আমাদের সরকারের লক্ষ্য থাকবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিলটি আইনে পরিণত হয় তার চেষ্টা করব। পশ্চিমবঙ্গের কথা তিনি উল্লেখ করে বলেছেন যে সেখানে ১৯৬১ ইংরেজীতে প্রস্তাব নিয়েছিলেন এবং আজ ১৯৬৫ র ২৬শে জানুয়ারীতে তারা সেই আইন কার্য্যকরী করতে চলেছেন। সেটা তাদের পক্ষে অনেক দেরী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, আমাদের পক্ষে যে সমস্ত অসুবিধার কথা আমি বললাম, সেই সমস্ত অসুবিধা যত শীঘ্র দূরীভূত হয়, ততই

আমরাও সুখী হব এবং যত শীঘ্র সম্ভব একটা শুভদিনে, তিনি নিশ্চয়ই ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের কথা স্মরণ করে সেই পুণ্যদিনে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে প্রবর্ত্তনের কথা বলেছেন, এটা আমাদের লক্ষ্য থাকবে যে একটা শুভদিনে এই ভাষার আইন কার্য্যকরী করব। অবশ্য শুভস্য শীঘ্রম হলে ভাল হত, তবে শীঘ্র করার যে সমস্ত অসুবিধা তা আমি হাউসে নিবেদন করলাম। কাজেই মাননীয় সদস্য যে amendment এনেছেন, তা আমি সমর্থন করতে পারলাম না।

Sri Atiqul Islam:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাংলাভাষাকে ত্রিপুরার সরকারী ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রস্তাব এই হাউসে আনা হয়েছে, সেদিক থেকে আজকে আমাদের একটা শুভদিন। শুভদিন এই অর্থেও বটে যে এক সময় বাংলাভাষা ত্রিপুরার সরকারী ভাষা ছিল, মাঝখানে মরে গিয়েছিল, আজকে আবার তাকে আমরা বাঁচিয়ে তুলেছি। কাজেই সেদিক থেকে আজকের দিনটা অত্যন্ত শুভ এবং শুভদিনটি আরও শুভ হবে যখন নাকি সত্যি সত্যি আমরা বাংলাভাষাকে আমাদের কাজে ব্যবহার করব। ব্যবহার করাটাই হচ্ছে আজকে আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন। প্রশ্ন এ জন্য, আইনটা পাশ করার পরেও তাকে কার্য্যকারী করার ক্ষমতা আমরা দিয়ে রেখেছি Administrator র কাছে এবং উনি যখন উহাকে চালু করবেন, তখনই প্রকৃত পক্ষে ঐটাকে চালু করা হবে। আমরা জনসাধারণ যারা নাকি ইংরেজী শিক্ষানবীশ, তাদের বাংলার প্রতি উদাসিকতা আছে। ঠিক যেন বাংলায় লিখলে পরে, লেখাটা হল না, মান-মর্য্যাদা থাকল না। কাজেই ইংরেজীর দিকে তাদের ঝোক থাকবে এবং আমি দেখেছি যখন নাকি পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষা আইন পাশ হয়, তখন এটাকে কার্য্যকারী করা যাবে কিনা এই নিয়ে অনেক মহল থেকে অনেক বিদ্রূপ করা হয়েছিল। যেমন বলা হয়েছিল যে আমরা কি করে বাংলা করব। Come through proper channel. এটা যদি comment করতে হয়, তাহলে বাংলায় তাহা আমি কি লিখব। সেখানে কোন কোন পত্রিকায় এ রকম বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছে, বাংলা করা হয়েছে "যথারীতি খাল দ্বারা আস" কাজেই come through proper channel এর বাংলা হল "যথারীতি খাল মারফত আস।" কাজেই, এটা বাংলাভাষার দুর্বলতার কথা নয়, এটা বাংলাভাষাকে যারা বিদ্রূপ করতে চান তারা নিশ্চয় এভাবে দেখেন। কাজেই সেই ভয়ে এটাকে চালু করতে আমাদের বিলম্ব করা উচিত হবে না। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাভাষাকে চালু করা উচিৎ। আমি বাঙালী, আপনি বাঙালী, অথচ আমাদের সমস্ত কিছু কাজকর্ম চলবে ইংরাজীতে, এটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি অনেকটা বিরক্ত মনে করি। আমরা বাঙালী, আমার প্রশ্নের যে জবাব দিবেন, তিনিও বাঙালী, অথচ আমাকে প্রশ্ন করতে হবে ইংরেজীতে, এটা একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপার। এবং যত তাড়াতাড়ি এটাকে শেষ করা যায়; ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা একটা সংশোধনী প্রস্তাব এখানে রেখেছিলাম যে এটাকে ১৫ই আগষ্ট থেকে চালু করা হউক। তাহলে একটা দিন স্থির করা থাকে এবং তার মাধ্যমে সেই দিনকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে পারি। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ইতিহাস বলা হয়েছে মহারাজার আমলের, এবং তখন যে এখানে বাংলার আইন পর্যন্ত ছিল, বাংলাতে রোষ্টার রায় লেখা হত এসব কথাও এখানে বলা হয়েছে। কাজেই একটা ভিত্তি আমাদের এখানে আছে, খুব যে একটা অসুবিধার কারণ যদি আমরা আগষ্ট মাসে চালু করতে নাই, এমন কোন কারণ নেই। কারণ আমাদের এখানে বাংলা ভাষা চলে আসছিল মহারাজার আমল

থেকে, বাংলায় আইন ছিল, সেই আইন এখানে আমাদিগকে পড়ে শুনানো হয়েছে এবং কোর্ট কাছারীতে ও বাংলা ভাষায় রায় লেখা হত। কাজেই এগুলি এখানে চালু আছে আজকে সে সমস্ত ভাষা আহরণ করতে আমাদের কোন বেগ পাওয়ার কারণ হবে না। কাজেই পশ্চিম বঙ্গের কথা তুলে এখানে লাভ নেই। পশ্চিম বঙ্গের কর্তৃপক্ষ আমাদের এখান থেকে অনেক শব্দ আহরণ করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে রায় লিখতে হলে কি শব্দ ব্যবহার হত, কোন ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে কি বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলি সম্পর্কে অনেক শব্দ তারা এখনি থেকে সংগ্রহ করেছে। কাজেই আমাদের অবস্থা সেখান থেকে ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা এখানে অনেকখানি এগিয়ে আছি। অতএব আমরা এই আইনটিকে শুধু আইনে লিপিবদ্ধ না করে এটাকে যাতে নি কার্যকরী করা যায়, সেদিকে আমাদের সক্রিয় হওয়া উচিত। এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি এবং আমি আশা করব, এটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

S. L. Shinha :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়, আমি amendment এর বিরোধীতা করছি। তার কারণ হল অসুবিধা যে হবে না, তা তাঁরা নিজেরও জানেন Administrator এর notification এর power এটার মধ্যে আছে তাও তাঁরা জানেন। তবু এ কথা বলার কারণ হল এই—মনে হয় অতি উগ্র মনোভাব দেখিয়ে চলার জন্য, অথচ বলা হয়েছে বাস্তববাদী। অথচ সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে আগেই এটার কার্যকারিতা সম্বন্ধে। কারণ যাদের মনে সন্দেহ থাকবে, বাংলা ভাষাকে অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ করার সম্বন্ধে, তাদের পক্ষ এই চিন্তা অস্বাভাবিক নয়। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাষা রাজভাষা ছিল, এটাকে আনার প্রয়োজনীয়তা কি। প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই এটাকে এখানে আনা হয়েছে। কারণ যে circular ছিল, তাতে পাচ্ছি political বিভাগ সংশ্লিষ্ট বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানে ভিন্ন। অতএব এটাকে strengthen করতে হয়, powerful করতে হয়। তাহলেও আজকে এই বিল আনা দরকার ও বিশেষ এবং সেজন্যই এই বিল এখানে আনা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে পরিভাষা সংস্কৃত নেওয়া হচ্ছে। পরিভাষা যারা করছেন, সর্ব্বভারতীয় দিক থেকে চিন্তা করে তাঁরা ভারতবর্ষের ভাষাবিদ। অতএব তাঁরা বিবেচনা করে নিচ্ছে যে এমন একটা পরিভাষা প্রচলন করা দরকার, যে পরিভাষা সর্ব্বভারতীয় লোকের পক্ষে সহজে বুঝা যায়। সেদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে পরিভাষা সঙ্কলন করা হচ্ছে। আর এখানে বলা হয়েছে যে বাংলা ভাষা অবলুপ্ত হয়েছে, আমি সেটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। বাংলা ভাষা ভারতে অবলুপ্ত হয়নি, তার কারণ হল বাংলা ভাষা তার স্বকীয় প্রভাবে ও নিজ শক্তি বলে পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম ভাষারূপে স্থানলাভ করেছে। অতএব সেই ভাষাকে আমরা যদি অবলুপ্ত হয়ে গেছে বলি তাহলে সেই ভাষা অবলুপ্ত হয়ে না ২/১ জনের কথায়। ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে নয় অনেক আগের থেকে, তার সংস্কৃতির দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখব, তার গানে, বাজনায়, সুরে ছন্দে, স্বরলিপিতে, প্রত্যেকটি জায়গায় বাংলা ভাষা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। আজকে ও দেখা যাচ্ছে এই বিশেষ করে পত্র পত্রিকা, University 'College' school প্রত্যেক জায়গাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত। অতএব যারা মনে করেন বাংলা ভাষা মৃত হয়ে গেছে তাদের মনই মৃত হয়ে গেছে, সেটা আমি বলব। বাংলা ভাষাকে অবলুপ্ত করার ক্ষমতা পৃথিবীর মধ্যে কারও নেই। কারণ বাংলা ভাষায় যে অবদান সৃষ্টি করে গেছেন মহাপুরুষেরা যুগ যুগান্তর ধরে ত চলে এসেছে। আমরা শুধু তার অনুসরণ করছি, কেবল বক্তৃতায় নয়, সেই রাজনৈতিক বক্তৃতা শুরু করে ব্যবহারিক প্রতিটি জীবনে, ব্যবসা-

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি জায়গায়। ত্রিপুরাতেও আমরা দেখব—ত্রিপুরার পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে প্রতি জায়গাতে সমস্ত দিক দিয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আর সেই জায়গাতে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যে আমরা পরিভাষা সেখানে করতে যাব সেটা যেন সর্বভারতের লোকেরা সহজ ও সরল ভাবে বুঝতে পারে। সেই দিক দিয়েও চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। সেদিক দিয়ে আমাদের কোন কিছু নাই বললে ও অত্যুক্তি হবে না। অতএব আমি সেটা বাস্তব দিক লক্ষ্য করেই বলছি। তারপর বলা হয়েছে ১৯৬১ সালে বাংলা দেশে বাংলাভাষা বিল এনেছে খুব ভাল কথা? আমরা ১৯৫৭ তে আঞ্চলিক পরিষদে একটা resolution করেছিলাম। সেটা হ'ল regional language এর প্রভিসন ছিল না। সেখানে ছিল আমাদের আঞ্চলিক পরিষদে যদি বক্তৃতা দেওয়ার কার্য্যাদি করতে হয়, সেখানেও আমাদিগকে either in English or in Hindi তে করতে হত। অতএব যাতে আমরা বাংলা ভাষাকে সংরক্ষণ করে বক্তৃতা দিতে পারি সেই অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য সেই resolution আনা হয়েছিল। সেই অনুসারে আজকে ও আমাদের স্পীকার মহোদয় আমাদিগকে সেই অধিকার দিয়েছেন যাতে অমরা Assembly Hall এ আমাদের মনের ভাবসহজ ও সরল করে ব্যক্ত করতে পারি। এবং সেই অধিকার দিয়েছেন, এজন্য আমি স্পীকার মহোদয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বাংলা ভাষা অবলুপ্ত হয়ে গেছে সেজন্য নয়, বাংলা ভাষায় তার মনের আকুলি-বিকুলি সৃষ্টি করছে, প্রকাশের জন্য এই অধিকার আমরা পেয়েছি এবং তা পেয়ে আমরা তাকে সংরক্ষণ করছি। তারপর এই বিলের অবতারণা করা হয়েছে। ১৯৬৩ তে Territorial Act পাশ হয়েছে, অতএব আজকে ১৯৬৪ সাল। অতএব সে জায়গাতে আমরা সেই বিল এনেছি, যাতে আমাদের regional language কে বাংলা ভাষা করতে পারি। তবে ১৫ই আগষ্ট সম্বন্ধে যে সময় নির্দিষ্ট করেছেন, তারা ও জানেন তাতে প্রচুর বাধা আছে, বিঘ্ন আছে আমাদের technical man দের আমাদের সমস্ত পরিভাষা নেই এবং তাকে সংগ্রহ করতে হবে। তারপরে আমাদের সমস্ত কাজকে চালু করতে হবে। অতএব যে অসুবিধার কথা জানেন না, তা নয়, তাদের বক্তৃতায় ও বলেছেন যে অবলুপ্ত যদি হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে তো পুনরুদ্ধার করতে হবে। It will take time অনেক সময় নিবে, ওনাদের এই চিন্তাধারায় আসে না। তারপর বলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে সে সংরক্ষণের প্রয়োজন। উনি ও ইংরেজী সংরক্ষণ করছেন, তার কারণ Parliament এ সেটাকে সংরক্ষণ করার জন্য associated language এর কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী চাগলার প্রশংসা ও তিনি করেছেন, অতএব ইংরেজীকে associated language করা হউক। যাতে আমরা আমাদের Regional language কে বাংলা ভাষা করতে পারি। তবে এই জায়গায় ১৫ আগষ্ট সম্বন্ধে একটি টাইম নির্দিষ্ট করেছেন সে সম্বন্ধে তারাও জানেন যে এটার প্রচুর বাধা আছে আমাদের Technical man নেই, পরিভাষা নেই। সেই পরিভাষা জে গড় করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। তারপর চালু করতে হবে। তারা যে তা জানেন না তা নয়। তারা বক্তৃতায় ও বলেছেন যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অবলুপ্ত ও যদি হয়ে যায় তা হলে তা পুনঃ উদ্ধার করতে হবে। উনি বলতে চান অনেক সময় ওনাদের চিন্তাধারাটা এই। তার পরে বলা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে কিছুদিন আগেই পরিভাষা সংরক্ষণ করা হয়েছে। কারণ Parliament এও সেটা কে সংরক্ষণ করার জন্য চেষ্টা চলছে সর্বভারতে। চাগলার কথার ও তিনি প্রশংসা করেছেন। ইংরাজীকে Associate Language করার জন্য। অত্যুক্তি ভাবে একথা

বলা হয়েছে। তারা নিজেরা ও বলেছেন, ইংরাজী থাকবে, বাংলা থাকবে, হিন্দি থাকবে। অথচ আমি যখন বললাম তখন তাতে যে কি দোষ হল, আমি তা বুঝতে পারলাম না। এটাকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এটা Progressive state, অনবরত যে ভাবে কাজ করে আসছে যে যে বাধা থাকবে তাকে অতিক্রম করে যাতে আমরা Regional Language কে বাংলা ভাষাতে astablished করতে পারি তারই একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই বিল এখানে আনা হয়েছে। তারপরে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে বাংলা ভাষা প্রচলনের দ্বারা যারা সংখ্যালঘু আছে, Minority যারা, তাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তৃতায় অভিযোগ করেছেন কিন্তু এটা সম্বন্ধে কোন আশঙ্কার কারণ নেই। কারণ বাংলা ভাষা যখন যেখানে গেছে তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি কে উদ্বুদ্ধ করেছে। কোনরূপ কাজকে supress করেনি। তার ইতিহাস যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি তবে দেখব যে মনিপুরের যে ভাষা, মনিপুরের যে নাচ, গান, বাজনা, তাদের যে জীবনী সমস্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা ভাষা মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে। যাঁরা বড় বড় সাহিত্যিক, তাদের লেখনির দ্বারা মানুষকে উদ্জিবিত করেছে এবং তার ফলেই বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম ভাষারূপে স্থানলাভ করেছে। আমরা জানি বাংলা ভাষা, ত্রিপুরি বা রিয়াংদের যে ভাষা আপনারা বলছেন, যেটাকে আমরা Dilect বলছি, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই যে বাংলা ভাষা আছে। বাংলা ভাষাতেও অনেক ভাষার শব্দ আছে। বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দ আছে, হিন্দি শব্দ আছে, পর্তুগিজ শব্দ আছে এবং সংস্কৃত শব্দ ও আছে। যে ভাষার অন্য ভাষাকে গ্রহণ করার শক্তি আছে সেই ভাষা বেঁচে থাকবে। অতএব বাংলা ভাষার অন্যান্য ভাষাকে গ্রহণ করার শক্তি আছে, সেই শক্তি আছে বলেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে। আজকে যে Amendment আনা হয়েছে তার কোন যুক্তি নেই এবং সেই জন্য আমি এ বিরোধীতা করছি।

'NOISE'

Mr. Speaker :— Order please. Is there any other Hon'ble Member from this side ? I mean from my right. Discussion on the floor on the amendment given by Sri Nripendra Chakraborty is closed. I would now put the amendment to vote one after another. (Amendments were then put to vote one after another and were all lost, then the relative clauses were put to vote and were agreed to)

Here is another amentment relating to Clause 2 (1) of the bill that in clause 2 (1) at the end of 2nd para add "Provided further that in those Contiguous areas where the Tribal people dominate, Tripuri Language shall be used for all official purposes," to be moved by Sri Sudhanna Deb Barma.

Sri Sudhanna Deb Barma :—Hon'ble Speaker Sir, official Language bill আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় সব বক্তাই ভূতপূর্ব্ব মহারাজা বীরচন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মা বাহাদুরের কথা স্মরণ করেছিলেন এবং প্রশংসা করেছিলেন আমিও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে এইকথা বলছি। তিনি বাংলা ভাষার মর্য্যাদা দিয়েছিলেন এবং বাংলাভাষা কে ত্রিপুরার official Language হিসাব পরিগণিত করেছিলেন সেই কথা স্মরণ করে গৌরব অনুভব করছি। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন এটাও আমাদের গৌরবের বিষয়। কিন্তু আজকে একটি কথা না বলে পারিনা যে ত্রিপুরায়

আমাদের ভাষা আছে, আর একটা সংস্কৃতি আছে। সেই ভাষা আর সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন দেখে যে এই গৌরব অনুভব করছি, তারমধ্যে দুঃখ অনুভব ও না করে পারছিনা। হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ত্রিপুরার একটা উপজাতি তদের আলাদা ভাষা, এবং সংস্কৃতি নিয়ে আছে। রাজতন্ত্রের যুগে সেই ভাষা এবং সংস্কৃতিকে উন্নয়ন করার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। সেই কথা স্মরণ করে আজ দুঃখ পেতে হয়। আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন ভারতের একটা অংশরূপে এই ত্রিপুরাতেও আমরা কি আশা করতে পারি না, যে রাজতন্ত্রের যুগ থেকে আমরা চলে এসেছি গণতন্ত্রে এবং গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে এগিয়ে যাব এই কথা আমি সদস্যদের মুখে শুনেছি। অবশ্য কথাই, কাজে কতটুকু হয়েছে ভগবানই জানেন, তবু আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি। আজকে এই ভারতের যত ছোট উপজাতি হোক যত ক্ষুদ্র অংশই হোক তাকে উন্নত করার যে কর্তব্য, মাননীয় Speaker Sir, আমি আশা করব এই House এর সকলে স্বীকার করবেন। ত্রিপুরার এই উপজাতী ভাষাকে যদি উন্নত না করা হয় তবে এই গণতন্ত্রী ভারতে যে সামগ্রিক উন্নতির কথা, ধর্মাযনের কথা আমরা বলি তা সফল হবে বলে আমি কোনদিনই আশা করতে পারিনা। ত্রিপুরী ভাষার কথা যদি আমরা চিন্তা করি এবং ইতিহাসের পিছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখি ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বাংলা ভাষাকে রাজ ভাষা রূপে এনেছিলেন কিন্তু তার পূর্ব্বে কি ছিল? আপনারা হয়ত দাবী করবেন যে, এই কথা বলার মানে কি? আমি বলি এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই ত্রিপুরী ভাষাও একদিন রাজ ভাষা রূপে স্থান পেয়েছিল। তার docoment আমি হয়ত আপনাদের সামনে আনতে পারবনা। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর আগে কোন ভাষায় রাজকার্য্য পরিচালনা হত? তখন official কাজ বর্তমানের মত এত Complicated ছিলনা। তখন ছিল সামান্য বিন্দিয়া গারদ শাসনযন্ত্র। তখন ত্রিপুরা ভাষাকে ব্যবহার করা তাদের পক্ষে অসুবিধা ছিল না। Document থাকবেনা, নথিপত্র থাকবেনা, থাকবার কথাও নয়। কারণ অনেক মাননীয় সদস্যের মুখে শুনেছি এখানে আইন ছিল একদিন কিন্তু সেই আইন কোথায় যেন চলে গেল। যেটা লিখিত আইন ছিল সেটা যদি হারিয়ে যায় তবে হাজার হাজার বৎসর এর ঘটনায় কাগজপত্র নথিপত্রের কথা বলা সম্ভব নয়। ত্রিপুরাতে উপজাতীদের মধ্যে Tribal দের মধ্যেও অনেক section আছে যারা ত্রিপুরী ভাষা বুঝেনা। একথা আমি জানি। কিন্তু তারা ত্রিপুরী ভাষা বুঝে এবং বলেও। সমাজগত ভাবে প্রত্যেকে না বুঝাতে পারে কিন্তু রাজ পরিচালনা করার জন্য বহু আগে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে যারা প্রাচীন তারা এখনও সেই ভাষার কথা বলে এর এর নাম দেওয়া হয়েছে রাজানিকক। রাজানিকক অর্থ রাজভাষা একদিন ছিল বলেই এই ভাষা এখনও মানুষের মনে রয়ে গেছে যে এই ভাষার নাম রাজানিকক্ সেই ভাষা এখন কোথায়? যে ভাষা একদিন রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে ব্যবহার করা হত। সেই ভাষার মর্যাদা এখন আর নেই, বরং দিনের পর দিন এই ভাষা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই ভাষা প্রয়োগ করা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য সুনিল বাবু বলেছেনযে এটাকে introduce করা যায় না কারণ এখানে অল্প সংখ্যক লোক আছেন যারা এই ভাষা বুঝেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি হিন্দি ভারতের রাষ্ট্র ভাষা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই— হিন্দি ভাষা কি ভারতের সমস্ত লোকে বুঝে? দক্ষিণ ভারতে কেউ হিন্দি বুঝেন। Majority হিন্দি বুঝেনা তবু আমরা এই ভাষাকে আস্তে আস্তে রাষ্ট্র ভাষারূপে নিযোজিত করতে পারব। অতএব কিছু সংখ্যক লোক না জানার জন্য এই ভাষাকে আনা যাবেনা এই রকম কোন যুক্তি তিনি আনতে পারবেননা। মাননীয় Speaker, এদের মধ্যে যারা Majority যারা এই Tribal ভাষার কথা বলে সেই ভাষা

এভাবে চলে? আজকে আমি একথা বুঝি যে ত্রিপুরাতে উপজাতিদের মধ্যে এই ধারণা থাকতে পারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা। কিন্তু আমি জানি তা নয়। এখানে কিছু সংখ্যক চাকমা, মগ এবং হালামদের মধ্যে কিছু লোক ত্রিপুরী ভাষা না বুঝতে পারে। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোক যেমন জামাতিয়া, বিয়াং, নোয়াতিয়া, রুকমিনী, কলই গুটপাই তাঁরা সকলেই ত্রিপুরী ভাষা বলে। এরা সবাই ত্রিপুরী। শুধু উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন অংশমাত্র। শুধু ত্রিপুরী বলতে যাঁরা দেববর্মা লেখে তাদেরে বুঝবে না। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ মহাশয় সেইদিন বলেছিলেন যে গুটপাই শব্দ কি? আপনারা হয়ত গুটপাই শব্দের অর্থ জানেন না। গুটপাই অর্থ যাঁরা দেববর্মা লেখে তাঁরাই গুটপাই। কাজেই এখানে জামাতিয়া, বিয়াং, নোয়াতিয়া, রুকমিনী কলই এই সমস্ত লিখে। কিন্তু তারা সবাই ত্রিপুরী এবং ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলে। অন্যরা হয়ত মনে করেন ত্রিপুরী একটা আলাদা জাত, কিন্তু তা নয়। যেখানে এই বিলটি সংশোধন এই ভাষাকে যদি Introduce করা হয় তা হলে কোন অসুবিধা হতে পারে না। বিশেষ করে আমি বলি যে ডেবর কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়েছে যে ত্রিপুরাতে ও Schdule area করা হবে। এবং ভূতপূর্ব চিফ কমিশনার শ্রীপট্টনায়ক সাহেবও recommend করে ছিলেন যে ত্রিপুরাতেও সেই রকম একটি Schedule area হোক। কাজেই যে জায়গায় অধিক সংখ্যক ত্রিপুরী আছে সেই জায়গায় যদি ত্রিপুরী ভাষাকে official lanquage করার অগ্রসর হই তা হলে অযৌক্তিক কিছু আমি খুঁজে পাই না। বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ আছে তা হতেই পারে না। এই কথা আমি বলি না। সেই জন্য বাংলা এবং ত্রিপুরী ভাষা উভয়ই চলবে। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক মানকে যদি উন্নত করতে চাই তবে ত্রিপুরী ভাষাকে বাদ দিয়ে কোন দিনই করতে পারি না। যদিও উপজাতি দের বৈষয়িক এবং আর্থিক উন্নতির জন্য বড় বড় কথা শুনতে পাই কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যা দেখি তা নিরর্থক। কিন্তু তাকে শুধু বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পর্কে চিন্তা করলে চলবে না। তার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে একটি উপজাতি বা সমাজকে উন্নত করা সম্ভব নয়। কাজেই সেদিক দিয়ে এই ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

এই চিন্তা করেই আমি এই amendment এনেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে একটা রাজ্যে minority যে ভাষায় কথা বলে তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যত্ন নেওয়া হয়। তার জন্য তিনি দেখিয়েছেন মণিপুরের কথা। আমরা জানতে চাই এই ত্রিপুরাতে ত্রিপুরী ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরী ভাষাকে উন্নত করার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে তা তিনি বলবেন। আমার এই কথার উত্তরে তিনি অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু আমি জানি এই ভাষার জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে। ত্রিপুরী ভাষাতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় এবং ১৫০, ২০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়। শিক্ষা গ্রহণ করার পর এই ভাষা তারা কোথায় প্রয়োগ করবে তার কোন ব্যবস্থা না করে শুধু পুরস্কার দিলেই কি ভাষার উন্নতি করা যায়। প্রাইমারি স্কুলগুলিতে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে। তার জন্য অক্ষর পরিচয়ের বর্ণ পরিচয়ের জন্য বই দিতে হয়। তার জন্য কি কোন উৎসাহ দেওয়া হয়? মাননীয় Speaker মহোদয়, আমি জানি পরলোকগত অজিত বন্ধু দেববর্মা কয়েকটি বই লিখেছেন। কয়েকটি বর্ণ পরিচয়ের জন্য, সহজ ভাবে পড়ার জন্য তিনি আমার কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন যাতে এই বই আরো উন্নত করা যায়। আমি এইজন্য তাকে সহায়তাও করেছি। এই বইগুলি এখনও আছে। এরপর এইগুলির কি অবস্থা হবে আমি জানিনা। এই রূপ মহেন্দ্র দেববর্মা ও বাল্যশিক্ষা ধরণের একটা বই লিখেছিলেন এবং সেটা Tribal welfare officer এর হাতে দিয়ে ছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সেই বই কোথায় হারিয়ে গেল তার কোন

পাত্তা পাওয়া গেল না। খামকা কতগুলি পুরস্কার দেওয়া হয় কিন্তু যে বই লেখা হল তাকে ছাপার বা প্রচার করার কোন উৎসাহ দেওয়া হয়না। আমি কিভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা মেনে নিতে পারি যে এই ভাষাকে উন্নত করার জন্য, উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক কিছু করা হচ্ছে। আমরা যদি বাংলা দেশের দিকে তাকাই দেখব নেপালি ভাষাকে স্বীকার করা হয়েছে। আর আমাদের ত্রিপুরাতে তা আমরা পারবা না। বাংলাদেশে যদি নেপালি ভাষা স্বীকৃত হয়ে থাকে তবে আমরা এই ত্রিপুরী ভাষাকে স্বীকার করতে পারব না কেন ? মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিলবাবু আরো বলেছিলেন যে স্কুলে তা প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা সরকারী প্রচেষ্টা নয়। জনতার দিক থেকে। জনতাকে উৎসাহিত করার কোন সরকারী প্রচেষ্টা দেখিনা। সরকার যদি দায়িত্ব না নেয় তবে কেবল জনসাধারণের উৎসাহে হবে না। রাশিয়াতে চাল্লিশ হাজার লোকের ক্ষুদ্র একটা উপজাতি তাদের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়, লেখা পড়ার ব্যবস্থা হয়, আর আমাদের ত্রিপুরার কয়েক লক্ষ লোক তাদের বেলায় হতে পারে না ? আমি যে amendment এনেছি তার গুরুত্ব আছে। ত্রিপুরাকে যদি উন্নত করতে চান, যদি জন দরদী হন, ভারতের তথা ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য যদি আপনারা দরদী হন এবং সেটা চান তা হলে এই গুরুত্ব পূর্ণ amendment কে নিশ্চয়ই আপনারা গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার amendment রাখছি।

Sri M. L. Bhowmik :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ভাষা বিলের উপর বিরোধী দলের সদস্য শ্রীসুধন্ব দেববর্মা যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে Contiguous area তে, Tribal people দের জন্য, যেখানে Dominate করছে, সেখানে ত্রিপুরী ভাষা যেন অন্যতম সরকারী ভাষারূপে গণ্য করা হয়। প্রথমত আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ত্রিপুরীকে তারা একটা ভাষা বলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ত্রিপুরী একটি ভাষা নয় একটি Dileot, উপভাষা। কাজেই ত্রিপুরী ভাষাকে, যেটা আমরা উপভাষা বলে মনে করি, সেইটাকে এই পর্য্যায়ে, বর্তমানে যে পর্য্যায়ে ত্রিপুরী ভাষা আছে, এটা গ্রহণ করা করা যেতে পারে না। তিনি বলেছেন ত্রিপুরীরা সংখ্যাগরিষ্ট উপজাতি। কিন্তু ত্রিপুরাতে ১৮টি উপজাতি আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট এই ভাষাটি বোধগম্য বলে আমি মনে করিনা। বিভিন্ন উপজাতির বিভিন্ন Dileot রয়েছে। তবে এটা অবশ্যই তারা স্বীকার করবেন যে ১৮টি বিভিন্ন উপজাতি আছে। তারমধ্যে বিভিন্ন dileot প্রচলিত। কাজেই ত্রিপুরী dileot, কে বর্তমান পর্য্যায়ে ভাষা বলে আমি মনে করি না। তবে ত্রিপুরী dileot কে একটা ভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় সদস্য দুঃখ করে বলেছেন যে আমরা কয়েকজন লোককে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়ে, তাদের শুধু মাত্র পুরস্কার দিয়ে আমাদের কর্তব্য শেষ করছি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি তাই। আমরা চাই বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরে যারা শিক্ষকতা করছেন তারা direct ত্রিপুরী শিক্ষা করুক। সেই জন্য শিক্ষকরা যাতে করে বেশী করে ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা করেন তার জন্য এই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা। তাছাড়া আপনারা জানেন যে All Indian Radio তেও ১৫ মিনিট সংবাদ, গান ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়ে থাকে। কাজেই সরকারী ভাবে এই সমস্ত প্রচেষ্টার কথা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরী ভাষাকে All India Radio তে ১০/১৫ মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরী ভাষার কোন ঐতিহ্য নেই তার কোন সংস্কৃতি নেই এইটা আমরা অস্বীকার করছিনা। নাচে; গানে সমস্ত দিক দিয়ে ত্রিপুরীদের ঐতিহ্য রয়েছে এইটা আমরা স্বীকার করি।

কিন্তু এটা ভাষার পর্য্যায়ে উন্নীত না হওয়ার জন্য একে আমরা অন্যতম সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করতে পারি না। এই বাস্তব সত্যকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সকলেই স্বীকার করবেন। তাছাড়া আশা করি আপনারা সকলেই জানেন যে ত্রিপুরী ভাষায় একটা অভিধান গঠন করার জন্য ত্রিপুরা সরকার সাহায্য করছেন। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরী dileot এ সাময়িক পত্র, পত্রিকাও প্রকাশ করছেন। এই ভাবে ত্রিপুরী ভাষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে করে ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরী ভাষা একটা সমৃদ্ধশালী ভাষারূপে পরিগণিত হতে পারে।

(INTERUPTION)

আপনারাই বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এক সময় ত্রিপুরী deleot সরকারী মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠিত ছিল যদিও আপনারা বলছেন এটা ইতিহাসে আছে কিন্তু তার দলিল বা প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আপনারা বলেছেন যে ত্রিপুরী এক সময় ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী ভাষা ছিল। কিন্তু এটার ঠিক প্রমান আমাদের হাতে নেই। এটা ইতিহাসের কথা। যাহা হউক আমাদের সরকারে পক্ষ থেকেও প্রচেষ্টা আছে যে ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরী ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত লাভ করুক। এই সদিচ্ছা আমাদের সরকারের আছে।

Mr. Speaker :— I world call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barmr :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে amendment আনা হয়েছে সেই amendment অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। কারণ আমি এই রাজ্যের ২/১ টি কথা বলব, সেটা হচ্ছে যে আজকে যারা ruling party র সদস্য তাদের অবগতির জন্যই এই কথাগুলি বলছি। ত্রিপুরী language এখানে ব্যবহার না করার এবং official language হিসাবে না থাকার কথা উনারা বলেছেন। কিন্তু আমি অনুরোধ করব তারা যেন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কথা একটু স্মরণ করেন। কারণ এটা খুব পরিষ্কার কথা এখানে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরী আছে বলেই এর নাম ত্রিপুরারাজ্য হয়েছে নতুবা ইহার নাম ত্রিপুরা রাজ্য রাখার কোন কারণ ছিলনা। এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে যদি লক্ষ্য করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে উড়িষ্যায় উড়িয়া ভাষা আছে, বিহারে বিহারী ভাষা আছে, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী ভাষা আছে, বাঙ্গালা দেশে বাংলা ভাষা আছে, আসামে আসামী ভাষা আছে, মণিপুরে মণিপুরী ভাষা আছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরী ভাষা কেন হবে না এইটা আমি ঠিক ঠিক চিন্তা করতে পারছিনা। কারণ এখানে ১৯৬১ সালে যে census হয়েছে census report এও ত্রিপুরা রাজ্যের যে জন সংখ্যা দেখানো হয়েছে তাতে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে এখানে ৩, ১৭,০০৭ জন উপজাতী। তার মধ্যে কুকী, চাকমা ও মগ এই তিনটি সম্প্রদায় ছাড়া বাকী সমস্তই এই ত্রিপুরী ভাষা ব্যবহার করে থাকে। ধেবর কমিশনের রিপোর্টে আছে যে কোন রাজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠলোক যে ভাষার ব্যবহার করে থাকে সেই ভাষাকে সেখানে মর্য্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা যে উনারা কি করে এই amendment এর বিরোধিতা করেন। উনারা এখানে কাজের ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থার যুক্তি উত্থাপন করেছেন। আমি বলব বাস্তব অবস্থাটা যদি উনারা উপলব্ধি করে থাকেন তবে ধেবর কমিশনের যে সুপারিশ যে কোন State এ বা যে কোন Province এ সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের যে ভাষা সেই ভাষাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা। তা না হলে এই সুপারিশের কি মূল্য আছে? এই সম্পর্কে Ruling Party কি চিন্তা করেন সেইটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আজকে যেখানে ভাষা পূণর্বিন্যাসের প্রশ্ন, যেখানে উন্নয়নের প্রশ্ন, সেখানে এই প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে এই ভাষাটা যাহাতে সরকারী recognition পায় তার ব্যবস্থা করা।

আজকে যদি এই ত্রিপুরী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে recognized করা না হয় তবে অত্যন্ত অবিচার করা হবে ত্রিপুরী ভাষার প্রতি। কারণ এর যে এই সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়েছে সেগুলি উনারাও স্বীকার করেছেন। সুতরাং এই amendment এর বিরোধিতা করার কোন প্রশ্নই এখানে উঠেনা। কারণ এখানে বলা হয়েছে যে Provided that the issue অর্থাৎ বাংলা ভাষার পাশাপাশি এই ভাষা রাখতে না পারার কি যে যুক্তি এখানে উত্থাপন করা হলো আমি বুঝি না। তাই মনে হয় provided কথাটা এখানে না থাকাই উচিত ছিল। কাজেই আমি অনুরোধ করব ruling party র সদস্যরা যেন আমার amendment টাকে বিবেচনা করে সমর্থন করেন।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Chief Minister, but he must finish within 2 to 3 minutes.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় Speaker মহোদয়, এখানে যুক্তি রাখা হয়েছে যে ত্রিপুরী আছে বলেই ত্রিপুরারাজ্য যেমন বাঙ্গালায় বাঙ্গালী আছে সেইটা বাংলাদেশ। ত্রিপুরায় যেন ত্রিপুরী ছাড়া অন্য সম্প্রদায় নেই। এখানে রিয়াং ও নোয়াতিয়া এক একটা বিরাট সম্প্রদায়। তারপর উনারা অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু উনারা কোথা থেকে এই সমস্ত পেলেন আমি জানিনা। তবে ত্রিপুরার ইতিহাস আমি যতটুকু জানি সেটাই আমি এখানে বিবৃত করব। সেটা হলো ত্রিপুর মহারাজার নাম অনুসারে এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছে, এইটা হলো ইতিহাসের কথা। অতএব এটাকে এখানে বিকৃত করা হয়েছে। তবে এখানে ত্রিপুরী ভাষার উন্নতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে এই amendment আনা হয়নি, এটা আনা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কারণ যিনি এই amendment এনেছেন তিনি বলেছেন in those contiguous areas. আজকে ত্রিপুরার যে অবস্থা সেটা contiguous area বলতে তিনি কি বুঝাতে চান যে এই জায়গায় ত্রিপুরী আছে, এই জায়গায় রিয়াং আছে, এই জায়গায় চাক্‌মা আছে, এই জায়গায় মগ আছে, এই জায়গায় হালাম আছে, এই জায়গায় নোয়াতিয়া আছে? এমন একটা এলাকা যাতে কোন সম্প্রদায় আলাদা ভাবে আছে, তা তো নয়। প্রত্যেকটি এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে। অতএব contiguous area বলতে schedule এ এমন কিছু নেই। তারপর যিনি amendment উত্থাপন করেছেন তিনি বলেছেন যে রাজার সময়ে এই ত্রিপুরী ভাষাকে কোন প্রকার মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু আজকে এটাকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। কারণ pshychological improvement যদি না হয় তবে সেই জায়গাতে সেই শিক্ষা বা সংস্কৃতির উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্যই এটাকে প্রথমে আমাদের শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। এই জন্য শিক্ষক যারা শিক্ষা কার্যে ব্রতী আছেন তারা যাতে এই ভাষা শিখতে পারেন এবং শিখে গৌরব বোধ করতে পারেন সেই মানসিক অবস্থা প্রত্যেকটি লোকের মনে জাগ্রত করার জন্য এই tribal শিক্ষক। যাতে প্রত্যেকটা লোক বুঝতে পারে যে যখন আমি শিক্ষা কার্যে ব্রতী আছি তখন আমার শিখতেও হবে, নিতেও হবে। এই মনে ভাবটা জাগ্রত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এবং সেই মনোভাবটা যদি আমরা জাগ্রত করতে পারি তবেই আমরা আমাদের মধ্যে এই সংস্কৃতি ও শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারব। যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা চলি তবে তাকে আমরা বিরোধিতা করব। তারপর বলা হয়েছে নেপালীর কথা। নেপালীকে যদি তাদের ভাষা দেওয়া চলে তবে ত্রিপুরীকে কেন স্বীকার করা হবে না। এখন স্মরণ করা দরকার, উনারা যে না জানেন তা নয়, যে নেপালের একটা দেশ তার ভাষা আছে তার অক্ষর আছে। বাঙ্গালা দেশে সেটাকে রূপ দিয়েছে। এবং সেই

জায়গাতে লোক সংখ্যা কত তাও দেখতে হবে। ২০ লাখের মত আছে একমাত্র দার্জিলিং এলাকায় এবং সেটা contiguous এলাকা এবং সেই জায়গাতে একমাত্র নেপালীই আছে। আর অন্য কেউ নেই। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেই জায়গাতে সেই ভাষাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব এর মধ্যে উনাদের কথার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তবে উনারা যখন উপজাতী হয়ে একটা জাতি রূপে claim করতে চান তাহলে disintegration এর লক্ষণ সেখানে পরিস্ফুট এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই amendment আনা হয়েছে। যদি এই উদ্দেশ্য নিয়েই এটাকে আনা হয়ে থাকে তবে আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ করব। অতএব আমার আবেদন হবে এই যে বাংলা ভাষা প্রচলন হওয়ায় সাথে সাথে এই ভাষার মাধ্যমে অন্য ভাষার আদান প্রদান যাতে হয় এবং গ্রহণ করব, নের এই নীতির ভিত্তিতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। অতএব আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষা প্রচলন হওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত ভাষা মরে যায়নি, ঐ সমস্ত dilect মরে যায়নি। ত্রিপুরী ভাষাতে বলা হয়েছে রাজানি কক্ বিষাং কক, বিষাংদের ভাষা বিস্নাং কক্, রাজানি কক্ অর্থাৎ রাজা যে ভাষায় কথা বলেন। রাজা ত্রিপুরী অতএব ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলা হয়েছে। বিষাং কক্ আছে, লুসাই কক্ আছে, কুকী কক্ আছে। অতএব এই জায়গাতে বলা হচ্ছে বিষাং কক্ যদি থাকে তবে ভাষা, সুতরাং বিষাং কক্ বিষ ংদের ভাষা। এবং রাজানি কক্ কথার মানে হল রাজা যে ভাষায় কথা বলতেন। রাজা হয়ত অন্য সম্প্রদায়ে স থে alied করতেন না কিন্তু অন্য সম্প্রদায় করত। এই জন্য তারা সেইটাকে রাজানি কক বলে। আমরা সেট কে আজকে ত্রিপুরী কক্ বলছি। সমস্ত উপজাতী যারা আছেন সেই মর্য াদা আমরা দিচ্ছি। রাজা ন কর অ মরা বলছিনা, আমরা বলছি ত্রিপুরী কক্। অতএব ত্রিপুরী কক্ হচ্ছে dilect সুতরাং pshychological improvement যাতে আমরা করতে পারি তাকে মর্য্যাদা দিয়ে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই যে ভাষা অবহেলিত ছিল, যাদের মনে এই ধারণা ছিল যে আমরা নীচ হেয় সেইটাকে দূর করার জন্য তাদের মনোভাবকে জাগ্রত করার জন্য নাচ, গান ইত্যাদি radio এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমে ত্রিপুরার programme যেটা ১৫ মিনিটের জন্য দেওয়া হয় সেটা ত্রিপুরী ক াতেই দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ত্রিপুরী সংবাদ বাংলা ভাষাতে দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই ত্রিপুরী ভাষাকে dilect কে Neglo t করার কোন যু ক্তি এখানে নেই। সেটাকে বিশেষ মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করার চেষ্টাই করা হচ্ছে। অতএব সেইটাকে দাবিয়ে রাখা, অবহেলার চোখে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়নি। এই ব লই আমি এই বিলের পক্ষে আমার যুক্তি রাখছি।

Mr. Speaker — Here is another amendment of Sri Sudhanwa Deb Barma relating to clause 2 (1) of the Bill. I am now putting the amendment to vote. The question before the House is the amendment moved by Sri Sudhanwa Deb Barma that in clause 2(1) at the end of the second para add "Provided further that, in those contiguous areas where Tribals dominate, 'Tripuri Languge' shall be used for all offecial purposes."

(The amendment put to vote & lost)

Mr. Speaker :— I woud now put the Bill clause by cluse. (Then clause 1, 2, 3 & Title of the Bill were put to vote and agreed to) Then we come to the final stage of the bill. The next business before the House is the passing of

the Tripura official language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964). I would now request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for passing of the Bill.

Sri S. L. Singh :— মাননীয় Speaker Sir, I beg to move that the Tripura official Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— Now the time at disposal is over, so I put the motion of passing to vote. The question before the House is that the Tripura official Language Bill, 1964 (Bill No 5 of 1964) as settld in the Assembly be passed.

(Then the Tripura official language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964) was put to vote and passed)

I pass on to the next item. Nex item is the discussion on matter of Urgent Pubic Importance for short duration on "Widespread discontent created among The Ryots of Tripura due to unprec edented enhancement of Revenue rates and rates of premiums by the Govt." Notice has beon given by Sri Bir Chandra Deb-Barma, Total time alloted for this is one hour. So the opposition will get 35 minutes and Ruling party will get 25 minutes.

Sri Bir Chandra Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিষয় হচ্ছে enhancement of Land Revenue & Premium. আমার বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরা একটা অনগ্রসর State. এর মধ্যে যারা আদিবাসি তারা আরো অনগ্রসর তারা mostly dependig on Agriculture এখানে কোন Industry নেই, কোন রকম শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে নেই, যার উপর ত্রিপুরার জনসাধারণ নির্ভর করতে পারে। এই একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হল যে ত্রিপুরার তিন দিকে পাকিস্থান। এখানে বহু সংখ্যক লোক পাকিস্থান থেকে চলে এসেছে বলে ত্রিপুরার জন সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে তার economic structure ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এই বিরাট সংখ্যক লোক কি করে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে এটা একটা চিন্তার বিষয়, কেন না ত্রিপুরার যা resources, যে Agiculture এর উপর ত্রিপুরা নির্ভরশীল তার উপর নির্ভর করে এই সমস্ত লোক বাঁচতে পারে না। এর উপর বর্তমানে যে ভাবে enhancement of revenue rate এবং Premium এর নোটিশ এনেছে সেটা ত্রিপুরার জন সাধারণের নিকট একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করছে। এরা আজকে মনে করছে যে আমাদের বাঁচবার পথ ক্রমশ: রুদ্ধ হয়ে আসছে। আমি এই কথাই বলব যে ত্রিপুরার বর্তমান যে অবস্থা তাতে ত্রিপুরাকে বাঁচাতে হলে এই enhancement of Revenue যদি বিচার বিবেচনা না করে দেখি, এটাকে যদি পুনবার অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে বিচার না করি তা হলে ত্রিপুরার জন জীবনে এটা একটা অভিশাপ নিয়ে আসবে। ত্রিপুরার বর্তমান যে অবস্থা, এই অবস্থায় তার .Revennue খুবই অল্প এটা আমি জানি। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, এইটা ও আমি জানি। কিন্তু তার একমাত্র solution কি এই Revenue rate বাড়ানো ? এর অন্য কোন solution কি নাই ? এইটা আজকে এই House কে চিন্তা করে দেখতে হবে। আমাদের এখানে আয় বাড়ানোর জন্য আমরা Industry গড়ে তুলতে পারি কিনা, আমাদের এখানে যে সমস্ত বনজ সম্পদ আছে সেইগুলিকে ঠিক ঠিক মত কাজে লাগতে পারি কিনা

এবং তারা দেশের শিল্প সম্পদকে গড়ে তুলে এখনকার Revenue কে, এখনকার যে আয় তা বাড়াতে পারি কিনা সেটা ও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে ত্রিপুরায় যে ভাবে Revenue ধার্য্য করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে কমলপুর নালজমির কাণি প্রতি রাজস্ব ধরা হয়েছে তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা, মোহনপুরে কাণি প্রতি ৩·৫০ পয়সা, তেলিয়ামুড়া ৩·২০ পয়সা, কল্যাণপুর ২·৪০ পঃ, খোয়াই ২·৯০ পঃ, সোনামুড়া ৩·৪০ পঃ, নালজমির উপর রাজস্ব ধরা হয়েছে। ত্রিপুরায় পূর্ব্বে রাজস্ব ছিল আট আনা, ছয় আনা, সর্ব্বোচ একটাকা। কাজেই নালজমির যে খাজনা ধরা হয়েছে সেটা তিন গুণ, চার গুণ বাড়ানো হয়েছে। তারপর হোলডিং এর উপর রাজস্ব বাড়ানো হয়েছে, অবশ্য আগরতলায় এখনো ঠিক assessment হয়নি। আমরা জানি খোয়াইয়ে হোলডিং এর উপর ১৫০৲ টাকা করে tax ধার্য্য করা হয়েছে আগরতলায় কিভাবে ধার্য্য করা হবে সেটা আমি জানিনা। কিন্তু জনসাধারণের মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যে আগরতলা হবে Highest কেননা আগরতলার জমির দাম ত্রিপুবার অন্যান্য স্থানের জমির দাম অপেক্ষা বেশী। কাজেই আগরতলায় highest tax হবে, সেইটা জনসাধারণের মনে আশঙ্কা জমেছে। আমাদের এখানে যে মিউনিসিপ্যাল tax ছিল সেটাও বেড়েছে। enhancement হয়েছে। এখানে water supply হলে সেটারও tax হবে। এখানকার জনসাধারণের মনে আতঙ্ক এসেছে যে যদি এই ধরণের টেক্সেসানের বোঝা চাপান হয় তা হলে জনসাধারণের অবস্থা কি হবে। সর্ব্ব প্রথম, Agricultural Land এর উপর যে tax এসেছে, আমি বলব Agriculture এর Cost of Production কি এবং Profits of Agriculture কি, সেটা কি ভাবে নির্দ্ধারণ করেছেন আমরা জানিনা, আমাদের যে হিসাব তাতে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে যে Production হচ্ছে সে Production in the way of decrease। সেটা বাড়ছে না। সেটা দিন দিন কমছে। রাজেন্দ্র সিং জির চেয়ারমেনসিপে যে inaccessable area committee গঠিত হয়েছিল সেখানে ত্রিপুরা সরকার যে memorandum দিয়েছিলেন তা থেকে দেখা যায় ১৯৫৩—৫৪ প্রতি একরে ফসল হয়েছিল ১০ মন ৮ সের, ১৯৫৭—৫৮ সনে সেটা যচ্ছে ৯ মণ ৭ সের। সেটা চাউলের হিসাব এবং ধানের হিসাবে কাণি প্রতি ৫ মণ কি ৬ মণ দাড়ায়। কাজেই ত্রিপুরার Agricultural Production দিন দিন কমে আসছে। Inaccessable area committee র নিকট ত্রিপুরা সরকার যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার থেকেই আমরা এটা দেখছি। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই যে ত্রিপুরায় Agricultural Production দিন দিন কমছে, বাড়ছে না তার জন্য উন্নত সেচ ব্যবস্থার দরকার, ভাল সার বীজ, উন্নত ধরণের ফসল প্রদ্ধতির দরকার। এই সমস্তের বিশেষ কোন ব্যবস্থা আজও ত্রিপুরায় হয় নাই। এবং জল সেচের ও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে আমাদের প্রকৃতির উপর সকল সময় নির্ভর করে থাকতে হয়। তার উপর বন্যা, ঝড়, ত্রিপুরায় লেগেই আছে। কোনখানে দেখা যায় বন্যায় হাজার হাজার একর ধানের জমি ভাসিয়ে দিয়ে গেছে আর কোনখানে অনাবৃষ্টিতে ধান্য নষ্ট হয়ে গেছে। এ সমস্ত দেখে আমরা মনে করি ত্রিপুরায় Cost of Agricultural Production, Agricultural profits থেকে অনেক বেশী। আমরা মনে করি it is running at a loss. এককানি জমিতে ধান লাগাতে যে যে খরচ পড়ে, আর যে ধান হবে সেই ধান বিক্রি করে যে টাকা পাবে সেটা, according to our assessment, কম হবে বলে আমরা মনে করি। আমাদের assessment হিসাবে এককানি জমিতে ধান লাগাতে গেলে ৬৮ টাকার দরকার এবং যদি এক কানিতে ৬ মণ ধান হয়, যদি ১২৲ টাকা মণও ধরি তা হলে ৬০৲ টাকার মধ্যে আসবে। এভারেজ খরচ আমরা খুব কম ধরেছি, জমিতে হাল দেওয়া এবং আইল বাবত ১৬৲ টাকা ৮ রোজের পারিশ্রমিক,

জালা তোলা ও রোয়া লাগান বাবত ছয় রোজের পারিশ্রমিক ১২৲ টাকা, ফসল কাটা বাবত ৫ রোজের পারিশ্রমিক ১০৲ টাকা, ধান বাড়িতে আনা বাবত দুই রোজের পারিশ্রমিক ৪৲ টাকা, ধান ঝাড়তে মাড়াই বাবত তিন রোজের পারিশ্রমিক ৬৲ টাকা, বীজ ধান বাবত করণের বিশ টাকা মণ দরে ৬৮৲ টাকা চাষের যন্ত্রপাতি সারা বাবত ৭৲ টাকা, এই মোট ৬৮৲ টাকা। এই যে কম করে ধরেছি তাতে দেখা যায় ৬৮৲ টাকা Cost of Production পড়ে। কাজেই কৃষকের যে Agricultural Production হচ্ছে সেটা তাদের লাভের বিষয় নয়, সেটা তার লোকসানেই যাচ্ছে। আমাদের হিসাবমতে আমরা তাই দেখি সুতরাং আজ যদি Revenue বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে কৃষকের কাজ করার সুযোগ কোথায়? Land Revenue & land Reforms Act এটা চালু হয়েছে কৃষকদের উন্নতির জন্য, কৃষকদের বাঁচাবার জন্য এবং কৃষকদের মারবার জন্য এই Act চালু হয়নি। এখানে Land Revenue and Land Reforms Act যেটা চালু হয়েছে সেটার ধারা আলোচনা করে আমি দেখাব যে এইভাবে Revenue বৃদ্ধি করা Land Revenue and Land Reforms Act এর উদ্দেশ্য নয়। সেটা হচ্ছে আমাদের খুসীর উপর, যারা জনসাধারণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তারা জনসাধারণকে তাদের বাচার একটুখানিক যে আশা ছিল তাথেকেও তাদের বঞ্চিত করছে। কাজেই আমার বক্তব্য হল এই যে এখানে যে Land Reforms ও Land Revenue Act চালু করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এই নয় যে অস্বাভাবিক ভাবে একটা Land Revenue বৃদ্ধি করা হউক, এবং তার এই উদ্দেশ্য নয় বলে Act এবং Rules এ তার Provision রেখে গেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এখানে অমলাতন্ত্র সে দিকে লক্ষ্য না রেখে তারা Land Revenue এমন ভাবে বাড়াচ্ছে যেটা জনসাধারণের দেবার ক্ষমতার বাহিরে। কাজেই তাদের পক্ষে আজ মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাছাড়া Premium ও দিতে হবে এসব মিলিয়ে 3 times rate enhanced Revenue rate এর উপর গেছে এবং সেই premium দিতে হবে তাদের যারা excess land নিয়ে আসেন। কেননা মহারাজার সময় আমাকে হয়ত যে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে সে বন্দোবস্ত by boundary দেওয়া হয়েছে, সেটা হয়ত ঠিক জমির পরিমাণের উপর দেওয়া হয়নি। Because of there is no proper measurement. কাজেই সেখানে আনুমানিক একটা area দেওয়া হয়েছে। এবং boundary র মধ্যে তোমাকে আনুমানিক এত কানি জমি দেওয়া হলো। The Amount is Approximate amount. Because there is no proper measurement, there is no proper survey settlement in the Maharajas regime. Boundary যেখানে ঠিক রয়েছে সেখানে যে approximate area দেওয়া হয়েছে সেখানে area will not prevail এ সম্পর্কে so many Judicial decision রয়েছে যে where there is a discrifancy between the boundary and the area, the boundary will prevail. আর আমাদের এখানকার decision Judicial decision এর বিরুদ্ধেও চলে। কাজেই the area will Prevail এর area যেখানে approximately দেওয়া হচ্ছে সেখানে এই area ই Prevail করবে। এখন কথা হচ্ছে এই area র উপর জোর দিয়ে যেটুকু বাড়তী জমি রয়েছে সে বাড়তী জমিতে তাকে বলা হয়েছে যে তুমি Premium দিবে at the rate of 30 times the enhanced revenue এবং তুমি দেবে for 3 years back. Three years আগের থেকে তুমি Premium দেবে। Because you are in unauthorised occupation of this land; কাজেই as a penalty তোমাকে 3 years back Premium তোমাকে

দিতে হবে। কাজেই এই জিনিসটাও আমি বলছি যে ত্রিপুরার it is a very common occurance. যতগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সবগুলি বন্দোবস্তের মধ্যে area এবং boundary discrepency থাকবেই। কারণ area দেওয়া হচ্ছে approximately কেননা there is no proper survey settlement and survey operation in Maharaja's regime. কাজেই approximately সেখানে যে area দেওয়া হবে এবং area র বাড়তি জায়গাটার জন্য enhanced rate এ তাদের যে premium দাবী করা হয়েছে তারফলে অনেক থানে দেখা যায় জমির যে ন্যায্য মূল্য তার থেকে premium বেশী হয়ে যাচ্ছে। যে মূল্য দিয়ে আমাকে জমি কিনতে হবে তার থেকে বেশী দিতে হবে premium. Premium is higher than the market value of the land কাজেই যে সমস্যার কথা আমি House এর সামনে রাখলাম সেই সমস্যাটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন যে এতে ত্রিপুরার জনসাধারণের অবস্থা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরার জনসাধারণের বাঁচবার পথ কোথায় রইল। ত্রিপুরার যারা agriculturists তাদের যে agriculture indebtedness আছে it is highest. কাজেই এদিক থেকেও যারা agriculturists তাদের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি। ত্রিপুরার cost of living is highest in India. ত্রিপুরায় যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই, ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কোন industry নেই, ত্রিপুরার উপর বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু আজ এসে পড়েছে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যদি enhanced rate of revenue এবং enhanced rate of premium তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের জীবনের অবস্থা, তাদের বাঁচবার অবস্থা কিভাবে দিন দিন ক্ষীন হতে ক্ষীনতর হয়ে আসবে সেকথা আশাকরি বক্তৃতায় বেশী বুঝানো প্রয়োজন হবেনা। আমি বলেছিলাম যে Land Settlement এবং Land Reforms Act এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে এমন করে দেশের জনসাধারণকে আজকে মারবার পথে নিয়ে যেতে হবে। সেইটা আমি House এর সামনে রাখব। ত্রিপুরার Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 র Section 40 বলছে, "Notwithstanding anything contain in this chapter all survey operation commenced under any law for the time being inforce and contiduing at the commencemsne of the Act shall be decmed to have been commence and to be contining under the provision of this Chapter and all revenue rates in force at such commencement shall be deemed to have been determined and introduced in accordance with the provision of this Chapter and shall remain until introduction in force of Revised Revenue rates and such revised revenue rate may be introduced at any time notwithstanding anything contain in section 37. অর্থাৎ এই অংশটা যখন বলবৎ হল at the commencement of this Act, তখন যে Revenue rates রয়েছে সেই Revenue rates কে ধরে নিতে হবে যে it is determined and introduced in accordance with the provision of this chapter অর্থাৎ মহারাজার আমলে যে Revenue rate রয়েছে যেটা at the commencement of this Act এখানে বলবৎ ছিল সেই Revenue rates কে ধরে নিতে হবে যে it is determined and introduced in accordane with the provision of this Act. কাজেই মহারাজার আমলে যে Revenue rates ছিল সেই Revenue rates টাকে আমরা

উড়িয়ে দিতে পারবো না। Section 40 পরিষ্কার ভাবে বলেছে যে এই Revenue rates কেই ধরে নিতে হবে যে এই আইনের অনুবলে তা determied হয়েছে। এবং যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না Revised Revenue rates introduced হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পুবানো Revenue rates prevalent থাকবে। এবং নূতন Revenue rate কতখানি বাড়ানো যাবে তাব সম্পর্কে Rule 48 বলছে যে rates of different classes of land shall bear the same ratio to the old Revenue rates of the corresponding class of land as in the case of agricultural land the avarage profits of agriculture of that class of land during preceding three years bear to the average profit of agriculture and of that or corresponding class of and at the time of last determination of the Revenue rates. In case of non-agricultural land average market value of that class of land obtaining at the time of last determination of the Revenue rates. Provided that the Revenue payable in rerpect of any land shall not be increased or enhanced under this Rate so as to exceed by more than 12½% of the revenue previously paid in respect of that land.

শতকরা ১২॥ টাকার বেশী বাড়ানো যাবে না, i. e. টাকায় ৵ আনার বেশী বাড়ানো যাবে না। আইন বলেছে যে Revenue payable in respect of any land shall not be increased by more than 12½ p. c. টাকায় ৵ আনার বেশী বাড়ানো যাবে না। কাজেই তারা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে যে মহারাজার সময় যে Revenue rate prevalnet ছিল সেটাকে ধরে নিতে হবে। As if it has been determined and in troduced by this Act and the Revised rate of Revenue shall not be increased by more than 12½% of the old rate. কাজেই শতকরা ১২॥ টাকার বেশী বাড়ানো যাবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার বেশী বাড়ানো যাবে না। This is the intention of the Rules and Acts. কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে তিন গুণ চার গুণ কি ছয় গুণ বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও কত গুণ বাড়বে তাবও ঠিক ঠিকানা নেই। কাজেই এই ধরণের অবস্থার মধ্যে আমরা এসে পৌছেছি। শুধু এটাই নয়, এখানে Revenue rate determind কবতে গিয়ে তারা cost of production and profit of agriculture সম্পর্কে বার বার বলে গেছে। Rule 25 বলে গিয়েছে যে As soon as may be after the commencement of this Act the Administrator shall take steps to institute and to cause to be constantly maintaining in accordance with the Rules made under this Act and enquire into the profits of agriculture into the value of land used for agricultural and non-agricultural purposes. তারপরে রয়েছে for determining the revenue rates the settlement officer may devide any area into units and in forming such units he shall have ... the physical feature, agriculture, economic condition, in case of agricultural land, to the profits of agriculture. কাজেই profits of agriculture সম্পর্কে Administrator কে বলেছে যে he shall take steps to institute and to determine the profits of agriculture এবং revenue rate ও determine করবার জন্য। বারবার এই আইনটি বলে গেছে।

কাজেই আমি মনে করি যে, বর্ত্তমান যে revenue rate বাড়ান হচ্ছে, it is in clears violation of the Act and Rules এবং profits of agriculture সম্পর্কে বারবার Acts এ এবং Rules এ বলা হয়েছে, যে Profits of agriculture determine করো, profits of agricultare দেখাতে গিয়ে Rules এ বলেছে যে cost of production বাদ দিয়ে দেখতে হবে। Rule 36 এ বলেছে যে, In determinig the profits of agriculture, the cost of production shall be estimated first. The profits of agriculture shall be computed after deducting the cost of cultivation. Cost of cultivation কে deduct করে profits of agriculture তোমরা determine করবে। এবং এই profits এর উপর তুমি revenue rate determine করবে। এই সমস্ত দেখে আমার মনে হয়, in flagrant violation of the Act and Rules করে আমাদের revenue rates এবং premium বাড়ান হচ্ছে। এবং সেই বাড়ানোর কার্য্যকারিতা, consequence হিসাবে আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ এমন একটা অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে যে আজকে জনসাধারণের মরণ ছাড়া বাঁচবার কোন আশাই থাকবেনা। কাজেই আমার মনে হয় এখানে আর বেশী বলার কোন দরকার নেই। Enhenced revenue rate সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার কারণ আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণকে এভাবে মরতে দিতে পারি না, তাদের বাচাতেই হবে, এবং বাচাতে গেলে আমাদের Revenun rate reconsider করতে হবে এবং টাকায় ৵০ আনার বেশী যাতে না বাড়ে সে জন্য আমি House কে অনুরোধ করবো তারা যেন সে জন্য step নেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr Speaker—Any other member may take part in the discussion.

Sri S. L. Singh—মাননীয় Speaker মহোদয়, I like to make a statement

Dy Speaker—You may give a short statement

Sri S. L. Singh—এখানে Land Reforms Act & Rules অনুসারেই Revenue rate ধার্য্য করা হয়েছে। এখানে enhancement করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে কিন্তু enhancement হয়নি। এখানে determination করা হয়েছে। এখানে যে Rule 37 of the Act এর কথা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে যে determination & not withstanding the other tax এবং তার সাথে সাথে 48 quote করেছেন। Rules 48 টা হল এই Act এর অন্তর্গত। অতএব Act কে Rules we can not nulify. উনি সেটা quote করেছেন, সেটাকে strengthen করার জন্যই, Act কে strengthen করার জন্যই সেটাকে রাখা হয়েছে এবং 12% সেটাকে increase করার কথা বলেছেন সেটা হল after 10 years-

অতএব এই জায়গায় মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে classification মোটেই করা হয়নি। এখানে classification সম্পূর্ণভাবে করা হয়েছে, তার কারণ হল এই যে ১০টা Division কে এক সাথে নিয়ে এখানে Settlement হয়নি। এখানে প্রত্যেকটা division গ্রহন করা হয়েছে এবং থানাভিত্তিক হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে, এবং থানার পর unit করা হয়েছে, unit এর মধ্যে আবার কতকগুলো classification করা হয়েছে, সেই classificatien গুলি আমি পড়ে মাননীয় সদস্যকে জানিয়ে দিচ্ছি। Classification of lands. বাস্তুভূমির home stead ভিটি rent lands ছাড়া

cultivated lands, orchards, বাগান, uncultivated lands, cultivatble lands, Flat lands, arable lands, river, খাল, streams, Firm water, Channels, drains in municipal areas tanks, bank of [illegible] high water lands, water lands, hilltracts, কাচা roads পাকা roads, village paths, paths and foot-paths village grounds, post office, Police station, Tehsil office, Courts, Civil Secretarate, Judicial Commissioners Court, Dak banglow, Inspector banglow, Hospital, Schools, College, temple, mosque, place of worships, place of worship for muslims and other communities, Church, Buddhists place of worship, creamation grounds, burial grnunds for muslims, burial grounds for Baishnabs periodical markets, Scheduled Monday & Friday, daily markets, bill growing pans and betal leaps, কাঁচা and পাকা wells, masonry growing saba grass, wood lauds, Sandy lands, Swamp, forests, tea garden, place of throwing dead animals, workshop, pond, brick fields, Railway, cantonments, Jails, Library. অতএব এখানে classification এর কথা বলা হয়েছে, সেটা এভাবে বিশদভাবে classification করা হয়েছে, অতএব সেইভাবে ধার্য্য করা হয়েছে, অতএব সেই জায়গাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহারাজের সময়ে জরীপ ছিল না। অতএব জরিপ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত আইন ছিল, survey settlement act হওয়ার সাথে সেই সমস্ত আইনগুলোর repeat করা হয়েছে। একটা কথা বলা হয়েছে যে মহারাজার সময়ে আজ পর্য্যন্ত এই মধ্যবর্ত্তী সময়টায় আমাদের যদি বকেয়া হয়ে থাকে সেটা আমরা আদায় করব। সেটার জন্য আমরা একটা বিশদভাবে act করছি, এবং সেই অনুসারে আমাদের এই যে প্রাপ্য টাকাটাকে আদায় করার জন্য যাহা বিহিত বিধি ব্যবস্থা করে, সেইখানে আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব এই যে survey settlement operation এটাকে enhancement করা দরকার, এটা হলো determination of Land Revenue. আগেই বলা হয়েছে যে, জরীপ সম্বন্ধে মহারাজার যে আইন ছিল সেটাকে repeat করা হয়েছে এবং repeat করে সেটাকে examine করা হচ্ছে, সেই act এবং সেটাকে determine করতে গেলে পরে যে $2\frac{1}{2}\%$ এর উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা হলো যে house কে অন্ততঃ একটা ধোঁয়াতে রাখা হলো। বাস্তবিক পক্ষে সেটা উপলব্ধি করার জন্য যা আছে তা করা হয়নি। $2\frac{1}{2}\%$ যে enhancement করা হবে court এ সেটাকে করা হয়েছে, after 10 years যেটা হবে সেটা আমি আগেই বলেছি, যে act কে rules এখনো nulify করতে পারে না, মাননীয় সদস্যগণ এই বিষয়ে হয়ত সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে rules act কে nulify করার জন্য যে মন্তব্য বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, তারপর মহারাজার সময়ে যে জমিগুলো ছিল, সেইগুলো টিলা লোঙ্গা এভাবে classification করা হয়নি। সুতরাং আমাদের এখানে যে, classification করা হয়েছে সেটা ভালভাবে করা হয়েছে, এবং সেই অনুসারে ধার্য্যও করা হয়েছে, এজায়গাতে কিভাবে করা হয়েছে; সেই বিষয় আর একটা কথা বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় cultivations যেটা উৎপন্ন সেটা কমে গিয়েছে। ১৯৬৩ সাল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন inacessable area সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, ১৯৬০ ইংতে inacessible area গুলোর যে অবস্থা ছিলো আজকে ১৯৬৪ এ সেই অবস্থা নেই, অতএব আমরা দেখছি যে প্রতি বৎসরে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে। এবং উৎপাদন

বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সংরক্ষিত হচ্ছে। তারপরে বলা হয়েছে, যে act এ আছে যে one eighth করা হবে সেই জায়গাতে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে one twentieth করা হচ্ছে। অতএব এখানে বিশদভাবে নির্ভর করে ত্রিপুরার লোকগণের উপর, তারপরে বলা হয়েছে Jumia দের কথা, ত্রিপুরায় 75% লোক হলো refugee এবং Jumia আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। Jumia refugees and landless দের premium লাগেনা. অতএব ত্রিপুরায় 70% লোক এই premium থেকে মুক্ত, অতএব সেইখানে আইনকে politically manip ilate করার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে তাদের কথা দিয়েই তাদের বলতে হবে। মাননীয় speaker মহোদয়, সেইজন্যই সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সেই কথাটাই আমি সেই জায়গাটাই বলছি যে তারা premium থেকে মুক্ত, অতএব সেখানে classification করে যে unit করা হয়েছে সেই classification of units অনুসারে আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে যে per acre of agri lands হলো ১৭৫৲। টাকা value of agricultural land per acre হলো 322 টাকা, value and market price of non agricultural and cultivable lan ls হলো 900 টাকা acres, এবং agricultural lands one eight of yield. 4 25. non agricultural lands 3% of the land value. 1381775 acre হলো নাল জমি, নাল জমিতে আছে, চাষা, বাগান, and পানের বরো ছনখলা, ঢেপা, বিল, খাল ইত্যাদি এবং পুকুর দীঘি, পুকুরপাড, ভিটি, বাস্তু ভূমি, টিলা, জংলা এবং বালুচর ডোবা, গোচর, গোপাট বাঁধ, খাল, নালা Rate proposed per acre is two rupees, এই বলে সেখানে ধার্য্য করা হয়েছে সেটা কি অযৌক্তিকর এবং বৃদ্ধি হয়েছে। গোলে হরিবোল বলে চীৎকার দেওয়া হয় যেমন তেলিয়ামুড়ার কথা বলা হয়েছে, সমস্ত তেলিয়ামুড়াতে কি নাই, তার মধ্যে নাল, তার মধ্যে টিলা লোঙ্গা আছে, চারা আছে, পাঁত কুয়া আছে। আছে, কিন্তু এখানে House এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, সমস্ত মোটে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা নয় উৎপাদন অনুসারে বিধি ব্যবস্থা করে সে জায়গাতে সেই rent ধার্য্য করা হয়েছে।

(interuption)

যদি কোন কথা অশ্রাব্য হয় তবে সেটা শোনার চেয়ে না শোনাই শ্রেয়। অতএব সেজায়গাতে যে কথা নিজেরাই মনে করছেন যে অশ্রাব্য কুশ্রাব্য, অতএব ওটাকে না শুনাই ভাল কথা, opposition এর কাজে কোনটাই ভাল নয়। হ্যাঁ, কোনটাকে দেওয়া হয়, যখন অন্যের পিঠে কিল দিতে হয়।

(হাস্য)

It will be a self protection, এর জন্য অনেক সময় চাপ দিয়ে যেতে হয় so face the enemy, যদি কোন বন্ধু ব্যক্তিরা মনে করে থাকেন তাহলে পরে সেটা করতে হয়। কারণ আমি আগেই বলেছি 'যাদৃশি ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশি,' অতএব সেই অনুসারে বলা হয়েছে, land reforms act কে politically utilise করার মতলব নিয়ে হয়েছে, এই decission আনা হয়েছে। সেই জন্য, কারণ এখন এই land reforms act ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে এক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তার মাধ্যমে মানুষ তার অধিকার ফিরে পাচ্ছে, যে অধিকার থেকে বিচ্যুত ছিলো সেই মানুষ সেখানে তার অধিকার প্রতিপন্ন হচ্ছে, এবং সেটাকে বিচ্যুত করে জনসাধারণকে land reform এর aginst এ মনোভাব গড়ে তুলে, তা

ধাক্কা দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা আজকার দিনে সেটা অচল, কারণ landless রা জানে উনাদের বক্তব্য, ওনারা বলেছেন যে ৭০% হলো জুমিয়া এবং refugee আর landless কে যদি ধরি তাহলে ৮০% এর উপরে চলে যাবে। ৮০% লোকের সুবিধাটার জন্য এই আইন প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে এবং তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ রেখে premium থেকে তাদের মুক্ত করে classification of lands ঠিক সেই ভাবে করা হয়েছে এবং তাদের সেই অধিকারে অধিকার প্রতিপন্ন করবার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকেই এখানে চালু করা হয়েছে— (Interruption)

আমার এখন মনে হয় যে, এমন কথা হয়ত উনারা নিজেই জানেন যে revenue দিতে হবেই। Revenue মুক্ত এই রকম আইন আমাদের ভারতবর্ষে এখনো হয়নি। উনারা অবগত আছে এবং জানেনও। কথাটা জেনেও সেটা পুনরুত্থান করার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনা। অতএব সেই জায়গাতে Land Reforms act জনসাধারণের উন্নতির জন্য, জনসাধারণের জমিকে সংরক্ষিত করার জন্য, তার সাধনাকে সংরক্ষিত করার জন্য Scientific way তে এটাকে করা হয়েছে, এইবলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any other member may take part in the debate.

Sri N. Chakraborty—মাননীয় Speaker sir, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি বুঝলাম না, যে কি কারণে তোতা পাখীর মতন আমলারা যা শিখিয়েছেন সে সব কথা অনেকটা বুঝে, অনেকটা না বুঝে বা অনেকটা ভুল বুঝে তিনি এখানে উপস্থিত করেছেন। এটা করার কোন দরকার ছিল না। যদি তিনি বুঝতে না পারেন, Act & Rules তার পড়া দরকার। কারণ যেটা ত্রিপুরায় চালু হচ্ছে এবং ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জন কৃষকের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান. গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা নিজেরও কিছু জানা থাকা দরকার। আমি জানি যে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের বিরোধী নেতারাও স্বীকার করেছেন যে land Reforms ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এমনও কেউ কেউ বলেছেন যে এটা কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং শুধু কায়েমি স্বার্থের সহায়তা করছে। একথা আমাদের কংগ্রেসের সদস্যদেরও না জানার কথা নয় এবং ত্রিপুরাতে আমরা দেখছি যে সমস্ত কাজটা কয়েকজন দুর্নীতি পরায়ণ আমলার হাতে ছেড়ে দিয়ে কৃষকের গলা টিপে মারা হচ্ছে এবং সে জিনিসটিকে আমরা এখানে উপস্থিত করার, দৃষ্টির সামনে আনার চেষ্টা করছি। মাননীয় Speaker Sir, লোকসভায় খাদ্যমন্ত্রী মিঃ টমাস ১১/১২/৬৩ তারিখে বলেছেন যে West Bengal এ যদি একমন চাউল উৎপাদন করা হয় তা হলে ২৪·৩০ পঃ খরচ হয়। মাননীয় Speaker Sir, পশ্চিম বাংলায় একমণ চাউল উৎপাদন করতে যদি ২৪·৩০ পঃ খরচ পড়ে তা হলে ত্রিপুরায় তারচেয়ে কম হওয়ার কথা নয়, কারণ এখানকার যে কৃষিমজুর তারও ত আমরা বাধ্যতা মূলক দুই টাকা মজুরি করে দিয়েছি। এবং সে ভাবে ধরে হিসাব করে দেখেছি যে আমাদের এখানে পশ্চিম বাংলার থেকে উৎপাদন খরচ কম নয়। মাননীয় Speaker Sir, এখানকার উৎপাদন সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন সেগুলো যে এত বোগাস্, এত বাজে তথ্য যে ওরা ওদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বাস করেন না। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি-যে এখানকার যে Statistical Deptt আছে সে Statistical Deptt. বলেছে Agriculture Deptt. থেকে ঠিক হিসাব দিচ্ছে না। এবং আমি জানি এখানকার Agricultural Deptt. যে হিসেব দেন সেই হিসেব কেন্দ্রীয় সরকার নাকচ করেছেন। বলেছেন যে এই হিসাবের ভিত্তিতে তোমরা এত চাউল

চাইতে পার না। যা তোমরা পাচ্ছ। এটা ঠিক। কারণ ওদের রান্না করে দেয় ঐ Agriculture Deptt. র Director, এবং ওদেরে ঐ Settlement এর officer এবং ওরা চোখ বুজে তাই গ্রহণ করেন। সেটাকে পরীক্ষা করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে ওরা মনে করেন না। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি আমাদের এখানে Govt. একমণ চাউলের দাম নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন ২১ টাকা এটা আমাদের নির্দ্ধারিত করার কথা নয়। এবং যদি ২১ টাকা একমণ চাউলের দাম হয়, যদি Production এর যে figure আমরা দিয়েছি, সে Production figure কে ওরা গ্রহণ করেন তা হলে যদি আমরা দেখি এক কানি জমিতে তিন মণ চাউল হয়েছে তা হলে আমরা কতই পাই। এবং তার তুলনায় আমরা দেখেছি যেখানে ২৪৲ টাক খরচ হয় সেখানে ২১৲ টাকা আমরা ওদের দাম দিয়েছি। এটা Govt. দিচ্ছে এবং Govt. এর হিসেব মত আমরা দেখছি ওরা ৩৲ টাকা কম পেয়েও চাল দিচ্ছে। এবং Profit Calculate করার সময়ে, মাননীয় Speaker Sir, এই কথা অনেক সময় বলা হয় যে জমির দাম বেড়েছে। আমি জানিনা যে জমির দাম বাড়ার কি কারণ ওরা দেখেছেন। এটা সকলে স্বীকার করেছেন যে প্রেসার অব লেণ্ড যেখানে হয় সেখানে খারাপ জমিগুলো চাষে আসে এবং আসতে পারে। এবং ত্রিপুরাতে সেটা ঘটেছে। খারাপ জমি চাষে আসছে, আমরা এটা চোখের সামনে দেখছি, টিলা জমি ইত্যাদি আসছে এবং যদি খারাপ জমি চাষে আসে তা হলে গড়পরতা যে উৎপন্ন ফসলের যে হিসাব সেটা কমতে বাধ্য। সেটা যে কোন মানুষ স্বীকার করবেন ক্রমশঃ যখন খারাপ জমি আসে। এগুলো বিজ্ঞানের কথা তাদের অস্বীকার করার উপায় নাই, তখন গড়পরতা উৎপাদন ক্রমশঃ কমে আসবে এবং ত্রিপুরায় সেটা কমে আসছে। মাননীয় Speaker Sir, I want protection of Mr. Speaker, মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি যে profits of agriculture calculate করার সময় কৃষকদের কিছু জানান হয়নি। কৃষকদের বলা হয়নি যে আমরা এখানে crop-cutting method গ্রহণ করছি। কে করছেন crop-cutting? যারা crop-cutting করছেন তাদের কি training দেওয়া হয়েছিল? Settlement officer কি একথা বলতে পারবেন, Administrator কি একথা বলতে পারবেন যে যারা এই crop-cutting করেছিলেন তারা trained? আমি জানি যে Statistical Deptt এ crop cutting এক্সপেরিমেণ্ট করা হয় এবং বিভিন্ন central survey র সময় তার সাহায্য নেন। কিন্তু, আমি জানিনা কেন Settlement Deptt এ কথা ভাবেন না। এখানে Statistical বুরো থাকা সত্ত্বে এমন একটা জটিল ব্যাপার যা বিশ বৎসরের জন্য একটা মানুষের কাঁধে আমি বোঝা চাপিয়ে দেব, সে বোঝাটা চাপানোর আগে আমি কি দেখবনা যে একটা বৈজ্ঞানিক প্রদ্ধতি অবলম্বন করেছি কিনা? আমি কি দেখব না যে এটা অন্যায় ভাবে চাপানো হচ্ছে কি না? আমি কি দেখব না যে এটা করতে গিয়ে একটা কৃষককে ত্রিশ বৎসরের জন্য একটা বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি? এটা যদি কৃষকের স্বার্থে আমি করতাম তা হলে দেখা দরকার ছিল, কৃষকদের জানানো দরকার ছিল, যে তোমার profits of agriculture কত, তোমরা হিসাব দাও, সেই হিসাবের ভিত্তিতে এটা করা দরকার ছিল। এবং সেটা আমাদের Settlement officer, যার সঙ্গে আমাদের কৃষকদের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, তিনি দপ্তরে বসে আমাদের Agriculture Director বা Adminstrator তাদের এই একটা ষড়যন্ত্রের ফলে আজকে এই কৃষকদের বিরুদ্ধে একটা অভিশাপ ত্রিশ বৎসরের জন্য তারা দিয়ে গেলেন। আমি জানি যে মিঃ পাতিল তিনি যখন খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন বলেছিলেন যে revenue কমিয়ে দিয়ে incentive দাও। কারণ Production বাড়ানোর জন্য incentive দেওয়ার দরকার আছে। আমাদের

মুখ্যমন্ত্রীর এই সব কথা জানার দরকার নেই, এবং জানাবার তিনি চেষ্টাও করেন না। কারণ তিনি মনে করেন যে গলা বাজি করে তিনি সব কাজ হাসিল করতে পারবেন। কিন্তু এগুলি জানা দরকার যে সারা ভারতবর্ষে কৃষকরা যাতে ফসল ফলাতে পারে তার জন্যই incentive হিসাবে তারা revenue কমানোর প্রস্তাব করেছেন। যেখানে কমানোর কথা, সেখানে চারগুণ পাঁচগুণ পর্য্যন্ত বাড়ানো আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত। আমি জানিনা যে এটা কি করে ফসল বাড়াতে সাহায্য করবে। মাননীয় Spaker Sir, যে আইনের কথা আমাদের মিঃ দেববর্মা বলেছিলেন সে আইনের মধ্যে পরিষ্কার আছে 'continuance of rates.' এই আইন চালু হওয়ার সময় যে rate আগে ছিল সেই রেইটা কেই চালু বলে ধরতে হবে এবং সেই রেইটাকে চালু বলে ধরলে তারপর revision এর যে rules সে rules টা দেখতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে Rule বড় না Act বড়, এটা একটা শিশুর কথা। এটা কোন মানুষ, যার কাণ্ডজ্ঞান আছে তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন না। কারণ Act এর কথা বলা হয়েছে এবং Act তাকে দেখানো হয়েছে, Section পড়ে শুনাতে হয়েছে, তার মাথায় এটা ঢুকবে না। কারণ Act কাকে বলে Rules কাকে বলে সেটা তার শিখতে এখনো অনেক বাকী আছে। মাননীয় Speaker Sir, Act কাকে বলে Rule কাকে বলে সে কথা তার মগজে ঢুকতে এখনো অনেক সময় লাগবে। আমি জানি যে গলা বাজি করে আমার বক্তৃতা বন্ধ করার কারোর ক্ষমতা নাই, কারণ আমার বক্তৃতা শুনবার জন্য লক্ষ মানুষ আছে এবং সেই লক্ষ মানুষ আমার বক্তৃতা শুনবেন। মাননীয় Speaker Sir, এটা গলাবাজি করার ব্যাপার নয়। যেখানে লক্ষ কৃষকের স্বার্থ সম্পর্কিত, সেখানে আমাদের দায়ীত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসাবে বিরোধিতা করা উচিৎ। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি যে এই কাণ্ডটি ঘটেছে আপনাদের ষড়যন্ত্রের ফলে। একটা বিধান সভা যখন হয়েছে, তখন বিধান সভার দায়ীত্ব Act এবং Rule যেগুলি আছে সেগুলি মানা হচ্ছে কিনা। এবং যদি কোন জায়গায় revision এর দরকার হয় তাহলে সে revision এর প্রয়োজন আছে কিনা তা দেখা। আমি জানি যে Settlement দপ্তরে ও এমন কর্মচারি আছেন যারা মনে করেন যে খাজানা এভাবে বৃদ্ধি করার কাজটি বেআইনি হয়েছে এবং আইন সংশোধন করা দরকার যদি আমরা যা করেছি সেটা আইন সঙ্গত করতে হয়। আমি জানি Settlement office এ সমস্ত কর্মচারি অমানুষ নন এবং তারা জানেন যে এখানে ঐ যে তিন বৎসর আগের থেকে প্রিমিয়াম নেওয়া হচ্ছে তাও বে-আইনী প্রিমিয়াম নেওয়া হচ্ছে ত্রিশ গুণ তা অনেক সময়েতে জমির দরের থেকে বেশী। একটা টিলা পড়ে আছে তার প্রিমিয়াম হবে ৬০৲ টাকা আর টিলা একখানি জমির দাম ৫০৲ টাকা হবে না। কিন্তু এটা কে না জানেন যে এ রাজ্যের মধ্যে এরকম জবরদস্তি হয়েছে, বে-আইনি ব্যাপার এখানে হয়েছে যা খুশি তাই ধরেছেন এবং করেছেন তারা আমাদের সরকারের নাম করে তা করতে পারেন কিন্তু বিধানসভা এটা সহ্য করবেনা ত্রিপুরার কৃষক এটা সহ্য করবেনা আমরা জানি এখানে আমরা ওদের দৃষ্টিভঙ্গী আকর্ষন করতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের জাগিয়ে তুলতে পারব। এই কথা আমি আজকে জানিয়ে দিতে চাই যে ওদের এই Act আমরা পাল্টাব, করোর ক্ষমতা নেই যে এই Act তারা চালু রাখতে পারেন। ওদের হাতে পুলিশ থাকতে পারে, ওদের হাতে জবরদস্তি করার বিভিন্ন ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু কৃষকের বিরুদ্ধে এ রকম একটা ষড়যন্ত্র এটা ত্রিপুরার কৃষক সহ্য করবে না। একথা আমি জানি।

Mr. Speaker :—I call on Shri Karunamoy nath Choudhury.

Shri K. Nath Chowdhury :—অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব আইন সম্পর্কে বিস্তৃতি আলোচনা হয়েছে। এই আইন Parliament এ পাশ হয়েছে, সুতরাং আইন আমরা মানবো ইহাই আমাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। এখন Rules অনুযায়ী যে খাজনা এখানে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, এই সম্পর্কে বিস্তৃতি আলোচনা হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে বিরোধী পক্ষ থেকে বর্দ্ধিত হারের আলোচনা রাখা হবে এবং এই Rule থেকে একটি ধারা তারা আলোচনা করলে আমরা জানতে পারতাম যে তাদের দলের যারা Parliament এ আছেন তারা সে সম্পর্কে amendment ব্যাপারে কি করেছেন? তারা Suggestion কিছু দিয়েছেন কি না? সেই সম্পর্কে তারা কিছুই বলেন নি, আমি এখানে Rules এর একটি অংশ উল্লেখ করে বলছি যে Rules টা হয়েছে, তা হয়েছে 98, 132, 161, 184 এবং 197 এই Rule টা হয়েছে কিন্তু এই হাউস এখনও জানতে পারেনি যে ১৯৮ ধারা অনুযায়ী এই যে Rule তা Parliament এর দুইটি হাউসে পাশ হয়েছে কিনা এবং সেখানে কোন amendment এসেছে কিনা এই সম্পর্কে বিরোধী দল একেবারে নীরব। যদি তাদের দলের সদস্যরা এই সম্পর্কে Parliament কিছু না রেখে থাকেন তাহলে এখানে আইন সঙ্গত যে সকল অধিকার Officer দের দেওয়া হয়েছে সেগুলি Officer অবশ্য mark করবেন, তাদের অযথা খারাপ কথা বলে, মন্দ কথা বলে কোন লাভ নেই এবং আমি বলব যে শাসনতন্ত্র যারা পরিচালনা করছে, শাসক দলের প্রতি অযথা একটা বিরক্তিকর অবস্থা এবং জনসাধারণের নিকট দুই দিকে দুই কাজ করে প্রীতি অর্জ্জনের একটা অপচেষ্টা মাত্র। তাও Parliament এ যদি এই আইন সৃষ্টির সময় তাদের দলের সদস্যরা সেখানে কিছু না করে থাকেন তা হলে এখানে তারা আইন সঙ্গত যে অধিকার আছে যা ত্রিপুরা রাজ্যের Administrator এবং officers যারা এখানে Rule করবেন তা তারা check করতে পারেন না। তারপরে হল যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের Administrator যে Rules করেছেন সে Rule যদি পার্লিয়ামেন্টে পাশ হয়ে থাকে। তারা যদিও উল্লেখ করেননি, তা হলে এই Rules এ যে সমস্ত Officer কে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তারা আজকে যে অশোভন আলোচনা আনছেন সে আলোচনা সভায় চলে কিনা তা আমি জানিনা, তবে তাদের কয়েকটি অত্যন্ত আপত্তিকর উক্তি আছে যা কোন বিধান সভার পক্ষে মর্য্যাদা বৃদ্ধিকর নয়। আমি আশা করব যে সমস্ত ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে কৃষকদের যে জমি যে জমিতে আকাশ থেকে ফসল পড়ে না। অনেক পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে হয়। আর যে অতিরিক্ত উৎপাদন, সেই উৎপাদন অতিরিক্ত পরিশ্রম ছাড়া ঈশ্বরের আশির্ব্বাদ স্বরূপ কেউ জমিতে ফলাতে পারবেন না। সেখানে অতিরিক্ত সার অতিরিক্ত পরিশ্রম সেইগুলি যোগ না দিলে কোন সময় অতিরিক্ত ফসল ফলতে পারে না। সুতরাং আজকে আমার বক্তব্য হল এইটুকুই যে সেখানে যে আলোচনা রাখা হয়েছে, এখানে কোন প্রস্তাব নয়, মাত্র discussion। এই আলোচনার মধ্যে আমাদের এমন আলোচনায় যাওয়া উচিৎ নয় যাতে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর বা সরকারের যারা ক্ষমতা প্রাপ্ত লোক বা বিধান সভার যে মান সম্মান তা কোন রূপে ক্ষুন্ন হতে পারে। আমি এই কথাই জানি যে কোন আইনই অপরিবর্ত্তনীয় নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন আইন যে কোন সময়ে যে কোন দেশে পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে। উদয়পুরের এক বিরাট জনসভায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘোষনা করেছেন যে জনসাধারনের ইচ্ছাই আইনের রূপ গ্রহন করে। বর্ত্তমানে আমাদের যে উন্নয়ন মূলক

পরিকল্পনা চলছে সেই উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনার সমর্থনে সমস্ত দেশবাসী যে আইন সমর্থন করবে সেই আইন আমাদের অবশ্য মানতে হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেই আইনের সংশোধন বা যে Rules আছে সেই Rules কিভাবে amendment হতে পারে সেই চেষ্টা শাসকদল অবশ্যই করবেন, এই সম্পর্কে অন্ততঃ কোনও অশোভনীয় বাদানুবাদ সেই House এ হোক সেটা আমি ইচ্ছা করিনা। বিশেষ করে বিরোধী দল আজকে যে ধরনের আলোচনা করেছেন তার প্রতি আমি আমার নিন্দা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dy. Speaker—There are four minutes more. Is there any body from the right ?

Sri Gopash Deb—মাননীয় Speaker মহোদয়, আজকে বিরোধীদলের সদস্য urgent Public Importance এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। তিনি সর্ব্বপ্রথম বলেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্ম ও বলেছেন যে আমাদের এখানে পাকিস্তানী লোক এখনও আসছে এবং তারা অত্যন্ত অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে আছে। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে তারা এসেই কি আমাদের খাজনা এবং নজর দিতে সুরু করল। কারণ পাকিস্তানীরা এসেই কি জমি পেয়ে গেল আর এসেই খাজনা এবং নজর দিতে সুরু করল ? এই কথা ঠিক নয়। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষনে আমরা পাই যে 75% of the total Population of Tripura are exempted from Premium. 72% আদিবাসি এবং রিফিউজি এবং যারা landless. এবং Tribal এবং Refugee রা প্রিমিয়াম এবং নজর থেকে exempted.

(interuption)

[Noise]

Dy Speaker—Order ! Order, keep silent please.

Sri Gopash Deb—পূর্ব্ব মহারাজার সময়ে যে land revenue ছিল তার শতকরা সাড়ে বার টাকার উপর বাড়ার কোন আইন বা নিয়ম নাই সেই কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এখানে আমি জিজ্ঞাসা করব যে বাস্তবিক বর্ত্তমানে যে ভাবে Survey Settlement হয়েছে মহারাজার সময়ে সমগ্র ত্রিপুরায় এই ভাবে Survey Settlement হয়েছিল কিনা ? এবং খাজনা যে ধার্য্য করা হয়েছিল তাতে জমির কোন Clasification করা তার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে হয়েছিল কিনা ? সুতরাং এখন কোন Revenue ধার্য্য হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না।

Dy. Speaker—The House stands adjorned till 11 A. M. on Wednessday, 23rd Dec. 1964.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963

23rd December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Wednesday, the 23rd December, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Minister, the Deputy Speaker and twenty-four Members.

Mr. Speaker :— The first item in the list of business to-day is questions.

First I am to take up Short Notice questions.

To-day in the list of business there is one short notice question No. 350 by Shri Nripendra Chakravorty, M. L. A. It has been admitted for reply to-day. It will have to be answered first, the question is in the name of Shri Nripendra Chakravorty, I, therefore, request Shri Nripendra Chakravoty to ask the number of his Short Notice question,

Shri Nripendra Chakravoty :— Short Notice question No. 350.

Shri B. Das (Deputy Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

Short Notice Question No. 350 by Shri Nripendra Chakraborty.

Shri B. Das(Deputy Minister) Hon'ble Speaker, Sir, Short Notice question No. 350 by Shri Nripendra Chakraborty.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Rehabilitation industries Corporation (R. I. C) has abandoned the management of a number of industrial units at Arundhutinagar Industrial Estate, Agartala, Tripura.	Yes

2) If so, the number of workers rendered unemployed due to that from Ist of December, 1964.	The member is 80
3) Steps taken by the Government to revive these industrial units.	The matter is under consideration of the Government.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আর, আই, সি, যে ছেড়ে দেবেন সেইটা এখানকার ষ্টেইট গর্ভমেণ্টকে কতদিন আগে তা জানিয়েছেন ?

শ্রী বি, দাস ঃ— এটা লাষ্ট অক্টোবর জানিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই অক্টোবরের পরে নভেম্বর নাসে তারা এর বিকল্প কোন ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছেন কিনা এবং যদি করে থাকেন তো সেইটা কি করেছেন।

শ্রী বি, দাস ঃ— গর্ভমেণ্ট থেকে তাদেরকে বলা হয়েছিল সেইটা এই নিয়ে আলাপ আলোচনা করবার জন্য এবং সেইটা কনসিডার করার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কত তারিখে বলা হয়েছিল ?

শ্রী বি, দাস ঃ— এটা নভেম্বরের প্রথমদিকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশর জানাবেন কি তারা বিকল্প ব্যবস্থার কথা কর্মচারীদের জানিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস ঃ-- আর, আই, সি, এর সাথে গভর্ণমেণ্টের সেইটা ঠিক করা হয়েছে, কর্মচারীদের সাথে কোন আলাপ আলোচলা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে এখানকার ডিরেক্টর অফ ইন্ডাষ্ট্রিজ এর কাছে তারা গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে নি ?

শ্রী বি, দাস ঃ— তা সরকার জ্ঞাত নহে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ষ্টেইট যে খানে ওরা কাজ করতো সেইটা ফেক্টরিস্ এ্যাক্টে পড়ে কিনা !

শ্রী বি, দাস ঃ— ফেক্টরিস এ্যাক্টে সেইগুলি পড়ছে না বিশেষ করে ফুট ওয়ার ট্রেইনিং ইউনিট, ব্রেকস্মিতি ইউনিট, কার্পেনট্রি ইউনিট যেগুলি আছে সেখানে পাওয়ার ইউজ করা হচ্ছে এই জন্য যে সেইগুলি ডিড্ নট একসিড, নাম্বার অফ লেবারার ডিড নট একসিড টেন আর যেটা নাকি হেণ্ড মেইড পেপার ইউনিট রয়েছে সেইটা আমাদের খাদি এবং ভিলেইজ ইনডাষ্ট্রিজের প্রোগ্রামের মধ্যে পড়ে এবং সেইটা টেক্স থেকে একজেম্পট হয় সেইজন্য গর্ভমেণ্ট অফ ইনডিয়ার সাথে সেইটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

শ্রী পি, দাসগুপ্ত ঃ— Whether the Hon'ble Minister knew that all the notifications and the Rules for determinations of rate, framed by virtue of Sections 98, 300, 132, 161, 134 and 197 did not include section 34, 38, Sub. section (3).

Shri S. L. Singh :— First of all এখানে বলা হয়েছে যে 32 section এ ratcs determination করার জন্য Survey Settlement Officer কে empower করা হয়েছে and 34 এ সেটা confirm করা হয়েছে by notification ত্রিপুরায় এই যে রুলস আছে ৩৮ (৩) (সি) এটা, যেটা হয়েছে সেটা ইনকলাবরেইট। ইট ইজ সেলফ সাফি সিয়েন্ট, নো নিড অফ মেকিং রুলস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই আইনে যে রুলস করার কথা বলা হয়েছে এসেস্‌মেন্ট সম্পর্কে, সেই রুলস এখানকার গভর্ণমেন্ট করেন নি এবং এই এ্যাক্ট-এ যে সমস্ত প্রভিশন এর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন তা সত্বেও রুলস করার কথা হয়েছে এটা স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সেটা আমি আগেই বলেছি যে সেটা করা হয়েছে। তার মধ্যে এই রুলস, এই এ্যাক্ট এ বলা হয়েছে তাকে এমপাওয়ার করা হয়েছে এবং এ্যাক্ট অনুসারেই এ'টা করা হয়েছে এ' রুলস অনুসারেই হবে। সেটা সেলফ সাফিসিয়েন্ট। সে অনুসারে সেটা করা হয়েছে এবং তারপরে গেজেট নোটিফিকেশন হয় এবং সে গেজেট নোটিফিকেশন এর পরে এসেসমেন্ট হয় অন দ্যাট ভেরি বেসিস সেটা এসেস্‌মেন্ট হয়েছে। অতএব ইট ইজ কারেক্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই যে সেকশন ৩৮ (৩) তে A. B. C. সাব সেকশন করা হয়েছে সেই সমস্ত ভায়লেট করছে এখানকার সেটল-মেন্ট অফিসার ?

শ্রীশচিন্দ্র লাল সিংহ ঃ— একটাও ভায়লেট করা হয় নি।

Mr. Speaker :— No other supplementaries. I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— Question No. 267.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)

THE QUESTION & ANSWER

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এর মধ্যে কোন একটা ইটানট ফেক্টরিজ এ্যাক্টে পড়ে কিনা ?

শ্রী বি, দাস ঃ— আমি তো সেটা বলেছি যে হেতু ওটার নাম্বারটা দশ একাসিড করে না-লেবারারস নাম্বারটা, সেইজন্য ফেক্টরিস এক্টে পড়ে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটা ইউনিট তো একসিড করছে সেইটা পড়ে কিনা ?

শ্রী বি, দাস ঃ—সেইটা তো পড়ে না কারণ সেইটা পাওয়ার ইউজ করছে না। সেইটা কার্পেনট্রি ইউনিট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই সমস্ত এম্পলয়িদের কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিনা, লিখিত ?

শ্রী বি, দাস ঃ— আর, আই, সি, এর সাথে গর্ভমেন্টের এগ্রিমেন্টে হয়েছিল, কাজেই সেইটা আর, আই, সি, কনচার্ণড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ওদের কোন এপয়েন্টমেণ্ট লেটার বা ওদের টার্মিনেশন অফ সার্ভিস হলে তার কোন নোটিশ ওদের দেওয়া হয় না !

শ্রী বি, দাস ঃ— আমি তো বলেছি সেইটা আর, আই, সি, কনসারণ্ড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চেষ্টা করবেন কি আর, আই, সি, যাতে বে-আইনি টার্মিনেশনের জন্য ক্ষতি পূরণ দেয় তার জন্য চেষ্টা কররেন কি ?

শ্রী বি, দাস ঃ— আর, আই, সি, এর সাথে গর্ভমেন্টের যে এগ্রিমেণ্ট ছিল সেই এগ্রি-মেণ্ট অনুসারে আর, আই, সি, কাজ করছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে এই এপয়েন্টমেণ্ট লেটার না দেওয়া এবং টার্মিনেশন এর সময়ে নোটিশ না দেওয়াটা বে-আইনি কাজ ?

শ্রী বি, দাস ঃ— এটা তো ফেক্টরি এক্টে পড়ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেবেন কি ওদের অতি শী। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রী বি, দাস ঃ— এইটা আনডার কনসিডারেশন অফ দি গর্ভমেণ্ট।

শ্রী দাস গুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ফেক্টরি এক্টে যদি পড়ে তা হলে সেই কেইসগুলি ট্রাইবুনেল এ পাঠানো হবে।

শ্রী বি, দাস ঃ— আগেই বলা হযেছে যে ফেক্টরি এক্টে পড়ে না সেইটা।

শ্রী দাসগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ফেক্টরি এক্ট এবং ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিসপুট এ্যাক্ট, দুইটা একই আক্ট এবং শ্রমিককে ছাটাই করতে হলে একটা নোটিশ দিতে হয় সেই নোটিশ না দিলে ভায়লেশন অফ দি এ্যাক্ট হয়। যদি সেই ভায়লেশন হয় তদন্ত করবেন কি এবং যদি ভায়লেশন হয় তা হলে ট্রাইবুনেলে পাঠাবেন কি ?

Started Question No. 267 by the member, Sri Atiqul Islam.

QUESTION	REPLY,
1] Whether the Govt. of Tripura has recived the sanction	Yes

of the President, Govt. of India to transfer the posts of Guard, Chowkider, Sweeper, Store-keeper Assistants of the work-charged Estt. to the regular estt.	
2] If so, whether the said posts have been transferred to the regular estt.	Action under process.
3] If not, reasons there of.	Does not aries.

শ্রী বি, দাস্ ঃ— যদি তাই হয়ে থাকে আমরা তদন্ত করে দেখব।

Mr. Speaker :— Now started question, I would call on Shri Bir Chandra Deb Barma.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— Question No. 148.

Shri S. L. Singh :—

QUESTION	ANSWER
1) Whether assesment of revenue rates under section 38 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 have already been made in areas where revenue rates have been confirmed under Section 34 of the said Act.	1) Assessment on holding as per approved revenue rates has not been made in all areas.
2) If so, whether the rules required to be framed under section 38 (3) of the same Act for fair assessment of revenue rates have been framed and published.	2) No.
3) If not, whether any assessment can be considered valid in the absence of such rules ?	3) The assessment made is considered valid.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি প্রেসিডেন্টের সেংশনটা আমাদের এখানে কবে এসেছে, কোন সনে, কত তারিখে ?

শ্রী শচিন্দ্র লাল সিংহ ঃ—আই শ্যাল ইনফরম দি হাউজ লেইটার অন দি একজেক্ট ডেইট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— ইযাবটা বলতে পারেন না ?

শ্রীশচিন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সেইটাই বলাম যে একজেক্ট ডেইট এবং সন অলসো উইল বি সাপলাইড টু।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— সেই চিঠিটা যেটা আমাদের এখানেএসেছে তাতে বলা আছে যে এ' সমস্ত পোষ্টে যেন আর নূতন এপয়েন্টমেন্ট না দেওয়া হয় এমন কোন Instraction আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— এই correspondence এর exact date and number I shall inform the House lator on, I shall read this in this House, I shall read before the House all the correspondences.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয স্পীকার, স্যার আমি তো ডেইটও চাচ্ছি না, ইযারও চাচ্ছি না যে সমস্ত পোষ্ট সেখানে উল্লেখ করা আছে সেই সমস্ত পোষ্ট এ যেন নতুন এপয়েন্টমেন্ট না দেওয়া হয এমন কোন ইন্সট্রাকশন আছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :— I will inform the House, and read all these communications before the House.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আমি জানতে চাচ্ছি মন্ত্রী মহাশয় যে এ' সমস্ত পোষ্টে এখন কোন নূতন এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আমি তো আগেই বললাম যে অল উড বি ইনফরমড বিফোর দি হাউজ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয মন্ত্রী মহাশয জানাবেন কি যে সকুলের পডা না করে এলে কি হয ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সকুলে না পড়ে এলে It is not a school. I shall request the Hon'ble Member not to lower the Assembly to a school.

Mr. Speaker :— No more. we shall start the question. I would call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri S. K. Choudhuri :— .. .. = Question No. 201.

Mr. Speaker :— What is done to the students who come unprepared is left to the Teacher.

Shri N. Chakraborty :— Yes, I will leave it to you.

Shri S. L. Singh :— Question No. 201.

QUESTION	REPLY.
1. Whether the execution of Dumbur Hydro-Electric pro-	1. Some people will be displaced. Exact position will

ject at Amarpur Division will lead to displacement of large number of people.

2. If so what schemes have been prepared for the rehabilitation of these displaced persons.

be ascertained after proper survey.

2. Schmes for rehabilitatation of the persons likely to be displaced will be considered after the necessary survey regarding the displaced of the population is completed.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে এই ধরণের সরকারী পরিকল্পনার কাজ কর্ম্ম করার সময়েতে যে সমস্ত ট্রাইবেল ডিসপ্লেইসড হয় তাদের পুর্নবসতি সম্পর্কে ডেবর কমিশন যে রিকমেণ্ড করেছেন সেইগুলি তারা কার্যকরী করবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— ধেবর কমিণনে ডুমরু ও হাইড্রো স্কিম সম্বন্ধে কোন কিছু আছে কিনা আমার জানা নাই। মাননীয় সদস্য ডুমরু হাইড্রো স্কিম প্রজেক্ট হলে পরে এ' সমস্ত অঞ্চলে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল যে হউক না কেন তাদিগকে স্থান দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে নট ওনলি ট্রাইবেল, ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল দোউজ হু আর এফেক্টেড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেবেন কি তারা যখন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এতে যারা স্থান চ্যুত হবে তাদের রিহেবিলিটেশন এর জন্য তখন ট্রাইবেল এবং স্থানীয় যারা প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন যে কথা ধেবর কমিশন বলেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সব সময়েই যেখানেই কোন কাজ করা হয় তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করা হয়। লেণ্ডটা যার পভোসানে থাকে তার সাথে আলোচনা করা হয় তবে তাকে নোটিশ দেওয়া হয়। সরকারের এই রূপ প্রচলিত প্রথা আছেই এটা নূতন কোন কথা নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিবেন তাদের জমির পরিবর্তে জমি এবং ঘরের পরিবর্তে ঘর যখন দেওয়া হবে তাতে যদি মূল্য নির্ধারণ করে তারা বেশী পাওনাদার হয় তা হলে সেইটা কেশ দেওয়া হবে যে কথা ধেবর কমিশন বলেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সেইটা তাদের সঙ্গে আলাপ করেই করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে তাদের পুর্নবসতি দেওয়ার আগে এই পরিকল্পনার কাজই আরম্ভ করবেন না যে কথা ধেবর কমিশন

বলেছেন।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— কাজ আরম্ভ করব না এটা কোন কথ্য নয়, কাজ আরম্ভ হবে এবং কাজকে আমরা তরান্বিত করতে চাই। অতএব তরান্বিত করতে গেলে যারা ডিসপ্লেইসড হবে তাদের ব্যবস্থা করতে হবে সেই সম্বন্ধে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেইটা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিবেন কি যে এই পরিকল্পনাতে যে সমস্ত কর্ম্মী নেওয়া হবে তাদের মধ্যে যারা ডিসপেলইসড তাদের প্রেফারেন্স দেওয়া হবে যে কথা ধেবর কমিশন বলেছেন।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— ইফিসিয়েন্ট হলে পরে সব সময়েই সে জায়গাতে নেওয়া হয় এবং সেইটা প্রচলিত প্রথা। যে কোন কাজ হলে পরে লোকেল লেবার সবচেয়ে বেশী নেওয়া হয় এটা প্রচলিত প্রথা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন সরকারী যে কোন পরিকল্পনায় ট্রাইবেলরা স্থান চ্যুত হয় বা ডিসপ্লেইসড হয় তা হলে তাদেরকে পুর্নবসতি সম্বন্ধে ধেবর কমিশন কি বলেছেন সেইটা পড়ে দেখবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— সেইটা মাননীয় সদস্য একটু কটাক্ষ পাত করে বলেছেন কারণ ধেবর কমিশন ওনাদেরি যেন এক চেটিয়া অধিকারে এবং আর কেহ যেন পড়েন নাই বা জানেন না এইভাবে বক্তব্য পেশ করছেন, অতএব মাননীয় সদস্যকে আমি আবার বলব যে ভাল করে উনি যেন আবার পড়েন এবং পড়ে যেন আলোচনা করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি দশ বার পড়ব আই উইল রিড ইট টেন টাইমস।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— থেঙ্ক ইউ।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পরিকল্পনার দ্বারা কত পরিবার স্থান চ্যুত হবে এবং তার জমির পরিমাণ কত ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আগেই বলা হয়েছে ইট ইজ আনডার প্রচেজ।

Mr. Speaker :- Next I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Baoma :- 302.

Shri S. L. Singh :- 302, materials are under collection, so I want time.

Mt. Speaker :—Then I would call on Shri Nripendra Chakravarti.

Shri N. Chakravarti :—153.

Shri S. L. Singh :—

QUESTION	ANSWER
1) The pay, special pay, Deputation allowance, Travelling allowance, medical reimbursement and other perquisites drawn by the present settlement officer year by year upto July, 1964, since his joining in the present post ;	1) Amount drawn by the settlement officer (as per enclosed statement).
(2) Whether, the total pay and allowances including all perquisities is the highest drawn by any other officer in Tripura ?	(2) No.

AMOUNT DRAWN BY SETTLEMENT OFFICER

Year	Pay and D. A.	T.A.	Medical re-imbursement.
1959-60	Rs. 7,554·00 p.	Rs. 1,401·99 p.	Rs. 61·87 p.
1960-61	Rs. 8,967 00 p.	Rs. 2,561·45 p.	Rs. 28·37 p.
1961-62	Rs. 9,508·63 p.	Rs. 4,072·00 p.	Rs. 182·74 p.
1962-63	Rs. 10095·60 p.	Rs. 2,503·88 p.	Rs.1,213·06 p.
1963-64	Rs. 10433·76 p.	Rs. 2,745·62 p.	Rs. 852·34 p.
1964-65 (upto July)	Rs. 4,719 60 p.	Rs. 1,444·20 p.	Rs. 221·91 p.

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Ram Chandra Deb Barma.

Shri Ram Chandra Deb Barma :—Question No. 291.

Shri S. L. Sing. :—

QUESTION	REPLY.
1. Total amount of money spent for minor irrigation scheme in the Subdivision of Khowai.	1) Rs. 2,16,837/- (spent up to October, 1964)
2) Total area of land irrigated by these measures.	2) About 700 acres are expected to be irrigated.
3) If the schemes have not giyen satisfactory results, the reasons therefor.	3) The Schemes under operation are giving satisactery results.

Mr. Speaker :—Any supplementary ? I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :—206.

Shri S. L. Singh :—

QUESTION	REPLY
1. Names of the Roads & Buildings constructed in Tripura during 1960-64 for which Original Estimates were exceeded by more than 10%.	1. Statement enclosed (The statement was laid on the table)
2. Whether the number of works are on the increase every year.	2. No.
3. If so the reason thereof.	3. Does not arise.

Shri Birchandra Deb Barma :—Will the Hon'ble Minister please reply whether intimation of Accountant General has been given immediately regarding excess expenditure as per G. F. R.

Shri S. L. Singh :— I could not follow.

Birchandra Deb Barma :—Whether intimation of Accountant General has been given immediately regarding excess expenditure as per G. F. R, ?

Shri S. L. Singh :—So I want notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether any supplementary estimate was made and approved and sanction received for this expenditure ?

Shri S. L. Singh :— I want notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether in Internal Audit such expenditure were objected to ?

Shri S. L. Singh :—I want notice.

Mr. Speaker :—No other supplementary ? Then I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—281.

Shri S. L. Singh :—

QUESTION	REPLY.
1) Whether the President, Govt. of India has conveyed his sanction to the creation of permanent posts in the work charged estt. of Tripura as shown below :—	

i) Fitter-1 (ii) Asstt, Fitter-1 (iii) Carpenter-I (iv) Plumb Mistry-1 (v) Asstt. Mechanic-1 (vi) Electric Mistrr-2 (vii) Grader operator-1 (viii) Road Roller Driver-3 (ix) Handyman-4 (x) Jugali & Gangmen-93.	Yes.
2) Whether the said posts have been created as perman. ent posts;	Yes.
3) If not, the reasons thereof ?	Does not arise

শ্রী আতিকুক ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সে সমস্ত পোষ্টে লোক নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—লোক নেওয়া হয়েছে—আই কুড নট ফলো।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মানে এপয়েনমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—পোষ্ট ক্রিয়েটেড হয়েছে এবং সেটাতে লোক নেওয়া হয়েছে। তাই ক্যান নট অল অন এ সাডেন ইনফরম দি হাউস।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন সে এটা কবে থেকে এফেক্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আগেই বলেছি যে করেসপণ্ডেনসগুলি এসে পড়েছে, আমি করেসপেণ্ডেনসগুলি প্লেস করব হাউসে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Srnil Kr. Choudhury :—Question No. 304.

Shri S. L. Shing :—

Question	Answer
1) Whether it is a fact that the geographical area of Tripura has been reduced after the presen survey operation.	1) Yes, found short during the present survey to some extent.
2. If so, what are the reasons.	2) The geographical area of Tripura according to the year

1324 T E and 1327 T E was 4086 sq, miles, Before survey Settlement operation was started, the area of Tripura was adopted to be 4116 sq. miles without detailed survey which seems to be an estimated figure. According to the present survey and settlement operation up to the stage of bujharat the area of Tripura stands at 4045. 06 sq, miles excluding the disputed area of 5, 50 sq, miles in Amarpur sub-divition, The international bounnary along Tripura has not yet been completed and there may be some adjustment after completion of the demarcation of boundary between East Pakistan and Tripura,

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—জলাইয়াটাকে, এই যে সার্ভে অপারেশন হয়েছে তার ভিতরে নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বলাই হয়েয়ে যে ৫·৫০ স্কোয়ার মাইলস ইন অমরপুর ইজ আণ্ডার ডিসপুট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডিসপুটেড এলাকা যদি বাদ দেওয়া যায় তারপরেও আমাদের এলাকা রিডিউসড্ কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে ১৩২৪ টি, ই, তে ৪০৮৬ স্কোয়ার মাইলস জিওগ্রাফিক্যাল area. অতএব এখন সার্ভে হচ্ছে, সার্ভে হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত ইনটারনেশন্যাল বাইণ্ডারী সার্ভে এলং ত্রিপুরা হেজ নট বীন কমপ্লিটেড, সো আই কেন নট ইনফরম দি হাউস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— রিডিউসড হয়েছে আপনি বলেছেন তো।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :-- No. I said that 4116 sq. miles were the estimated. Before surveying. It was estimated. Now the survey is under operation. So it may be thought that it is decreasing. But after its completion I would be able to state this.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বর্ত্তমান সার্ভের আগে আমাদের যে বাউণ্ডারী এরিয়া তা ছিল ৪১১৬ স্কোয়ার মাইল এবং এখন যে বাউণ্ডারী এরিয়া করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে আমাদের বর্ত্তমান এরিয়া হয়েছে ৪০৪৫০৬ স্কোয়ার মাইলস, একথা সত্যি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা এসিমেটেড ছিল ৪১১৬ স্কোয়ার মাইলস উইদাউট ডিটেইল সার্ভে। অতএব এখনও আমাদের সার্ভে কমপ্লিট হয় নাই, ইনটারনেশন্যাল বাউণ্ডারী সার্ভে কমপ্লিট হয় নাই! অল অন এ সাডেন হাউ ক্যান আই সে দ্যাট ইট ইজ সো মাচ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে আমাদের বাউণ্ডারী সার্ভে এখনও করা হয় নি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ইনটারনেশন্যাল বাউণ্ডারী সার্ভে হ্যাজ নট বীন ডান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ত্রিপুরার বাউণ্ডারী সার্ভে করা হয়নি এখনও ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ইনটারনেশ্যাল বাউণ্ডারী সার্ভে করা হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সদরের যে সব এলাকা আমাদের বাউণ্ডারীর মধ্যে ছিল এবং বর্তমানে পাকিস্তানে চলে গেছে সেগুলি ডিসপুটেড এলাকা বলে গণ্য হচ্ছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— I want notice about this to give the detail figure.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিবেন কি যে আমাদের ত্রিপুরায় যে সমস্ত এলাকাগুলি ডিসপুটেড সেগুলি ত্রিপুরার এলাকা বলে আমাদের সার্ভে সেটেলমেণ্টে দেখানো হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে ইনটারনেশন্যাল বাউণ্ডারী সার্ভে আমাদের এখনও হয় নি। অতএব এখনি কি করে সেটা বলা যাবে ইনটারনেশন্যাল বাউণ্ডারী সার্ভে কমপ্লিটেট না হওয়ার আগে হাউ ক্যান এস্যুম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন নাযে সেটা আমাদের এলাকা বলে আমাদের সার্ভে সেটেলমেণ্টে রির্পোটে দেখানো দরকার যে আমাদের ক্লেইম দাবী করার জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে ইনটারনেশন্যাল বাউণ্ডারী সার্ভে এখনও হয়নি অতএব চট করে এটাকে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে বর্ত্তমান সার্ভেতে ত্রিপুরার সীমানা ৬০ স্কোয়ার মাইল কমে গেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— এখন পর্য্যন্ত সার্ভে সবটা কমপ্লিটেড, হয় নাই হাউ ক্যান আই সে ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বিলোনীয়ায় নিজ কালিকাপুর যা নাকি আগেকার ত্রিপুরার অংশ ছিল এখনকার সার্ভেতে এটা পাকিস্তানের অংশ বলে দেখানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আই ওয়ানট নোটিশ এবাউট দিস।

শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন কোন এলাকা ডিসপুটেড এলাকা মনে করেন সেগুলোর একটা লিষ্ট হাউসের সামনে দেবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহঃ—আই ওয়ানট নোটিশ এবাউট ইঠ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আই উড নাউ কল অন শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা ঃ— ৩০০

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—Starred question No. 300.

QUESTION	REPLY
1. What are the schemes adopted by the Govt. of Tripura for control of floods and protection of different areas from visitation of floods.	I. i] Agartala Town protection scheme. li] Belonia Town protection scheme iii] Erosion contorl of Dhalai River near Mohanpur, Rupsa and Malaya iv] Khowal Town protection scheme r] Protection of Kailashahar Town from flood vi] Raising and strengthening Durgapur and Sonamura Embankment vii] Protection of Sabroom town from erosion of river Feni viii] Erosion control of Udaipur ix] Construction of 26 Nos of nose headed spurs on River Feni at Baisnalpr and Jaikumarpara

x) Providing 5 Nos. spurs for protection of Khowai Embankment.

xi) Erosion control work at Kakraban.

xii) Manu river control at Kailashahar.

xiii) Gumti erosion control at Sonamura.

xiv) Muhuri erosion control at Belonia.

xv) Flood protection work at Amarpur.

xvi) Erosion control of river Khowai at Teliamura.

2) Whether the Govt. has any uch scheme for different flood affected Haors of Kailashahar.

2) Yes.

QUESTION

3. If so, an outline of these schemes.

REPLY,

3. a) SATARAMIA HAOR.
This is a reclamation scheme to protect about 1800 acres of paddy land.

b) KHOWRA BEEL.
This is a drainage scheme to benefit about 600 acres of paddy land.

c) KAVLIKURA HAOR.
This is also a reclamation scheme to protect about 300 acres of paddy land.

4) Steps taken to implement those schemes.

4. a) SATARAMIA HAOR.
This scheme will be impleented after the question of voluntary donation of land and free labour for earth work portion of the scheme is decided.

This is under consideration of this Govt.

b) KHORA BEEL.
Phase I of this scheme has been taken up and is nearing completion. Proposal for phase II of the scheme is being framed.

c) KAULIKURA HAOR.
This scheme is already framed and is in final stage of sanction.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কাঞ্চনপুরে একটা বিরাট এলাকায় প্রতি বৎসর ফ্লাড হয় কিনা এবং তার প্রটেকশানের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশচিন্দ্র লাল সিংহ :— পিপল অফ দি কাঞ্চনপুর এই সম্বন্ধে বলেছেন এবং সে জায়গায় সেটাকে সার্ভে করার কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচ ক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে একথা সত্য কিনা যে ছএমিঁয়া হাওয়ারের টাকা গত বৎসর গভর্ণমেণ্ট খরচ করতে পারেন নি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— Most probably the scheme was not taken at Satarmia Haor at that time.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— টাকা বাজেটে ছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— টাকা বাজেটে থাকে কিন্তু থাকলেই সেটা খরচ করা যায় না তার কারণ হল এই যে টেকনিকেল, এডমিনিষ্ট্রেটিভ, এবং ফিনানশিয়াল সেংশান যদি না থাকে তাহলে পরে এই জায়গাতে খরচ করা শক্ত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি যে এইবার সেই টাকা খরচ করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— If the financial sanction comes then we should be able to spend.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে উদয়পুর টাউনে টাউন প্রটেকশানের জন্য যে হানা দেওয়ার কাজ সুরু হয়েছিল সেটা কি কারণে বন্ধ করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— I demand Notice of it.

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ওখানে জমির মালিক

কোন কেস করেছে কি না এই জমিতে যাতে হানা না দেওয়া হয় তার জন্য ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—ত্রিপুরা রাজ্য এত বড় একটা জায়গা, কে কি করল না করল তা অল অন এ সাডন বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী দিনেশ দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সত্রমিয়া হাওয়ারের জন্য যে স্কীমটা ছিল সেটা কার্য্যকরী না হওয়ায় সেখানে গত আউস ফসল নষ্ট হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—আগেই বলা হয়েছে যে স্কীম সেংশাণ্ড হলে পরে সেটা করা হবে।

শ্রী দীনেশ দেববর্ম্মা ঃ—আমি বলছি যে মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে আউস ফসল নষ্ট হয়েছে কিনা গত বৎসর ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—আমি আগেই বলেছি যে স্কীম সেংশান হয় নাই, সে জন্য সেখানে হয় নাই অতএব ক্ষতি হলেও হতে পারে সেটা অসম্ভব নয়।

শ্রী হেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে দাবদা নদীর পারে খাজনা-ওয়ালা জমিগুলি প্রতি বৎসর ফ্লাডের জলে নষ্ট হয় এবং অনেক পরিমাণ ধান নষ্ট হয় এবং তার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—সেটা সম্বন্ধে আগেও মাননীয় সদস্যকে বলা হয়েছে যে আমাদের এখানকার যে জমি সেটা রেইনের উপর নির্ভর করে, রেইন ফলের আয়তনের উপর, ফ্লাড নির্ভর করছে এবং তার সাথে সাথে আরও কারণ আছে যেটা হচ্ছে ইরোশান অফ দি সয়েল এই সমস্ত কারণ আছে, অতএব এই সমস্ত কারণে যদি ঘটে থাকে তবে সে সমস্ত জায়গার ফসল নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নয়।

শ্রী হেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ঘোড়ামারা নদীর মুখটা যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সে ঘোড়ামারা নদীর মুখটা যদি দাবদা নদীতে ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহলে সেখানে ফ্লাড হয় না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—সেটা হ'ল টেকনিকেল কোশ্চান, তাই আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি খোয়াই টাউন প্রটেকশান'এর জন্য খোয়াই জনসাধারণের থেকে কোন স্কীম তারা পেয়েছেন কিনা ?

শ্রী সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অফ্ ইট।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি বেলোনিয়া টাউন ফ্লাড প্রটেকশান স্কীম যে রাখা হয়েছে তার টাকার সংখ্যা কত ?

শ্রীসিংহ ঃ—অল্ অন্ এ সাডন টাকার সংখ্যা কত বলা অত্যন্ত কঠিন, এখানে জাস্ট নাউ এটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব স্কীমগুলি যে বাজেটে ইনক্লুডেড আছে সেটা দেখে

বলতে হবে।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—এই প্রটেকশান স্কীমের কবে কাজ আরম্ভ হবে? বেলোনিয়ায়?

শ্রী সিংহ ঃ—As soon as the financial sanction, technical sanction and administrative sanction come, the work will be started.

শ্রীসুনীল চৌধুরি ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে সাব্রুম এ গোবিন্দ মাঠ প্রতি বৎসর যে ফ্লাডে এফেকটেড হচ্ছে সেটা প্রটেকশান দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রী সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অফ্ ইট।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে কবে পর্য্যন্ত আমরা এই কাজ আশা করতে পারি?

শ্রী সিংহ ঃ—Previously I told that financial, administrative and technical sanction as soon as will be available, the work should be taken up.

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—লাউগাং, বেতাগা, চড়কবাই, মুহুরিপুর— এই সমস্ত এলাকায় প্রতি বৎসর প্রায় ২ হাজার দ্রোণ জমির ফসল জলে যে ক্ষতি হয়, সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি?

শ্রী সিংহ ঃ—আমি আগেই বলেছি যে ত্রিপুরা এই ১০টি নদী ফ্লাডের কণ্ডিশনের উপর নির্ভর করে, তার এক্সেসিড ফ্লাড রেইন ফল্ এবং ইরোশান অফ্ দি সয়েল এবং অন্যান্য যে সমস্ত কারণ আছে সে সমস্ত'এর উপর। অতএব প্রতি বৎসব হয় কিনাসেই সম্বন্ধে বলতে হলে পরে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা, এটা জানতে চাই।

শ্রী সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অফ্ ইট।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় উদয়পুর টাউন প্রটেকশানের জন্য এই হানাগুলি কাজ যাতে বন্ধ না থাকে সে সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি?

শ্রী সিংহ ঃ—So far my knowledge goes, হানার কাজ চলছে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে হাওরা নদীর জলে আসাম রোড চানপুর মৌজায় যে রাস্তার উপর দিয়ে জল হয় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে সময় সময় গাড়ী আটক থাকে এবং সে ফ্লাড প্রটেকশানের কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে?

শ্রীসিংহ ঃ— সেটাত আগেই বল্লাম যে ফ্লাড যদি হয় তাহলে পরে শুধু এই জায়গায় নয় সব জায়গাতেই থাকে। অতএব এই রাস্তাটা শেষ করলে পরে সেটা ফ্লাডেড হতে পারে কারণ এটা ফ্লাডের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। এক্সেসিভ ফ্লাড হলে পরে সব জায়গায়ই

এক্সেসিভ রেইনফল হদি হয় তাহলে ফ্লাড হওয়াত আশ্চর্য্য নয়।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সামান্য বৃষ্টি হলে পরেই রাস্তার উপর জল উঠে ?

শ্রী সিংহ ঃ—সামান্য বৃষ্টি হলেই জল উঠেনা এবং চলাচল বন্ধ থাকে না।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—আমি জানি রাস্তার উপর সামান্য বৃষ্টি হলেই জল উঠে।

শ্রী সিংহ ঃ—সামান্য বৃষ্টি হলেই উঠেনা তবে এক্সেসিফ রেইনফল যদি হয় তাহলে হতে পারে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সে রাস্তার উচ্চতা কত ?

শ্রী সিংহ ঃ—সেটা বলতে হলে পরে—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—No other supplementary on this question. I would now pass on to the next question. I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :—207

QUESTION	ANSWER
1) Whether all roads constructed by Tripura Territorial council have been duly entered into P. W, D. Book.	1) This is under process.
2, If not, the reasons therefor.	2) Does not arise.

Shri Birchandra Deb Barma :—If the Hon' ble Minister can reply whether it is a fact that the divisions formed under T. T. C. has not been integrated with the divisional work under the Administration.

Shri S. L. Singh :—It is not known to me that it is not integrated to the Tripura Administration. If he sees the Budget, he can find that all the Budgets are included. Roads, Major or Minor buildings, major, minor, roads-major, minor, bridge. So accordingly it is included in the Budget.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানবেন কি যে পি, ডব্লিউ ডি ব্লকে এই সমস্ত রাস্তা নিতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

শ্রীসিংহ ঃ —সেটা নির্ভর করে সার্ভে সেটেলমেণ্টের উপরে, কারণ ভিলেজ রোড যেগুলি হয়েছে প্রায়ই তাদের পারমু তাদের দিয়ে করা হয় অতএব সে সমস্ত জায়গা তাদের নামে আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সাইটগুলি আমরা না পাচ্ছি, সাইড প্লেন না পাচ্ছি এবং তার একিউরেট খবর না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেটাকে ইনক্লুড করতে গেলে পরে যে সমস্যা দাঁড়াবে সেটাকে সেটেল না করে তা করতে গেলে পরে অন্যরকম অসুবিধা হতে পারে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে টি, টি, সিতে যে রাস্তাগুলি করা হয়েছিল তার একজিস্টেন্স নেই বলে এইগুলি পি, ডব্লিউ, বুকে আসার কোন প্রশ্নই উঠেনা কারণ এইগুলি ইলেকশান'এর রাস্তা ছিল ?

শ্রী সিংহ :—অধিকাংশ রাস্তা আছে বলেই এই সমস্যাটা এসেছে যে যারা পারসুয়েশানে রাস্তা দিয়েছে তাদের এটাকে বুকে এনলিস্ট করতে গেলে পরে যে সমস্ত ফরমেলিটিজ অবসার্ভ করতে হয় সেই ফরমেলিটিজগুলি অবসার্ভ করে এবং সেখানে কতকগুলি টেকনিকেল ডিফিকালটিজ রয়েছে সেগুলি করে তারপর এনলিস্ট করতে হবে। এটাকে এখানে বলা হয়েছে এইজন্য নয়, টি, টি, সি বেশী রাস্তা করতে পেরেছে সেটাকে তারা গাত্রদাহ বলে মনে করে সেই জন্যই অন্যরকম কথা বলা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে সি, ডি, ব্লকের সঙ্গে একটা ডিভিশান করা হচ্ছে এবং তার হাতে এই যে নন-একজিষ্টেনস রাস্তাগুলি এইগুলির হিসাব তুলে দেওয়ার জন্য একটা আলাদা ডিভিশান খোলা হচ্ছে, সি, ডি, ব্লকের কাজ করার নাম করে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ডেভলাপমেণ্ট ব্লকের কাজের জন্য কি কি প্রসেস এডপ্ট করতে হবে এবং সেটা হলে পরে ডেভলাপমেণ্ট কাজকে কি করে ত্বরান্বিত করা যায় সে জন্য ব্যবস্থা করা দরকার এবং ডেভলাপমেণ্টের হাতে এইসব কাজগুলি দেওয়া দরকার এবং সেই অনুসারে করা হচ্ছে আমার মনে হয় যেটা বলা হচ্ছে সেটা অন্তত মনের থেকে বলা হচ্ছে যাতে অন্ততঃ পক্ষে এটাকে অবষ্ট্রাকশান দেওয়া যায় সেজন্যই বলা হচ্ছে মনে হয়।

Mr. Speaker :— Yes. Question hour is over. I would now pass on to the next item item. Next item is calling attention Notice. I have received a calling attention Notice from the Hon'ble Member Shri Nripendra Chakravorty on the Subject.

'Hardship infiicted by the Govt. on the people of Agartala tow reducing rice portion of the quote of ration that they were getting through the fair price shops of Agartala.'

I have given consent to the motion of Nripendra Chakravorty to-day. I would request the Hon'ble Minister concerned to make a statement on this. If the Hon'ble Minister is not in a position to-day, he will kindly give me a date when the calling Attention Notice will be shown on the order paper for the statement.

শ্রীশচী লাল সিংহ :— আচ্ছা, আমি কলিং এটেনশান নোটিশ সম্বন্ধে এখনি আলাপ আলোচনা করব, ডিস্কাশন করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— অল রাইট।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— Hardship inflicted by the Government on the people of Agartala town by reduceing rice portion of the quota of ration that they were getting through the fair price ration shops of Agartala.

এটা প্রথমে সমস্যা সমাধানের জন্য বা হার্ডশিপটা কমাবার জন্য এই ডিস্কাশন এখানে রাখা হয় নি। এই ডিস্কাশনের উদ্দেশ্য হল পলিটিক্যাল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তার কারণ হল এই হার্ডশিপ ইনফ্লিকটেড বাই দি গভর্ণমেণ্ট। কারণ ফেয়ার প্রাইস শপস এখানে আমাদের যে ষ্টেট, মাননীয় স্পীকারের মারফতে আমি জানাতে চাই যে মাননীয় সদস্যরাও অবগত আছেন যে ত্রিপুরা ষ্টেট ডেফিসিট ষ্টেট। অতএই ডেফিসিট ষ্টেটে এবং বিশেষ করে আমরা রাইস ইটার। রাইসের সমস্যা কেবল এখানে নয়, ভারতবর্ষের যত রাইস ইটিং এরিয়া আছে সব জায়গাতে এই সমস্যা। কারণ আমরা ডেফিসিট ইন রাইস। অতএব সেই ডেফিসিট ইন রাইস থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট এখানে ৭০ পারসেণ্টের মত লোককে রেশন সাপ্লাই করছেন এবং সেই জায়গাতে এখন হারভেষ্টিং হয়ে গেছে এবং নিজেরাই বক্তৃতার মারফতে জানিয়েছেন যে এখানে প্রাইস অব পেডি ৭ টাকায় নেমে গেছে এবং আরো চাউল এর দর ১৮ টাকা, ১৭ টাকা, ১৬ টাকা। সেই জায়গাতে আজকে হঠাৎ করে হার্ডশিপ ইনফ্লিকটেড বাই দি গভর্ণমেণ্ট একথাটা বলার কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর কথা হল এই যে সেখানে কি করা হয়েছে যে ১২ আউন্স রেশনিং করা হয়েছে। যেখানে চাউল উঠে গেছে, চাউল বিক্রি হচ্ছে, চাউল এভেলেবল সেখানে ১২ আউন্স করা হয়েছে টাউনে, আগরতলা টাউনে অথচ ১২ আউন্স রেশন করার সাথে সাথে চাউল বাজারে আছে চাউলের দর উনারাই বলেছেন কমে গেছে তাহলে পরে এখন কি করে হার্ডশিপ হল বুঝতে পারি না। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে ১২ আউন্স এবং সেই জায়গাতে আমরা চাউল করেছি ৮ আউন্স, গম ৬ আউন্স। যেখানে প্রত্যেক জায়গাতে চাউল ৬ আউন্স, গম ৬ আউন্স। অনেক জায়গা আছে যেখানে গম ৮ আউন্স, চাউল ৪ আউন্স। সেই জায়গাতে আমরা ত্রিপুরায় যারা রাইস ইটারস আমরা সেই কোটাকে ধার্য করেছি তাদের ডিফিকাল্টির বিহিত করার জন্য আমরা তা করেছি এবং সেইভাবেই সে সমস্যাকে দেখা হচ্ছে এবং সেইভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে আগরতলা টাউনে। অতএব এর মধ্যে তার জনসাধারণের উপর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরকার একেবারে একটা ষ্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে এটা হল সত্যের অপলাপ করা এবং সেইজন্য এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আগরতলা বাজারে বর্ত্তমানে চাউলের দাম কত এবং রেশন তাঁরা যে

কমিয়েছেন সেটা কোন কোন এলাকাতে যেমন বন মালীপুরে আমার বাড়ীতে ২১ সের চাউল সেখানে ৮ সের অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম করা হয়েছে চাউল -এবং আগরতলা শহরের মানুষ তারা আটা খেতে অভ্যস্ত না, তাদের অর্ধেকেরও বেশী আটা দেওয়া হচ্ছে।

Mr. Speaker :— What is the point for the clarification wanted ? If there is any point which has not been...

Shri Nripendra Chakravorty :— Hon'ble Minister says that price has fallen, how much and how far ?

Shri S. L. Singh :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত করেছেন যে উনার বাড়ীতে যে রেশন দেওয়া হয় সেটা অর্ধেকেরও কম করা হয়েছে। এখন সেই জায়গাতে সেটা যদি উত্তর দিতে হয়, পার্টিকুলারাই একটা জায়গা, তাহলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

Mr. Speaker :— No question of demanding notice wanted in this connection. You need not, the Hon'ble Minister need not reply to this.

Shri S. L. Singh : – এখন কথা হল উনি উনার বাড়ী উল্লেখ করে বলেছেন যে সেখানে চাউলের কোটা অর্দ্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি আগেই বলেছি যে ৮ আউন্স রাইস এবং ৪ আউন্স আটার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অতএব তার মধ্যে যদি কোন ডিফিক্যালটিজ হয়ে থাকে বাজারে চাউল পর্যাপ্ত আছে এবং যাদের পারসেজিং কেপাসিটি আছে তারা হয়ত উইল ফুলফিল সেটা করতে পারেন। উইল ফুলফিল করতে পারেন যে আমাকে চাউল না দিলে-আটা নেব না। আমি এমন কোন কথা বলছি না যে আপনার বাড়ীর পারসেজিং কেপাসিটি নাই বা আছে সেকথা ডিপেণ্ডস অন ইউ। অতএব অনেকেই বলতে পারেন যে আমি আটা নেব না। আমি বিশেষ করে আমার নিজের কথা বলব আই এম নট টেকিং মোর দ্যান ৩ আউন্স অব রাইস। আমার বাড়ীতে আমার যে লোক থাকে সেটা আমি বলছি যে আমি রাইস নিই ত আউন্স নট মোর দ্যান দিস। [কম্যুনিষ্ট বেন্চ-ছানা কতটুকু খান] ছানা আপনারা যেমন পান আমি এত ছানা খেতে পারি না। বন্ধু-বান্ধবদের জন্য এটা ঠিকই তাঁরা গেলে পরে ছানা আমি দিই।

Mr. Speaker -— Discussion on this is closed.

Shri Nripendra Chakravotory :— Mr. Speaker Sir, I have not got the clarification.

Mr. Speaker :— No more discussion on this.

Mr. Speaker :— At this stage I would give my decision on a point of privilege given notice of by Shri Atiqual Islam regarding intimation of arrest and release of Shri Bulu Kuki, a member of this House.

I have received notice of a question of breach of privilege raised by Shri Atiqul Islam, M.L.A. The facts of the case are that intimation on release of Shri Bulu Kuki who was arrested on 21. 5. 64 and detained in Amaapur Sub-Jail has not at all been given to the Speaker and this was in contravention of Rule 158.

Secondly Shri Bulu Kuki, M.L.A was taken into custody on 21.5.64 and detained in the Amarpur Sub-Jail by the Magistrate Ist Glass, Amarpur. Though he was arrested and detained in Amarpur Sub-Jail on 21.5.64. This late information of arrest and detention of the M.L.A Shri Bulu Kuki furnished by the Magistrate Ist Class was in violation of Rule 157 of the Rules of Produre and Conduct of Business.

My observations on the points of privilege raised by Shri Atiqul Islam are as follows .

In pursuance of the Rule 138(ii) read with the Rule 158, I am to decline to give my consent to the raising of a question of breach of privilege given notice of by Shri Atiqul Islam, M.L.A. on the arrest and release of Shri Bulu Kuki, M.L.A. as I can not hold prima facie that there has been a breach of privilege. The reasons are—

1) The question is not on a matter of recent occurence as required by rule 138. Shri Bulu Kuki, M.L.A. was arrested on 21.5.64 and released on 9.10.64.

2) The matter of his arrest has not been raised at the earliest opportunity. A session of Tripura Legislative Assembly was held in the mean-time from 28th September to Ist October, 1964, in which the question was not raised.

3) As to the point of intimation of the release of the member —Rule 158 provides for the intimation of the release of a member having been arrested is released on bail pending appeal or otherwise, after conviction. In yesterday's notice also I cited that Basu in his Commentary on the Constitution of India (Vol II, page 595) points out that this rule applies 'when a member is released on bail or otherwise, after conviction. "Prescribed form of communication regarding release given in the form appended to the Rule 158 lends considerable support to this contention and leaves no doubt that the intimation regarding the release of convic-

ted members only is contemplated in the Rule. The present case of release after conviction of the member concerned.

As to the time of intimation it is to be noted that unlike rule 157 regarding intimation of arrest, Rule 158 regarding intimation of release prescribes sending of an intimation only, and not an immediate one.

GOVERNMENT BILL

Mr. Speaker :—I pass on to the Next Item. Next item is Government Business [Legislation]. Introduction of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964).

Next item in the List of Business to-day the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964) is to be introduced in the House. I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the salaries and Allowaces of Ministers (Tripura) Bill, 1964 [Bill No. 6 of 1964].

Shri S. L. Singh, Chief Minister.

Hon' ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move for leave to introduce the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964).

Mr. Speaker :—There is no opposition to this, then I would now put the question to vote.

Sri Nripen Chakraborty :—Yes, I oppose the motion.

Mr. Speaker :—Opposition ? Then you may make a short statement on this. There will be no debate.

Shri Nripen Chakborty :—I shall not make any statement now, but I simply oppose.

Mr. Speaker :—Then I would put the question. Now I am putting this to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon' Chief Minister for leave to introduce Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No 6 of 1964.)

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

AYES.

As many as are of contrary opinion will please say' 'Noes'.

Noes

Mr. Speaker :—Ayes have it. Ayes have it.

Then the motion is carried The leave to introduce the Salaries and Allowances of Minister (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964) is granted.

(Secretary read the long title of the Bill).

Mr. Speaker :—The Bill is introduced. The leave is Granted. So I would call the Hon' Chief Minister to move for introduction of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964).

Shri S. L. Singh Chief Minister :— Hon' Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to introduce the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964).

Mr. Speaker :—I would not put this Motion to vote. The question is that the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (No. 6 of 1964) be introduced.

Mr. Speaker :—As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

NOES

Mr. Speaker :—Ayes have it : Ayes have it. The Salaries & Allowances of Minister (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964) is introduced.

Bills are being circulated, then I would inform the Hon'ble Ministers and Hon'ble Members that there have been number of printing mistakes and so corrigendum will be issued shortly.

I pass on to the Next item. Next item of Business is Govt. Bisiness-Legislation-Introduction of The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964.

To-day The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964) is to be introduced in the House. I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh (C. M.) :—Hon'ble Speaker Sir, on the rocommendation of the Administrator, I beg to move for leave to introduce The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964.)

Mr. Speaker :--Any opposition ?

Shri Nripendra Chakraborty :—I oppose the Motion and no speech.

Mr. Speaker :—So I would put this to vote.

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

NOES

Mr. Speaker :—Ayes have it : Ayes have it.

Then motion is carried. The leave to introduce The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1064) is granted).

(Mr. Secretary read the long Title of the Bill)

Mr. Speaker :—I shall call the Hon'ble Chief Minister to move for introduction of The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly (Tripura), Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964).

Chief Minister :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommend tion of the Administrator. I beg to introduce The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964).

Mr. Speaker :—I would now put this Motion to vote.

The question is that The Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill 1964 (Bill No. 9 of 1964) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

'AYES'

As may as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'NOES'

Mr. Speaker :—Ayes have it : Ayes have it.

The Salaries and Allowances of Speaker & Deputy Speaker of the Legisltive Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 9 of 1964) is introduced.

(Bills are Circlated)

Mr. Speaker-In this case also the same thing. There are numbers of printing mistakes. So corrigendum will be issued. Now I would take up the next item of business-Govt. Business-Legislation-Introduction of The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill 1964 (Bill No. 8 of 1964).

Next in the List of Business to-day The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No, 8 of 1964) is to be introduced in the House. I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964).

Shri S. L. Singh, Chief Minister :—Hon' ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move for leave to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964).

Mr. Speaker :—If there is any opposition ?

Shri N. Chakraborty :—Yes, I oppose it.

Mr. Speaker :—Yes, then you may make a brief statement.

Shri Chakraborty :—Not now.

Mr. Speaker :—At the time of consideration ?

Mr. Speaker :— Then I put this motion to vote.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon' Chief Minister for leave to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

AYES

As many as are of contrary opinion will please 'Ayes'.

Mr. Speaker :—Ayes have it : Ayes have it.

So the motion is carried.

Mr. Speaker :—The leave to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill 1964 (Bill No. 8 of 1964) is granted.

(Mr. Secretary read the long title of the Bill).

Mr. Speaker :—I would call the Hon' ble Chief Minister to move for introduction of the Salaries and Allowances of Members of the

Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 [Bill No. 8 of 1964].

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommedation of the Administrator, I beg to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assemby (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964).

Mr. Speaker :—I would now put the question

The question is that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'NOES'

Mr. Speaker :—Ayes have it : Ayes have it.

So the motion is carried. The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964) is introduced. (Copies of the Bill are circulated).

Mr. Speaker :—In case of this also the same sort of mistakes will be found, so corrigendum will be issued.

PRIVATE MEMBERS MOTION.

Mr. Speaker :—Then we take up the Next item of Business. I would now request Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A. to proceed to move his motion :—

"WHEREAS widespread prevalance of corrupt practices is reported, whereas the Santanam Committee of the Central Government recommended certain urgent steps to be taken for checking spread of corruption, and whereas the Vigilance Committee set-up by the Government of Tripura, is hardly competant to deal with this problem, this Assembly strongly feels that far more effective measures should be taken to wipe out this monace from the life of people of this Territory in full co-operation with the members of the public."

For consideration of the Motion two hours have been allotted. Names of the Members of both the parties willing to take part in the debate may please be furnished to me.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে পাবলিক ইমপরটান্স এর উপর আমি এই মোশানটা এই হাউসের সামনে রাখছি সেইটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে আজকে জন-

সমাজের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার সামগ্রিক যে চিত্র এই দুর্নীতির রাজত্ব সম্পর্কে, সে চিত্র দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে আমি কতগুলি স্পেসিফিক দৃষ্টান্ত এখানে দেব, জন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিভাবে প্রতিকার হতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা সান্তানম কমিটি বলেছেন যে, যারা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন আগে কংগ্রেস নেতারা বলেছেন যে নিচের তলার যে কর্মচারী তাদের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয় যদি না প্রথমে আমরা উপর তলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করি। এবং আমরা দেখেছি। আমি একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি আমাদের এখানকার সেটেলমেন্ট অফিসার, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে গত ১৯ই জুন ১৯৬৪ তিনি আগরতলায় একটা কাননগো কনফারেন্স ডাকলেন এবং এই যে কনফারেনস ডাকা হল এর আগে কোনদিন এইভাবে কাননগোদের ডাকা হয় নাই। যেদিন এই কনফারেনস হবার কথা সেই দিন পাঁচ মিনিটের মধ্যে কনফারেনস শেষ হল, সেটলমেণ্ট অফিসার তিনি উপস্থিত ছিলেন না তাঁর একজন সেটলমেণ্ট কর্মচারী মিঃ আলি তিনি প্রিসাইড করলেন। কিন্তুমাইনিউট বুকে দেখা গেল যে সেটেলমেণ্ট অফিসার তিনি সেখানে সই করেছেন। তিনি উপস্থিত না থেকেই পাঁচ মিনিটের যে কনফারেনস সেইটার যে মাইনিউট তা স্বাক্ষর করলেন। কেন এই কনফারেনস ডাকা হয়েছিল? ডাকা হয়েছিল এইজন্য যে তার মেয়ের বিয়ে এবং সেখানে সমস্ত কাননগোকে দিয়ে তিনি যৌতুক সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং সমস্ত কাননগো কেউ ঘড়ি দিয়েছেন, কেউ অলঙ্কার দিয়েছেন. কেউ বেডিওসেট দিয়েছেন, কেউ সোফা দিয়েছেন। এইভাবে বিভিন্ন জিনিষ সেখানে মেয়েকে এবং মেয়ের জামাইকে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, গভর্ণমেণ্টের গাড়ি বিয়ের ব্যাপারে এবং পরে অনুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের গাড়ি ব্যবহার করার সম্পর্কে এই সেটলমেণ্ট অফিসার প্রথম করেছেন না। তিনি প্রায়ই কাছাড় যান তাঁর পরে থেকে তিনি মেয়ের বাড়ীতে যান, তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ১৫।১২।৬৪ তারিখে টি, আর, ৩১২ নং সেখানে শ্রীদাম দেবনাথ, ড্রাইভার ড্রাইভ করে নিয়ে গেলেন কাছাড়ে। কি কাজ কাছাড়ে আমাদের সেটলমেণ্ট অফিসারের ছিল সেইটা জানা দরকার? একমাত্র কাজ হল স্ত্রীকে নিয়ে সেই মেয়ের বাড়ীতে যাওয়া গভর্ণমেণ্টের এর খরচে এবং এটা শুধু নয় মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউজের সামনে যে তাঁর টি, এ. র; হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় এই বৎসরে সাত হাজার টাকার উপর, ৭৪০০ টাকার উপরে তিনি এলরেডি নিয়েছেন এবং এই যে টাকা তিনি নিয়েছেন, গত এই কয় বৎসরে তিনি ৭২ হাজার টাকার মত তিনি নিয়েছেন। একজন অফিসার

তার মধ্যে যে হাজার হাজার টাকা টি, এ নেন। কিভাবে নেন? তিনি বিশ মাইল পরে গিয়েই রেষ্ট নেন, যাতে করে সেখানকার ভাতা বাড়তে পারে, সেইজন্য এই নিয়মটা তিনি করেছেন। প্রথমতঃ তিনি কর্ম্মচারীদের পয়সায় খেতেন, নিজের এক পয়সাও খেতেন না। তারপরে চিফ কমিশনার একবার সমালোচনা করায় সেই জিনিষটা তার বন্ধ হয়েছে, কর্ম্মচারীদের পয়সায় এখন আর তিনি খান না। আমরা দেখি কৈলাসহরে তিনি যখন যান তিনি এরোপ্লেনে যান, কয়বার গিয়েছেন তিনি এবং তাঁর গাড়ীটা তাঁকে আনবার জন্য এখান থেকে কৈলাসহরে যায়, অর্থাৎ গাড়ি একবার যাবে আর একবার আসবে, তিনি শুধু একবার আসবেন, তারজন্য এই গাড়ীটা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা দেখেছি ক্লাস ফোর এম্পলিদের অন্যের বাসায় চাকরের কাজ করতে তিনি দেন। প্রফুল্ল রায় বলে সেই রামনগরের ভদ্রলোক এখন জীবিত নেই। তাঁর বাসায় একজন ক্লাস ফোর এমপ্লয়ি তিনি দিয়েছিলেন। আমাদের আণ্ডার সেক্রেটারি শ্রীবাস্তব, তার সঙ্গে খাতির রাখতে হবে কারণ তিনি একজন অফিসার সেখানে একজন ক্লাস ফোর এম্পলয়িকে তিনি দিয়েছেন। নেপোটিজম বা আত্মীয় পোষণ এই ভদ্রলোকের মর্য্যাগত সেইদিক থেকে আমরা দেখি যে দেবব্রত সেন, তার ইলিজিবিলিটি ছিল না এবং শুধু যে তাব ইলিজিবিলিটি ছিল না তা নয এক্স বারও ছিল। তাকে এপয়েন্টমেন্ট করা হল কাননগো হিসবে এবং সেখান থেকে এ, এস, ও, করা হয়েছে কারণ তিনি হচ্ছেন তাঁর শ্যালক এবং এটা তিনি করিয়ে নিয়েছেন মেনিপুলেট কবে তিনি অফিসকে দিয়ে করিয়েছেন, বিভিন্ন ভাবে এই কাজটা তিনি করছেন। সত্যেন নাহা আব একজন আত্মীয় তাকে এই রকম প্রমেশন দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন। ধীরেন দাস এক্জন মেট্রিকুলেইটও না তাঁর খাতিরের লোক, তাকে কাননগো করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে এইভাবে তিনি শুধু নিজের দলের লোকদের ছাড়া ইলিজিবিলিটি যাদের এই সমস্ত পোষ্টে এব জন্য ন্যায় সঙ্গত ভাবে ক্লেইম ছিল সেইগুলি সুপরিবর্তিত করে তিনি তাঁর নিজের খাতিবের লোকদের বিভিন্ন যায়গায় বসিয়েছেন, প্রমোশন দিয়েছেন ইত্যাদি করেছেন। শুধু তাই নয চিফ মিনিষ্টারকে হাতে রাখবার জন্য তাঁর আত্মীয় শ্রীগোপী সিংহকে হঠাৎ রিলিফ থেকে এনে এই ভদ্রলোককে এ, এস, ও, করা হল যদিও তিনি এই কাজ সম্পর্কে, এই আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি কোনদিন রিলিফে এই সমস্ত কাজ করেন নি। তাঁকে এনে চিফ মিনিষ্টারকে হাতে রাখতে হবে সেইটা তিনি বুঝেন, বরাবর তিনি চিফ কমিশনার, চিফ মিনিষ্টার ইত্যাদিকে হাতে রাখবার কাজ ভাল জানেন এবং সেই কাজটা তিনি করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি জানি প্রাইভেট রান এডেড যে সমস্ত স্কুল সেখানে কি রকম দুর্নীতি চলছে। রামঠাকুর পাঠশালার কথা এখন একজন সেক্রেটারি আছেন। সেই ভদ্রলোক আগরতলা মিউমিসিপেলিটির একজন সামান্য একজন কর্মচারী ছিলেন, যাকে পিয়নের পর্য্যায় বলা চলে, যদিও তার যে তিনটা স্কুল আছে রামঠাকুর পাঠশালা নামে একটি ছেলেদের

একটি মেয়েদের আর একটি প্রাইমারী ষ্টেজ সেখান থেকে তিনি এক পয়সাও বেতন নেন না। স্কুলের রিপোর্ট যদি দেখেন তার কোন আয় নাই। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমরা দেখছি সোয়া দুই লক্ষ টাকা স্কুলকে ধার এবং ৫০ হাজার টাকা আরও কলেজকে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর নিজের একটা পাকা শেড আছে, মহারাজগঞ্জ বাজারে যদিও অন্যেরা সেখানে জায়গা বন্দোবস্ত পান না কিন্তু তিনি সেখানে জায়গা বন্দোবস্ত করে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে সেখানে একটি শেড করেছেন। এই যে রিপোর্ট এটা যথেষ্ট একটা লোককে জেলে পুরার পক্ষে কারণ এই টাকা সে কোথা থেকে পেল, সেইটা খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। 'অগ্রগতি' ও 'মানুষের' যে তারিখগুলি আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি সেই সমস্ত তারিখের কাগজ দেখলেই সেইগুলি পাওয়া যাবে। কাজ সকুলের যে সমস্ত হচ্ছে তা টেণ্ডার কল্ করে নয়। সমস্তই এই ভদ্রলোক করছেন আর একটা লোক শচীন পালকে সঙ্গে নিয়ে এবং এই যে কাজ করছেন সেখানে ব্রিক্স কম্ দিচ্ছেন, মাটি কাটার যে হিসাব সেখানে অনেক কম মাটি কেটে বেশী টাকা নিচ্ছেন এবং সিমেন্ট ব্লেক মার্কেট করার কানেকশনে তাকে পুলিশ এরেষ্ট করে। দেখা যাচ্ছে আঠার বাঁধ সি, আই, টি তার মধ্যে ৮ বাঁধ নিয়েছেন ত্রিপুরা সেন্টেল মার্কেটিং সোসাইটি থেকে সেইগুলি এই স্কুলের কাজে কিছু ব্যবহার হয় নাই, সেইগুলি ব্লেক মার্কেটের ঘটনা হয়েছিল। এবং স্কুলের প্রেসিডেন্ট যিনি চিফ্ ফরেষ্ট অফিসার তিনি ১০০ টা শাল পোষ্ট দিলেন সেই পোষ্টগুলির শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৌধুরির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হল তাঁর একখানি পোষ্টও এই স্কুলের কাজে ব্যবহার করা হল না। এবং অডিটে বহু এলিগেশন আছে। কিন্তু এইগুলি শুধু তার আয় নয় তার বড় আয় যেটা ছিল সেইটা হল ছাত্র এবং সকুলের শিক্ষকদের পকেট মারা, যে কাজ তিনি করছেন স্কুলের ছাত্রদের প্রাইভেট করে রেখে। স্কুলে তিনি ভর্তি হতে দেন না এবং সেখানে স্কুলের মাষ্টারদের দিয়ে টিউশনি করাতেন। প্রাইভেট হিসাবে তাদেরকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়াতেন এবং তাদের বেতন মাসিক নিয়ে সেই বেতনের টাকাটা স্কুলে জমা না দিয়ে তাঁর নিজের পকেটে যেত।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৯৬৩ সালে ২০০ ছেলেকে এইভাবে রাখা হয়েছিল, বে-আইনীভাবে, সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ১৯৬০ সাল থেকেই এই ব্যবসাটা তিনি চালাচ্ছেন। ছাত্রদের বুক গ্রেণ্টের টাকা ও আত্মসাৎ করতেন। টেষ্ট বুক শিলেকশন তিনি টিচারদের করতে দেন না, সেইটা নিজে করেন যাতে করে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে টাকা পাওয়া যেতে পারে। টিচার সিলেকশন, বই সিলেকশন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে তিনি কর্তৃত্ব করে সেখানে করাপশন এর রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শিক্ষকদের বলা হত যে কম টাকা নিয়ে পুরা টাকা তোমাদের লিখে দিতে হবে। কারণ আমি এখন সব টাকাটা দিতে পারছি না পরে দেব। তোমাদের লিখে দিতে হবে যে সব টাকাটা

পেয়েছি এবং পরে আর তিনি দিতেন না, যদিও এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট লিখিতভাবে দিয়েছেন যে ভোলাজেরাকে পরের টাকা দেওয়া হবে কিন্তু পরে তিনি দেন নাই। যদি কেহ প্রতিবাদ করে লাথি মেরে তাকে তাড়ানো হত এবং এই হাউসের সামনে মাননীয় স্পীকার স্যার, দেখেছেন যে ৫০ জনের উপর শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী তিনি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাড়িয়েছেন। কারণ হচ্ছে যে তাদের যে নায্য পাওনা, পরিশ্রম করে তাদের যে পাওনা, সেই পাওনার টাকা তারা চেয়েছিল এবং ট্রাইবুনেল বলেছেন বার মাসের টাকা দিতে। ওদের সেইটা পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই। এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজের রিপোর্ট এ বলেছেন যে মাত্র তিন চার মাসের টাকা তারা পেয়েছেন। আজও সেই শিক্ষক সেই টাকা পায়নি, এই কাজ তারা করতে পারে কি করে? কারণ প্রথমতঃ এই স্কুলের যিনি প্রেসিডেন্ট সেই সি, এফ ও, যদিও তিনি সরকারী কর্ম্মচারী কিন্তু এই সমস্ত দুর্নীতির কাজ তিনি সঙ্গে একযোগে চালাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন তার মেইন সোর্স অফ্ প্রটেকশন, সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি প্রটেকশন দিয়ে যান। আর একজন ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার এবং গাইড আছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী। তিনি হচ্ছেন এই ভদ্রলোকের ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার, এণ্ড গাইড এবং তিনি মনে করছেন যে ত্রিপুরায় অতো বড় কোন শিক্ষাবিদ্ আর নাই। আগরতলাতে আর কোন লোক তিনি পেলেন না কলেজ খোলার জন্য। এই রতনে রতন চিনে। তিনিও একজন রত্ন চিনেছেন। কারণ তিনি নিজেও একজন রত্ন। সেই লোকটাকে বের করছেন আগরতলার সুনাম যাতে রক্ষা হয়, আগরতলায় একটা বেসরকারী আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে এবং পারমুটেশন কম্বিনেশন করে গার্লস্ স্কুলের মত বয়েজ স্কুলের মত, প্রাইমারী স্কুলের মত যে সমস্ত লোক কার্য্যটাতে আছেন তাদের পার্মুটেশন অর্ কম্বিনেশন করে এবং কিছু ভাল লোকদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে কলেজটা গঠন করা হয়েছে। সেখানে ৫০ হাজার টাকা সেই ভদ্রলোক দিবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বড়দোয়ালীর একটা বুকলেট অনেকেই দেখেছেন, সেখানকার প্রাক্তন শিক্ষক হারাধন রক্ষিত, তিনি বড়দোয়ালী স্কুলে তিন বৎসর ছিলেন পরে একটা বুকলেট ছাপিয়ে দিয়েছেন। আমি জানিনা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে এটা আছে কিনা। যে কোন রাজ্যে এই রকম একটা গুরুতর অভিযোগ যদি কোন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে থাকে সেইটার তদন্ত হয়। কিন্তু এখানে সেইটা কিছু না। একজন প্রধান শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে যে স্কুলের কাগজ পত্র তারিখ ইত্যাদি বের করে দেখাচ্ছেন যে এই সেক্রেটারী কত বড় দুর্নীতি পরায়ণ লোক, কত হাজার টাকা মাসিক নিয়েছেন, ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন টাকা খরচ না করেই যে তুমি লিখে দাও যে টাকা সব খরচ হয়েছে। এই রকম অভিযোগ তার কোন তদন্ত পর্য্যন্ত এই রাজ্যে হলনা। কারণ এই রাজ্যে তদন্ত যারা করবেন তারা নিজেরাই দুর্নীতি পরায়ণ, এই কাজটা অত বেশী করে করছেন, যে তদন্ত করবার সাহস বা বুকের

পাটা তাদের মধ্যে নাই সেইজন্য এখানকার হোস্টেল এ যে টাকা, এই বোর্ডিং হাউসের যে টাকা সেই টাকা কত খরচ হচ্ছে এবং কত টাকার বিল হচ্ছে সেই সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ আছে সেইগুলি কিছুই তদন্ত হয় নাই। প্রগতি স্কুলের সম্পর্কে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে শুনেছি কোন কেস্ হয়নি, কিন্তু আমরা জানি যে তাদের সম্পর্কে টেরিটরিয়েল কাউন্সিলে আমি নিজে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি, মাননীয় স্পীকার নিজেই সেখানে ছিলেন এবং সেখানে আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হয় কেন না সাবজুডিসড। কোর্টে মামলা না থাকলে সাবজুডিস হয় না। আজকে বলা হচ্ছে যে মামলা কোন দিন ছিল না তা হলে দেখা যায় যিনি চেয়ারম্যান সেখানে ছিলেন তিনি অনেক কথা বলেছেন যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নাই এবং সেইটা ক্রমশঃই প্রমাণ হচ্ছে এই ষ্টেইটমেন্ট এর মধ্য দিয়ে।

সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এ পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। একমাত্র জিপ্ এর জন্য খরচ হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কয় জন মেয়ে সেখানে কাজ করছেন বর্তমানে, তার জবাব ওনারা দিতে পারেন নি, কারণ আমি জানি এই টাকা শুধু কয়জন লোকের পকেটে গেছে এবং সেই সম্পর্কে কোন অডিট নোট তাদের সাহস নাই আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারবেন।

আমি সেন্ট্রেল সোসিয়েল বোর্ড এর যে পাব্লিক একাউন্টস কমিটির মাইনিউটস সেইটা মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পড়ে দিতে পারি। তারা বলেছেন যে একটা অর্গেনিজেশন সরকারের টাকায় চলে অথচ সরকার এর তোয়াক্কাই রাখে না তারা কিভাবে, এই রকম ভাবে টাকা খরচ করতে পারে তার তদন্ত হওয়া উচিত। এই কথা পাব্লিক একাউন্টস কমিটি তারা ১৯৬৩ এর রিপোর্টে বলেছেন এবং সাতগুণ দুর্নীতির রাজত্ব এখানে চলছে। খাদি কেন্দ্র এবং খাদি বোর্ড এই নামে নানাভাবে এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা আনা হয়েছে এই টাকা কোথায় কি ভাবে খরচ হচ্ছে তার রিপোর্ট এখনও আমরা পাই নাই এবং কোনদিন পাব না। জানিনা অডিট নোট অডিটের সমস্ত কিছু এখানে আসবে কিনা। আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কথা এখানে না বলাই ভাল মনে করি; কারণ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতি আজ থেকে নয় এটা হচ্ছে ট্রেডিশনেল। শান্তনম কমিটি এটা সম্পর্কে বলেন নি কিছু, বলেছেন—এটাতো আছেই সমস্ত ষ্টেট এবং সমস্ত অল ইণ্ডিয়া বেসিসে। আমি সেকথা পড়ে বলব এখানকার কথা। আমি শান্তনম কমিটির রিপোর্টের কথা আবার বলছি—তাঁরা বলেছেন যে-আমি কোটেশান দিচ্ছি "allegation against ministers at centre or state should be promptly investigated". এইকথা শান্তনম কমিটির ১৯২ পেজে এই কথা বলা হয়েছে। করাপশন শুড বি স্টবড। সেটা কেন্দ্র থাকুক বা ষ্টেটে থাকুক। এখানে ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টারের কথা আমি বলব। আমি এই

ভদ্রলোককে আমি জানি। আমার পাড়ায় এই ভদ্রলোকের বাড়ী। আমি শুনেছি তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের লোক এবং তিনি একজন দীন কংগ্রেস সেবক। আমি শুনেছি যে তিনি বাজে পয়সা খরচ করেন না বলে তিনি জুতা পড়েন না, তিনি দাড়ি রাখেন, অনেক গল্প শুনেছি তাঁর সম্পর্কে গরীব ঘরের লোক তিনি। এই ভদ্রলোক মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছেন যে আমি এই যে খাদি বোর্ডে কাজ করেছি, আমি তো একজন সেবক আমি তো সেখান থেকে এক পয়সাও নেই নি, তাঁর একপয়সাও আয় ছিল না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষ জানে।

Shri S. L. Singh :—I draw the attention of the Chair in reference of the court, becaus it will be contempt of the court, because court decided in favour of the minister.

Shri N. Chakravorti :—Mr. Speaker, Sir, I have only stated that he has not received any salary from the Khadi, that's all. মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখছি যে এই ভদ্রলোকেই গত কয়েক বছরের মধ্যে একখানি বাড়ী করলেন পাকা বাড়ী এবং আর একখানা বাড়ী তিনি করছেন এবং মোট সম্ভবতঃ লাখ দেড় লাখ টাকা দুখানা বাড়ীতে তাঁর অলরেডি খরচ হয়ে গেছে। এবং তাছাড়া একটা প্রেস তিনি কিনেছেন সেটাও ৫০।৬০ হাজার টাকার কম হবে না খুব কম করে আমি বলেছি। এই যে তাঁর সম্পত্তি হল দুখানা বাড়ী একখানা প্রেস এটা কোথা থেকে হল? সেই বকশীর কথা মনে পড়ে যুগান্তর ৩·১২·৬৩ তারিখের যুগান্তর লিখেছিল যে বকশী ব্রাদারসের ১৯৪৯ সালে একখানা সাইকেল এবং একখানা বাড়ী ছিল। আর ১৯৬৩ তে তার ৪৪ খানা বাড়ী এবং ৯৭ খানা গাড়ী হয়েছে। এবং এই রকম লোকদের কংগ্রেসের মধ্যে যারা এইরকম লোক আছে তাদের সম্পর্কে মিঃ সঞ্জীবায়া স্টেটসম্যান ৮, ৮, ৬৩ দেখবেন, বলেছেন যে কংগ্রেসের মধ্যে পপার ছিল ১৯৪৭ এ যারা ইন ১৯৫৭ হেভ নাউ বিকাম মিলিয়নীয়ারস। সেই সমস্ত কংগ্রেস ম্যান যারা পপার ছিল ১৯৪৭ এ তারা এখন মিলিয়নীয়ার হয়েছেন এটা আমার কথা নয় তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন সম্ভবতঃ সঞ্জীবায়া। তিনি এখন মিনিষ্টার কেন্দ্রের, তিনি বলেছেন। এ, আই, সি, সি, মিটিং এ দাড়িয়ে বলেছেন যে এই হয়েছে কংগ্রেসের অবস্থা। এবং রকম ভদ্রলোকেদের চেহারা সম্পর্কে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা নন্দ, হোম মিনিষ্টার তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন—ষ্টেটসম্যান ১৬. ১০. ৬৩ দেখেন। তিনি বলেছেন যে 'It is impossible to amass wolth through honest mens'. লক্ষ্য করে দেখুন মাননীয় স্পীকার স্যার it is impossible to amass wealth throug honest means. Therefore, it could be assumed that those who have amassed a large amount of wealth had earned it through dis honest means. আমি যদি এটা এপ্লাই করি মাননীয় ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টারের

ক্ষেত্রেতে ইট ইজ ইম্পসিবল টু এসেস ওয়েলথ এবং আমি বলি যে কোন এসেস ওয়েলথ কোন জায়গায় দেখলে আমাকে বুঝতে হবে যে ডিজঅনেস্ট ওয়েতে এটা করা হয়েছে। তাহলে আমি-নন্দ যে কেটাগরী সেই কেটাগরীতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি কি ডিজঅনেস্ট ওয়েতে এই কাজটা করা হয়েছে। সেই ডিজঅনেস্ট ওয়ের আমি একটা হিসাব এখানে ...

Mr. Speaker :—I would point out to the Hon'ble Member that it is the opinion about millionaires, so that cannot be, on this conclusion, cannot be drawn.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, I challenge the statement that has been made by the Hon'ble Member.

Shri N. Chakraborty :—Yes, you find it in statement. You challenge when you get the proof.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে গণরাজ পত্রিকায় যার মালিক হচ্ছেন এই ভদ্রলোক তাতে সরকারকে বললেন যে কোন কাগজে সব বিজ্ঞাপণ দিতে হবে এবং সকলের বেশী বিজ্ঞাপণ এঁরা পেলেন এবং সম্ভবত আমি টোটেল দিইনি সম্ভবতঃ ৫৬-৫৭ থাউজেনড কম হতে পাবে, বেশীও হতে পারে এবং সেটাও এই রিপোর্টে বলা হযেছে যে এটা ইনকমপ্লিট বিল, এখনও সব পাওয়া যায়নি। এই হচ্ছে "গণবাজ পত্রিকা"। উনি নিজে এক হাতে টাকাটা দিচ্ছেন পত্রিকাকে আর একহাতে মালিক হিসাবে সেই টাকাটা নিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইলেকট্রিক হাউস এবং দত্ত কোম্পানী, অমর চক্রবর্তী ইত্যাদি বিভিন্ন কন্ট্রাকটরের খাতা দেখলে দেখা যাবে যে টাকা কোথায থেকে আসে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে খাদি বোর্ড ইত্যাদি তদন্ত করলে পাওয়া যাবে টাকা টাকা কোথায় থেকে আসে। আমি জানি যে শ্রীমান নারায়ণ বলেছেন যে গভর্ণমেণ্ট শুড টেক স্ট্রং একশান ত্রগেনস্ট সাচ মিনিষ্টারস এবং এটা অমৃতবাজার ২০, ৮, ৬৩ একথা বলেছেন এবং শ্রীবিমলা প্রসাদ চালিহা যিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আসামের তিনি বলেছেন যে মিনিষ্টারস শুড বি ফ্রী ফ্রম অল দিজ ফ্লেগ। তিনি করাপশনকে ফ্লেগ বলেছেন এবং আমি আশা করছি যে এই যে আমাদের মিনিষ্টার তাঁর এসেটস কোথা থেকে এল, কিভাবে হল এবং তাঁর সেই হিসাব তিনি জন-সাধারণের কাছে দিবেন, আমাদের হাউসের কাছে দিবেন এবং সেটা আমরা দাবী করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, তিনি একবার বলেছিলেন যে সেভ দিজ মিনিষ্টারস কারণ সেখানে গাঁজার ব্যবসায়ের সংগে সম্পর্কিত একজন মন্ত্রী আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আমি এখানে অন্যান্য মন্ত্রীদের অনুরোধ করব যে এই মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁবা সেভ করুন এবং সেভ করার জন্য আমি বলছি এই সমস্ত

তাঁর যে বিবরণ সেগুলি এখানে তাঁরা দিবার চেষ্টা করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে আরো অনেক অভিযোগ আমাদের কাছে রয়েছে। সেই সমস্ত অভিযোগ হচ্ছে কো অপারেটিভ সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটি কথা বলছি (এট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট।) I will speak afterwards.

Mr. Speaker :—There are some other members to speak, but we have limited time.

Shri N. Chakraborti:—We have no other spokesman. I would ask for this favour. I am not demanding anytaing, because this is an important matter and I could not complete.

Mr. Speaker :—I will allow you some more time after the recess.

The house stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker :—The discussion is to continue, I would call on Sri Nripendra Chakraborty to continue.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে motion র কথা বলছিলাম তার ২-১ টি দৃষ্টান্ত আমি দিতে চাই। সদর নবগ্রামে আমাদের একটি Higher Secondary School হচ্ছে এবং সেই স্কুলটির তৈয়ারী করার contract জিতুদত্ত নামে কোন একজন contractor কে দেওয়া হইল এবং তাদের scheme র Iron rods এবং ইট ইত্যাদি Govt থেকে supply করার কথা, ও supply করা হচ্ছে। দেখা যায় যে সেই কাজের সিমেন্ট প্রমোদ সাহা, চিত্ত শর্ম্মা এদের রিক্সায় করে শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্তী contractor, congress secretary, তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার বাড়ী তৈয়ার করার জন্য, ঐ স্কুলের সঙ্গে তার বাড়ী, বেশী দূরে নয়, নরেশ ঘোষ নামে একজন সেগুলি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেগুলি দেখেছেন উমেশ দাশ, অগ্নি শর্ম্মা, ওমর চান্দ শীল প্রভৃতি। সেই cement দিয়ে congress secretary র বাড়ী তৈরী হচ্ছে, cogress secretary র যে খারাপ ইট সেগুলি দেওয়া হল সেই school কে যদিও congress secretary আমাদের ইট দেওয়ার কোন contract উনি নেন নাই। তবুও তার বাড়ীর ইটগুলি দেওয়া হল এবং company যার ইট Central Govt. Central P. W, D. I mean, সেগুলি তারা বাতিল করে দিয়েছিল Airport এ। সেই সমস্ত বাতিল ইট দিয়ে আমাদের সেই স্কুল করা হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সমস্ত অভিযোগ আমরা সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়েছি। কিন্তু কি তদন্ত হয়েছে, কি ব্যবস্থা সেখানে হয়েছে, সেগুলি আমরা এখনও জানি না। P. W, D. সম্পর্কে অনেক case আছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের Chief Minister স্বীকার করেছেন যে অনেকগুলি রাস্তা সেগুলি P.W.D. বইয়ে নেওয়া হয় নি। তা আমরা জানি যে Election র আগে একটা meeting এ সেখানে

কয়েক লক্ষ টাকার কাজ করা হয়। তারপর Election শেষ হওয়ার পর, তিনমাস পরে বলা হল সমস্ত কাজ বন্ধ রাখ। একটা circular দিয়ে P.W.D.র সে সমস্ত কাজ বন্ধ হয় এবং যারা কিছু কিছু কাজ করেছেন তাদের payment দেওয়া সম্পর্কে একটা Date fixed করে দেওয়া হল যে ঐ তারিখের মধ্যে যাতে সব payment নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দেখা গেল, সেই সমস্ত রাস্তার অনেকগুলির কাজ না করে payment দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য বলা হয়েছে, এগুলিকে Election এর রাস্তা অর্থাৎ এই সমস্ত রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই অথচ Govt এর pocket থেকে অধিকাংশ টাকা গিয়েছে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা জানেন। Territorial Council Election এর পূর্ব্বমূহূর্তে তাদের standing committee র meeting হয়, সেই standing com nittee তে এগুলি তারা পাশ করেছিলেন এবং পরে তার report আমরা দেখেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি আরও অনেক কেলেঙ্কারীর কথা, Bhowmik & Sarkar bricks এর contract নিলেন, bricks তারা দেবেন আমাদের border এর হৃষ্যমুখ ইত্যাদি রাস্তা sollingএর জন্য, সেই border আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন যে আঞ্চলিক রাস্তা, অত্যন্ত জরুরী রাস্তা, তারা তার কয়লা বিক্রি করে দিলেন। বিক্রি করে দিয়ে তারা ইট তৈয়ার করলেন না, তারপর সে রাস্তা পড়ে থাকল, যার soleing নেই। তারা বলে থাকেন যে তারা দেশ রক্ষার জন্য অনেক কিছু করছেন, কিন্তু আমি দেখছি আমাদের বর্ডারের রাস্তা হচ্ছে না তাদের দুর্নীতির জন্য, এ লোকগুলিকে এখানকার কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের সেই সমস্ত চুরি, আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, Cement ওরা কি ভাবে চুরি করে, সেগুলি আমি — ধরিয়ে দিয়েছি। মাননীয় স্পীকারের নিশ্চয়ই মনে আছে, যে ওদের অনেকগুলো culvert ভেঙ্গে আবার তৈয়ারী করতে হয় তাদের সেই সমস্ত চুরি ধরা হয়। কাজেই আমি তদন্ত চাই যে কিভাবে তারা আমাদের কয়লা চুরি করে বিক্রি করেছেন। মাননীয় স্পীকার Sir, license দেওয়া হয় বীরেন্দ্র বণিক, এবং citizen pen বলে একটি কলমের মালিককে। বিভিন্ন license দেওয়া হয়েছে, আমি শুনেছি Import license ও অনেক কিছু ওদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওরা এখানে কিছু কারবার করে না, ওরা কলকাতায় এই সমস্ত কিছু আমদানি মাল বিক্রি করে দেয় এবং আমাদের ত্রিপুরার নামে এই সমস্ত জিনিষ আসে মাত্র। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ তার থেকে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। C. I. sheet এসেছে। steel এসেছে এটা দুঃখের কথা যে আমাদের যারা কামারের কাজ করেন তারা আমার কাছে বলেছেন যে আমরা Control rateএ কোন লোহা পাইনা আমাদের চোরাই বাজার থেকে লোহা কিনতে হয়। আমাদের যে সমস্ত ছোট ছোট firm আছে যারা লোহা লক্কড়ের কাজ করেন, তারা আমাকে বলেছেন যে আমাদের নামে আমরা শুনেছি অনেক steel

ত্রিপুরায় আসে কিন্তু সেইসব steel তো আমরা চোখেও দেখিনা। অথচ আমরা দেখি এই সমস্ত C. I. sheet এখানকার রাধারাণী ভাণ্ডারে বিক্রি হচ্ছে। আপনি কত C. I. sheets চান, চলুন সেই রাধারাণী ভাণ্ডারে যদি আপনারা order দেন, বহু লোক খোয়াই থেকে নিয়েছেন। সেখান থেকে কি করে নিতে হয় তা তারা জানেন এবং তারা কোথায় থেকে C. I. sheets পান সেটা ওরা বলতে পারবেনা, কিন্তু Black market এ C, I. sheet যত খুশী ওরা দিতে পারেন। আমি জানি যে এই সমস্ত করে শ্রীমৃনাল মজুমদার যিনি এখানকার Directer ছিলেন তিনি দুইখানা বাড়ী করেছেন। কি করে তিনি বাড়ী করলেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন, তার তদন্ত হওয়া দরকার। কিন্তু সেই তদন্ত এখানে হয় না। মাননীয় স্পীকার, Sir, যে সমস্ত জিনিষপত্র আমাদের এখানে quotation এ কেনা হয়, আমি দেখেছি Medical Dept এ, আমি নিজে আপত্তি করেছি Territorial Council এর আমলে, যে হাজার হাজার টাকা quotation এর উপরে কতগুলো firm এর fixed একটা list আছে তাদের কে দেওয়া হয়ে থাকে। যদি কেউ C. F. R. দেখে থাকেন সেখানে দেখবেন যে দুই হাজার টাকার বেশী quotations এ মাল কেনা নিষেধ। সেখানে বাধ্যতা মুলক Tender call করতে হবে। যে list টাতে quotation হয় সেইগুলো Revised হওয়া দরকার। সেই সমস্ত firm এর যে কতখানি integrity আছে সেগুলো দেখা দরকার। সেইগুলো scrutinise করা হয় না এবং এই সমস্ত কাজ ওরা করেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার medicine ওরা কিনেছেন লক্ষ লক্ষ টাকার instrument ওরা কিনেছেন বিভিন্ন দপ্তরে এবং সেগুলো ঐ quotation এর উপরে ওরা কিনেছেন। আমাদের এখানে Account keep করা সম্পর্কে, রাখা সম্পর্কে যে মন্তব্য Public Acconts Committee এখানে করেছে সেটা আমি একটু পড়ে শুনিয়ে দিতে চাই। ত্রিপুরার Assembly র Member দেরও তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। "Committee regreted that there was lack of proper system of accounting in the Tripura Administration and we call for vigorous step to improve it". এটা হচ্ছে Hindnstan Standard 5-3-64 র খবর যদি আপনারা দেখবেন যে ত্রিপুরার account keeping এর কোন বালাই নেই এটা যেমন খুশী তারা করছেন committee, আমি জানতে চাই, এর পর এ সম্পর্কে vigorous step কি কি নেওয়া হয়েছে to improve the possition. সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা আমাদের জানাবেন। Co-operative গুলো সম্পর্কে, Refugee co-operative গুলো সম্পর্কে আমি শুনেছি যে একটা enquiry করার কথা তারা এই House এ বলেছিলেন। আমি আগরতলা শহরের ৩ খানা বাড়ীর দিকে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একখানা হচ্ছে শ্রীপ্রবোধ করের যিনি যোগেন্দ্র নগর বলোনীর supervision ছিলেন ৫০

হাজার টাকা খরচ করে একখানা বাড়ী আমার পাড়াতে তিনি করেছেন। ১৩০ টাকা বেতনের একজন superviser এবং যোগেন্দ্র নগর কলোনীতে তিনি কাজ করেন আমরা চোখের সামনে দেখেছি, তার পক্ষে ৫০ হাজার টাকা খরচ করে একখানি বাড়ী তৈরী করা কি করে সম্ভব হল সেটা তদন্ত করা প্রয়োজন। অথচ আমরা দেখেছি যে এই ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের Development Minister তারা কতবার গিয়েছেন ঐ যোগেন্দ্রনগর কলোনীতে, ওকে আশ্রয় দিয়েছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাকে দুধ দিয়ে পোষণ করেছেন। এবং সেই ভদ্রলোক ওদের কাজ করতেন, ওদের ভোট সংগ্রহ করে দিতেন এবং এটার জন্য ঐ টেরেসিং এর টাকা, ঐ co-operative এর টাকা, লাখ টাকা, দু' টাকা নয়, সেগুলোর কোন হিসাবপত্র না দিয়ে যখন বেকায়দায় পড়লেন তখন ওরা তাকে পরামর্শ দিলেন "মশাই resign করে বাঁচুন। নতুবা আপনাকে আর রক্ষা করতে পারবো না।" এর পরে এই ভদ্রলোক resign করলেন। আর একজন superviser যিনি হচ্ছেন জিরানিয়া শচীন্দ্র নগর কলোনীর superviser। তিনিও ৫০ হাজার টাকা দিয়ে নেতাজী স্কুলের সামনে একখানা বাড়ী করলেন। তার বেতন ও ১৩০ টাকা, তিনিও সেই Co-operative এর লক্ষ টাকা মেরে দিয়েছেন এবং audit report এ আমি সেটা দেখাতে পারি যে তার সম্পর্কে, সেই Co-operative সম্পর্কে কত আপত্তি জনক কাজ, সেই গাড়ী বিক্রি থেকে আরম্ভ করে কত মন্তব্য করেছে। ঐ ভদ্রলোক তিনি সেখানকার যারা সৎ, যারা refugee, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি দিয়েছেন। এবং শ্রী ফণী মজুমদার তখনকার Director এর পোষ্যপুত্র ছিলেন। ঐ যে ফণী মজুমদার Director তার সম্পর্কেও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ তিনি একখানা palace তৈরী করেছেন। সেই palace খানা তৈয়ার করেছেন আমাদের কুঞ্জবনের ঐখানে। তিনিও একজন Director, কি করে এত বড় asset করলেন তার একটা list ওরা চেয়েছেন কিনা সেটা আমাদের দেখা দরকার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার সময় খুব কম আছে। আমার আর যে দুই একটি কথা আছে সেগুলো আমি বলি যে সদাচার সমিতি ওরা কেন চাচ্ছেন না। এখানে আমি দেখেছি যে এই Santanam Committee বলেছেন public এর তরফ থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আসে সেগুলো আমাদের দেখার মত একটা সংগঠন থাকা দরকার। সারা ভারতবর্ষে সদাচার সমিতি হতে পারে, পশ্চিম বাংলায় পর্য্যন্ত সদাচার সমিতি হতে পারে কিন্তু এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সদাচার সমিতি এখানে হবে না। দেখা যাচ্ছে ওরা এখানে সদাচার সমিতি হতে দেবেন না। এর কারণ আমরা বুঝতে পারছিনা এখানে special police Establishment এর কোন বালাই নেই। ওরা ঐ সমস্ত case special police Establishment এর কাছে দেন না, এখানকার P.W. D-র work, Cement পড়ল কিনা, এখানকার A. A. Road তারমধ্যে কতটুকু specification অনুসারে কাজ হয়েছে

সেগুলো দেখবার জন্য যে special cell আছে central Govt. এর। সেই special cell এখানে আসবার জন্য এখানকার Govt. ডাকেন না। সেগুলোর দিকে ওরা তাকান না। ঐখানে শান্তনম কমিটি P. W. D. সম্পর্কে, তার কাজ সম্পর্কে যা কিছু তার যে corruption এর রাস্তাগুলো দেখিয়েছেন। আমি দেখছি এ যেন ত্রিপুরা সম্পর্কে লিখছেন, একেবারে "A" to "of" একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। যেমন tender control থেকে শুরু করে একেবারে সবগুলো যেন ত্রিপুরার P.W.D এর একখানা ছবি। এবং ওরা বলেছেন কিভাবে P.W.D code বানানো দরকার। যেমন ওরা বলেছেন যে যারা contractor, তাদের টাকার হিসাব রাখতে হবে, কিভাবে ওরা টাকা খরচ করেন তার হিসাব দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে আমি যাচ্ছি না time লাগবে। কিন্তু সেই P. W. D. code পরিবর্ত্তন করা দরকার। সেটা ওরা করছেন না, contractor দের grade করা ইত্যাদি সেই সমস্ত কাজ ওরা করছেন না। মাননীয় স্পীকার, Sir, আর শেষ একটা জিনিষ বলব, সেটা হচ্ছে টাকা—বড় বড় লোকের কাছ থেকে, contractor ব্যবসায়ী ইত্যাদি কাছ থেকে নেওয়া সম্পর্কে এই শান্তনম কমিটি কি বলেছেন—' Derire to resolve to shortcuts through collections of large donation constitute major source of corruption" এটা বলেছেন page 104 সেখানে বলেছেন যে দু' চার পয়সা করে চাঁদা যারা নেয় না, যারা short cut করে বড় বড় চাঁদা নেয় এইটা হচ্ছে corruption এর বড় রাস্তা। আপনারা দেখেছেন যে সিরাজুদ্দিন কোম্পানী থেকে কংগ্রেসের নেতারা কত বড় বড় টাকা নিয়েছিলেন এবং তার শাস্তিও তারা পেয়েছেন। এখানে আমরা দেখছি কংগ্রেস ভবন তৈরী করার জন্য মদন লাল চৌধুরী দিয়েছেন ৫০০১ টাকা।

কানাইলাল সাহা দিয়েছেন ৫০০১ টাকা, ভূতোরিয়া ব্রাদার্স দিয়েছেন ৫০০০ টাকা, মাখনলাল সাহা দিয়েছেন ২০০০ টাকা, অমরচাঁদ চোপরা দিয়েছেন ১৫০০ টাকা, প্রফুল্ল চন্দ্র পাল ১০০০ টাকা, সুধাংশু বিশ্বাস দিয়েছেন ১০০০ টাকা। কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য দিয়েছেন ১০০১ টাকা, Planters Airways দিয়েছেন ২০০০ টাকা, বারীন চাটার্জী দিয়েছেন ১০০০ টাকা, সূর্য্যকান্ত পাল দিয়েছেন ২০০১ টাকা, ধীরেন্দ্র বণিক, ঐ যে রাধারাণীর কথা বললাম তার মালিক, দিয়েছেন ১০০০ টাকা নগেন্দ্র সাহা দিয়েছেন ১০০১ টাকা, প্যারী মোহন বণিক দিয়েছেন ১০০১ টাকা, ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহা ১০০১ টাকা, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১০০১ টাকা, বীরেশ লস্কর চৌধুরী ১০০১ টাকা, যজ্ঞেশ্বর সরকার দিয়েছেন ১০০১ টাকা, ত্রিপুরা মটর ওনার্স এসোসিয়েশন ১০০১ টাকা, অনিল রায় চৌধুরী ১০০১ টাকা, ফনিভূষন পাল ১০০১ টাকা, তিনি আরও ১৫০০ টাকা দেওয়ার promise করেছেন, শম্ভু মুখার্জী ৫০১ টাকা, জিতু দত্ত, ঐ যিনি নবগ্রাম স্কুলের contract পেয়েছেন, ৫০০ টাকা, শিবচরন দে ৫০০ টাকা,

তারক সাহা ৫০১ টাকা, সেন্টু গাঙ্গুলী ৫০১ টাকা, দেবেন্দ্র মুখার্জী ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা promisd, রাখাল বর্দ্ধন ২০০টাকা। এটা হচ্ছে রুদ্রবীণার 19/6/64 র report. এটার নাম হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই যে সনামধন্য লোকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তার সবাই আমি বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ যারা সুপরিচিত কুখ্যাত লোক বলে সেই সমস্ত লোকদের কাছ থেকে তারা টাকা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে, তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, এটা কেউ আশা করেনা। যার জন্য একে বলা হয়েছে Major source of corruption মাননীয় Speaker Sir, আমি আশা করব এবং আমি দেখছি এই কংগ্রেস রাজত্বে, কংগ্রেসী লোকদের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশী তদন্ত হচ্ছে। এটাতে লজ্জারকিছু নেই। এখানেও তারা পুলিশী তদন্ত করাতে পারেন তাদের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, ওদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে এবং যে vigilance comittee করা হয়েছে, সেটার পরিবর্ত্তন দরকার। Chief vigilance officer এরকাছে আমি নিজে complaints রেখেছি ; তার কোন acknowledgement পর্য্যন্ত নেই। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের নিকট চিঠি দিলে তার পর্য্যন্ত acknoledgement হয়। কিন্তু এই রাজ্যে chief commissioner, chief minister, chief secretory র কাছে চিঠি দিলে তার acknowledgement হয় না। আমি corruption এর case দিয়েছি, ঐ chief vigilance officer এর কাছে। সেই চিঠিটা পেয়েছেন কিনা সেটা acknowledge করতেও তিনি রাজি নন। কাজেই এই লোক দিয়ে corruptionএর বিরুদ্ধে যদি fight করতে হয় তাহলে তাকে আরও একটু সতর্ক করে দিতে হবে। পত্রিকা ইত্যাদিতে যে report বের হয়, সেগুলির প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে, Committee পুনর্গঠন করতে হবে। Public organisation সদাচার সমিতির মত সমিতি করতে হবে। গ্রেসামস 'ল' যারা পড়েছেন, অনেক অর্থনৈতিকবিদ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আছেন, তারা যে "Bad money drives away good money". কাজেই যারা এখানে সৎ কংগ্রেস আছেন তাদের তাড়িয়ে অসতগুলো মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সৎ কংগ্রেস লোকদের এটা মনে রাখা দরকার এবং এই যে গ্রেসামস 'ল' কংগ্রেসের মধ্যে work করছে তার বিরুদ্ধে তাদেরও চাচ্ছি আমি, আমার সঙ্গে দাঁড়াবেন, প্রতিবাদ করবেন, ঐ সমস্ত লোকগুলো, যে সমস্ত অসৎ কংগ্রেসের লোকগুলো আজকে মাথায় উঠেছে সৎ কংগ্রেসের লোকগুলো যারা এখন বসে পড়েছেন যারা demoralised হচ্ছে তাদের সহযোগীতা চাই। আমি জানি যে এমনকি S D O বা অন্যান্য বড় বড় অফিসার আছেন তারা পর্য্যন্ত corrupt practicesএর বিরুদ্ধে কাজেই আমি আশা করছি আমার বন্ধু অনেকে যারা এই corruption এর বিরুদ্ধে fight করবেন, এই House এর বাইরে লক্ষ লোক আছেন যারা এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের ঝেঁটিয়ে আমাদের administration থেকে, আমাদের Ministry থেকে বের করে দেবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :--I would call on Shri Krishnadas Bhattacharjee.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ত্রিপুরার corruptian সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিলেন তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি settlement Deptt. সম্পর্কে কতকগুলো অভিযোগ এনেছেন। settlement সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো এনেছেন সে বিষয়ে আমার জানা নেই। যদি সেগুলি সত্যি হয় তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে বলে আমি আশা করি। রামঠাকুর পাঠশালা সম্পর্কেও কতকগুলো অভিযোগ এনেছেন তাতে দেখতে পাই যে Secretary এবং president এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাদের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তাতে আমি জানি যে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কোন টাকা রোজগার করার ইচ্ছা আছে বলে আমি মনে করি না। যদি কোন irregularity হয়ে থাকে যা তিনি Audit Report এ আছে বলে বলেছেন, সেটা হয়ত করেছেন কোন public interest এ, এবং দেখা যাচ্ছে যে রামঠাকুর পাঠশালার যিনি secretary তিনি একটি High school গড়েছেন, একটি Girl school করেছেন এবং একটি College করতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং ৫০,০০০ টাকা দেবেন বলে promise করেছেন। সে সম্পর্কে ও এখানে আলোচনা হয়েছে। ৫০,০০০৲ টাকা তিনি কি ভাবে দেবেন, কোথা থেকে দেবেন সেটা তিনিই জানেন। এ সম্পর্কে একটা বিরূপ মন্তব্য করা আমাদের মাননীয় সদস্যের পক্ষে উচিত হয় নি। কারণ যার নামে কলেজটি করছেন তার নামে ৫০,০০০৲ হাজার টাকা তোলা খুব বেশী কঠিন বলে আমার মনে হয় না। ৫০,০০০৲ টাকা তিনি দিতে পারবেন, তার জন্য তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা উচিত বলে আমি মনে করি না। শাল পোষ্ট Forest Deptt. থেকে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ এসেছে তা হয়ত তিনি করতে পারেন। কারণ যখন শাল পোষ্ট নিয়েছিলেন তখন হয়ত একটা কাচা ঘর করার পরিকল্পনা ছিল। পরে যখন বিভিন্ন ভাবে grant পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন তারা হয়ত তাদের যে plan ছিল তা বদলে ফেলেছেন এবং সে টাকা construction করার…

(INTERRUPTION)

সেটা royalty ছাড়াও হতে পারে, Forest Deptt ইচ্ছা করলে royalty ছাড়াও দিতে পারেন। যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন যে এখন তারা এইটা পাকা দালান করতে পারবেন এ রকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন যদি সেই materialটা বিক্রী হয়ে থাকে তাহলে সেটা কোন অন্যায় নয়, সেটা কোন বিধিতেই অন্যায় বলে গণ্য করা যেতে পারে না। দুই লাখ টাকা loan দিয়েছেন বলে মাননীয় সদস্য বলেছেন। দুই লাখ টাকা প্রকৃতপক্ষে চাঁদা

করে বা কর্জ্জ করে খরচ করেছেন, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যদি কোন বিরূপ ভাব মনে নিয়ে থাকেন তবে সেটা সঙ্গত হবে না। কারণ দুই লাখ টাকা যদি তিনি সংগ্রহ করে থাকেন তবে সেটা তিনি ব্যক্তিগত কাজে খরচ করেছেন কিনা সেটা দেখা উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি যে টাকাটা loan হিসাবে দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন এই টাকাটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে loan দেই নি। Loan হিসাবে যে একটা Accounting committee হয়েছে এই সম্বন্ধে যখন objection উঠে তখন তিনি বলেছেন যে এই টাকাটা আমি ফেরত নেবনা, সেটা আমি উঠায়ে নিতে পারি। Accounting procedure এ হয়ত এটা উঠেছে, কিন্তু এ টাকার উপর আমি কোন স্বত্ব করিনা। তিনি লিখে দিতেও রাজী হয়েছেন এবং বলেছেন এই টাকাটা আমি কোনদিন নেব না, সেটা থাকবে স্কুলের কাজে এবং দু' লাখ টাকা জমা আছে, তা হয়ত দু' লাখ হতে পারে বা তার থেকে কমও হতে পারে। এবং তার যে খরচ আছে, corresponding expenditure সেই expenditure টা justified কিনা সেটাও দেখা দরকার। যদি সেই expanditure টা justified থাকে তা'হলে সেটা misuse হতে পারে, বলা যায় না এবং তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ দেখা গিয়াছে যে রামঠাকুর পাঠশালার যে Building সেই Building P. W. D. থেকে valuation করে তাতে যে টাকাটা actually রামঠাকুর পাঠশালা খরচ করেছে এই Building এ তাতে P. W. D. র হিসাবে আরও বেশী হয়। সেটা P. W. D র Engineer পরীক্ষা করে দেখেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে misuse of money হয় নি সেখানে, এ দিক থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা সঙ্গত বলে আমি মনে করিনা। যে লোকটি নাকি পরিশ্রম করে একটা High school দাঁড় করিয়েছেন, একটা Girl school দাঁড় করিয়েছেন, এবং ঐ এলাকায় প্রভূত উপকার করেছেন এবং একটা College ও করতে আছেন। তার কত বড় sacrifice সেটা মাননীয় সদস্য সকলের জানা উচিত। তারপর Development Minister এর উপর ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছেন, ওনার বাড়ীর সামনে মাননীয় Development Minister বাড়ী করেছেন, প্রবোধ কর ও ওনার বাড়ীর নিকটে বাড়ী করেছেন সৌভাগ্য ওনার যে—

Shri K. Bhattacherji :—ওনার বাড়ীর সামনে তাঁরা করেছেন এবং ওনাকে দেখিয়ে করেছেন হাঁ আমি বাড়ী করছি। তা হলে বুকের পাটা আছে বলতেহবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দু' লাখ টাকা খরচ করে বাড়ী করেছেন, তিনি কোথা থেকে হিসাবটা পেলেন আমি তা বুঝতে পাচ্ছিনা। অবশ্য বাড়ীর কাছে দেখে তিনি অনুমান করেছেন কিনা বুঝতে পারলাম না যে ওতে দু' লাখ টাকা খরচ হয়েছে এবং ওনার নিজেরও একটা বাড়ী তিনি করেছেন পাশেই, তাতেও কত খরচ হয়েছে তা তিনি নিজেই জানেন, সে দিকে হিসাব করে বাড়ীতে দু' লাখ টাকা খরচ করেছেন কিনা বা খরচ হতে পারে কিনা সেটা মাননীয় সদস্য.....

Opposition :— আমাদের তো ছনের ঘর, অত টাকা লাগে না।

Shri K. Bhattacherji :—তারপর মাননীয় সদস্য আর একটি কথা বলেছেন যে মাননীয় Dovelopment Minister দু' খানা বাড়ী করেছেন, দু' খানা বাড়ী কোথায় আছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একখানা বাড়ী বোধ হয় ওনার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে। আর একটি বাড়ী উনি কোথায় বলেছেন আমি তাহা ঠিক বুঝতে পারছিনা।

Opposition :—গাছ তলায়।

Shri K. Bhattacherji :— গাছতলায় থাকার মত অবস্থা মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রীর নয়। মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী ত্রিপুরার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। সুতরাং গাছ তলায় থাকার মত অবস্থা মাননীয় উন্নযন মন্ত্রীর ছিল না। আপনারা তা ভাল করেই জানেন যে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। আর একটি কথা বলতে পারেন যে ওনাদের যৌথ পরিবারের যে জায়গাটা সেখানে যে একটি নূতন বাড়ী দেখা যাচ্ছে সেইটার কথা হয়ত বলতে পারেন, কাজেই যৌথ পরিবার করেছেন কিনা, ওনাব ভাই করেছেন কিনা, বা তিনি করেছেন কিনা এ সব তথ্য না জেনেই তিনি মন্তব্য করলেন যে মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী দু'খানা বাড়ী করেছেন। সুতরাং সেগুলো অনুসন্ধান কবে ওনাব বলা উচিত ছিল। তারপব বাড়ী কোথেকে করেছেন তার হিসাব তিনি চেয়েছেন যে জনসাধারণের কাছে তার হিসাব দেওয়া প্রয়োজন হিসাব যেখানে আইনত দেওয়ার সেখ নে তিনি তাহা দিযেছেন। Govt. এব কাছে তার বাড়ীর হিসাব, তার আয়ের হিসাব সমস্ত কিছুব হিসাব যেখানে দেওযা দবকার সমস্ত কিছু তিনি দিযেছেন, আবার party র দিক থেকেও যেখানে দেওযাব দবকাব সেখানে তিনি দিয়েছেন। সুতরাং সেই জিনিষটা মাননীয় সদস্যদের কাছে দিতে হবে এই রকম কোন আইন নেই। তারপর তিনি বলেছেন যে court এ গিয়ে বলে এসেছেন আমি বোর্ড থেকে টাকা নেইনা, অথচ এখানে বাড়ী করেছেন, তবে কি মাননীয় সদস্য বলতে চান যে মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী court এ গিয়ে অসত্য কথা বলে এসেছেন? মাননীয উন্নযন মন্ত্রী কোর্টে গিয়ে যে কথা বলে এসেছেন যে সেই period এ তিনি বোর্ড থেকে টাকা নেননি। সেই period এ তিনি টাকা নিয়েছেন সেটা মাননীয় সদস্য প্রমাণ করতে পাববেনা কোন মতেই পারবেনা এটা আমি challange করেই বল'ছ। Shri K. Bhattacharjee:— এবং সেই period এ তিনি টাকা নেন নি বলেছেন।

Shri N. K. Chakraborty :—আমি নেন নি ই বলেছি।

Shri K. Bhattacharjee :— নেন নি-ইত। আপনি মনে করেছেন যে নেন নি বলেছেন অথচ নিয়েই এ বাড়ীগুলো করেছেন। এটাই মাননীয় সদস্যের বলার ভঙ্গি সিল। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি যদি মাননীয় সদস্যের বলার ভঙ্গিটি বিচার করেন তাহলে দেখতে পারবেম ওনার বলায় ভঙ্গিটি এই রকন যে মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী বলে এসেছেন যে আমি টাকা নেইনি কিন্তু বাড়ীটা করেছেন। যদিও বোর্ড থেকে তিনি থাকা নেননি। খাদি

বোর্ড একটা semi Govt. Institution এর মতো, সেখানে হিসাব যাচ্ছে, একটি অফিসে নয়, বহু অফিসেই হিসাব দাখিল করতে হয়, ওদের যে salary দেওয়া হয় প্রত্যেকের নামে নামে salary statement বহু অফিসেই পাঠাতে হয়, সেটা মাননীয় সদস্যের অবশ্য জানা আছে। যদি salary statement গুলো kindly দেখেন গিয়ে, এবং কোন অফিসে পাঠাতে হয় সেটাও যদি তিনি জানতে চান তাহলে আমি Assembly র বাহিরে গিয়ে সেটা বলতে পারবো। সেখানে তিনি দেখুন গিয়ে যে উন্নয়নমন্ত্রী খাদি বোর্ড থেকে টাকা নিয়েছেন কিনা বা এ জাতীয় কোন record আছে কিনা। তারপর আর একটি কথা বলেছেন যে মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী বহু ধন সম্পত্তি করেছেন তার প্রমান স্বরূপ বলেছেন "বিজ্ঞাপন"। পত্রিকা থাকলেই বিজ্ঞাপন পাবে। কোন পত্রিকা বলেতে পারবেনা যে তারা বিজ্ঞাপন পায় না। বিজ্ঞাপন পাবেনই এবং বিজ্ঞাপনের একটা principle নেওয়া হয়েছে এবং সেটা আগেই নেওয়া হয়েছে যে দৈনিক পত্রিকাগুলি preference পাবে, তারপর Half Weekly. Weekly, monthly, এভাবে একটা principle নেওয়া হয়েছে যে কারা বেশী বিজ্ঞাপন পাবেন। তারপর যদি মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী যে পত্রিকার মালিক সেখানে যদি একটু বেশী বিজ্ঞাপন থাকে, সেটা undue previlege নেওয়া হয়নি। ত্রিপুরার দৈনিক পত্রিকা হিসাবে যেটুকু ওনার পাওয়ার দাবী তা তিনি পাবেনই, তিনি উন্নয়ন মন্ত্রীই হউন বা সাধারণ যে কোন ব্যক্তিই হউন। সুতরাং সেটা পাওয়া যদি অন্যায় হয় তা ওনাদের মতে হতে পারে কিন্তু সেটা আমাদের মতে নয় বা আইনেও তাহা হতে পারে না। তারপর বিজ্ঞাপন কি পেয়েছেন না পেয়েছেন তার একটা হিসাব তিনি দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারিনা কোত্থেকে হিসাবটী নিয়েছেন ওনারা, তবে ৫৭ হাজার না কি একটা বলেছেন। যাহাই হউক এটা কত বৎসরের প্রাপ্তি আমি ঠিক জানিনা। ওনার বোধ হয় কয়েক বৎসরের প্রাপ্তির হিসাব একটা figure এ দেখিয়েছেন। উনি যেটা পান তার Statement ওনাকে দাখিল করতে হয়। পত্রিকা হিসাবে বা business, হিসাবে যে return ওনাকে দেওয়ার, regularly তার return দেওয়া হচ্ছে এবং কত টাকা তিনি বিজ্ঞাপন থেকে পাচ্ছেন তার acurate হিসাব দেওয়া হচ্ছে সব জায়গাতে, এটা তো লুকোচুরির ব্যপার নয়। তার উপর tax ধার্য্য হয়, accouts দেখা হয় সমস্থ কিছু করা হয়। প্রতি বৎসরই তা তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। আর একটী কথা –আর একটী কথা কি বলছিলেন ভুলে গেছি। হাঁ, ছাপাখানা ছাপাখানার হিসাবও দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি বিশ্বাস না করেন তা হলে আমি বলছি যে ছাপাখানা কোথেকে হয়েছে, টাকা কোথায় পেয়েছেন তার হিসাব ও সেখানে দেওয়া দরকার শুধু praty office এ ও নয়, govt এর ঘরেও দেওয়া হয়েছে। আর একটা কথা বলেছেন টাকা কোত্থেকে এল অমর চক্রবর্ত্তী আর ইলেট্রিক হাউসের খাতা যদি দেখা যায় তা হলে বাহির হবে। আমি মাননীয় সদস্যকে challenge করছি তিনি যদি সেটা বের করার

চেষ্টা করেন তা হলে আমি তাকে এ বিষয়ে সহায়তা করব।

Sri N. K. Chakrbrty :— Accepted. Accepted.

Sri K. Bhattachje :— Accepted ! I will help you. মাননীয় স্পীকার আমি বলছি যে I will help you. I will help the member to see his books.

INTERUPTION

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble membars to let the Member Speak.

Sri Krishadar Bhattachje :— মাননীয় সদস্য যে কয়টী নাম বলেছেন প্রত্যেকটী নামের, প্রত্যেকটি party র তিনি যদি সেটাকে scrutiny করতে চান যে কোন টাকা নিয়েছেন কিনা, আমি কোন খারাপ কথা তো বলছিনা, আপনি যদি scrutiny করতে চান আমি তাতে সহায়তা করতে রাজী আছি। আমি Chattered Accoutant তো। উনি যেটা বের করতে পারবেন না আমি সেটা বের করে দিতে পারবো। কারণ accouts এ হাত দিলেই আমরা বুঝতে পারি কোথায় কি আছে। না পারলে আমি সাহায্য করব বলছি। কাজেই এ বিষয়ে তিনি যে সকল অভিযোগ করেছেন তার উপর প্রত্যেকটী উত্তর আমি দিলাম challenge করলাম, তিনি যদি সেটা accept করেন তবে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারব এবং আমি খুবই সুখী হবে। তারপর আরও কতগুলো অভিযোগ করেছেন তিনি, আমাদের congress সম্বন্ধেও করেছেন যে গুলো সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় সদস্যরা উত্তর দিবেন। আমি এই টুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Sunil Chandra Dutta.

Shri Sunil Chandra Dutta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা মাননীয় শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে motion হাউসের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং এই মোশান সম্পর্কে যে বক্তব্য উনি রেখেছন আমি সেই বক্তব্যের প্রতিবাদে আমার বক্তব্য রাখছি এবং তার মোশানের প্রতিবাদ করছি।

মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমাদের জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে corruption আছে। কিন্তু বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য আক্রমনের লক্ষ্য স্থির করেছেন কংগ্রেসী নেতা, কংগ্রেসী মন্ত্রী ও কংগ্রেসের সেক্রেটারীদের কয়েক জন। যাদের নাম উনি উল্লেখ করেছেন। এবং ত্রিপুরা সরকারের কয়েকজন কর্ম্মচারী যারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের নামই বলেছেন উদ্দেশ্য মূলক ভাবে। কারণ ত্রিপুরা সরকারের ১৪ হাজার কর্ম্মচারীর মধ্যে মাত্র কয়জনের নামই তিনি উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে Settlement officer এর নাম তিনি বলেছেন। Settlement officer এর দূর্নীতি সম্পর্কে তিনি তারিখ দিয়েছেন ১৯শে জুন ১৯৬২ ইং। সেই সময় মাননীয় সদস্য জেলের বাইরে ছিলেন। তারপরে তারা জেলে

যান। এতদিন পর মানে ১৯৬২ ইংরেজীর ১৯শে জুন থেকে ১৯৬৪ ইংরেজীর এই December মাসের মধ্যেও তিনি যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ পেশ করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে Settlement officer ঐ তারিখে এক conference call করেন। ঠিক এই মূহুর্তে ৬২ ইংরেজীর ১৯শে জুন তারিখের খবর আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব পর নয়। আর একটি কথা বলেছিলেন যে কাছাড়ে তিনি বৈবাহিকের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। কাছাড়ের কাজ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানা আছে তা হল এই যে, ত্রিপুরার ৫ বর্গ মাইল জায়গা কাছাড়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল দীর্ঘ দিন। বর্ত্তমান Settlement এ তিনি আসাম সরকারের নিকট হতে ঐ জায়গা উদ্ধার করার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে তিনি গিয়েছিলেন এটা আমি সঠিক ভাবে জানি। কাজেই এই অভিযোগটা খুব সত্য নয়।

INTERUPTION

Settlement office থেকে আপনারা record নিতে পারেন।

আবার বলেছেন যে ভদ্রলোক কর্ম্মচারীদের পয়সা খেতেন। Chief Commissioner বলার পর এখন আর তিনি কর্ম্মচারীদের পয়সা খান না। দেখা যায় যে ভদ্রলোক কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ মান্য করে চলেন। মাননীয় সদস্যদের আমি বলব রাজনৈতিক কর্ম্মি তারা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকা তারা পরিভ্রমণ করেন। সব সময় সে দিকে পয়সা খান তা আমার মনে হয় না। অন্যের অতিথ্যও গ্রহণ করেন সময় সময়। আমি নিজে অন্তত বলতে বাধ্য আমি স্বীকার করিযে ; কংগ্রেসের কাজে যখন আমি পাহাড় অঞ্চলে যাই, তখন আদিবাসীরা আশ্রয় দেন, খাদ্য দেন এবং তাদের খাদ্য আমরা গ্রহণ করি। কাজেই অন্যের খাদ্য গ্রহণ করা খুব অন্যায় বা অপরাধ বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ কোন বিভাগের কর্ম্মচারী যখন তাঁর নিজের ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন সাধারনতঃ সেই কর্ম্মচারী পয়সা গ্রহণ করেন না এটা আমাদের দেশের চিরাচরিত রীতি।

INTERUPTION

এবং Settlement officer কে আক্রমণ করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু বলেছেন যে, আগরতলায় প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে একজন class IV employee কাজ করতো। আমি একটা নীতি ছোট বেলায় পড়ে ছিলাম যে, man wars not with the dead নৃপেনবাবু দেখা যায় মৃত ব্যক্তিকেও রেহাই দেন না। প্রফুল্ল রায় পরে কন্ট্রাক্টারী করতেন এটুকুই জানতাম। দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে তিনি মারা যান নি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামটাও জড়িত করা আজকে এটা সুনীতির পরিচয় বলে আমি মনে করি না। রামঠাকুর পাঠশালা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পাঠশালার সেক্রেটারী ... ...

জনৈক সদস্য :—প্রফুল্ল রায় এখনও মারা যায়নি।

শ্রীসুনীল দত্ত :—প্রফুল্ল বাবু মারা গিয়েছেন।

NOISE

আপনার লাগে কেন। আমার বক্তব্য তো আমি রাখছি। আমি তো বলেছি Man wars not with the dead কিন্তু আপনি মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে কুৎসা রচনা করতেও কোন দ্বিধা বোধ করেন নি এই House এ দাড়িয়ে।

আমি দেখেছি ত্রিপুরাতে কেন Britist India তেও দেখেছি যে, class IV employee রা বহু সময় নিজেদের প্রয়োজনে তারা অন্য officer এর বাসায় বা অন্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে থেকে তাদের কাজ করে নিজেদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতো। এখনও বহু ফোর্থ ক্লাশ employee আছে যাদের আগরতলা সহরে বাড়ী নেই তাদের অনেকে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়ীতেই নয় অন্যান্যবিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে থেকে কাজ কর্ম্ম করে নিজেদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছে। প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে ওর থাকাটা কি যে নিন্দনীয় আমি তা বুঝলাম না। প্রফুল্লবাবু সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন না। রামঠাকুর পঠশালা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তার সেক্রেটারীর পৃষ্টপোষকতা আমরা করি। এই কথার আমি প্রতিবাদ করি। কারণ মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিগত নির্ব্বচনে আমদের Development minister কে পরাজিত করার জন্যে উনি election এ দাড়িয়েছিলেন। কাজেই সেই যে লোক, তার পৃষ্টপোষাকতা Development Minister কি করে করেণ তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কোন জায়গায় একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কি করে যে পৃষ্টপোষকতা হয়—তা আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় সদস্য আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান কাজেই তিনি হয়ত এধরণের উক্তি করতে পারেন। বলেছেন যে আমাদের Development Minister দুটা বাড়ী করেছেন। Development Minister এর কোন বাড়ী ছিল না। তিনি গাছতলায় বাস করতেন এ সমস্ত কথা বলেছেন। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী ছিলাম না—বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু ঐ পরিবারকে আমি আগে থেকেই চিনিতাম। আগরতলার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং যে সময় আগরতলা শহরে মাত্র কয়েকটি ইঁটের বাড়ী ছিল তখন সেই বাড়ীটিও ইষ্টকের বাড়ী ছিল। কাজেই Development Minister একজন রাস্তার মানুষ গাছের নীচে বাস করতেন, বাড়ীঘর ছিলনা এখন দুখানা দালান করেছেন। আর দালানের যে বিবরণ দিয়েছেন—দুটা দালান কি mean করেণ? এক বাড়ীর দুটি portion এ দুটা দালান না দু জায়গায় দুটি দালান। যদি তার অভিযোগ সত্য হত তাহলে তিনি বলতে পারতেন যে অত হাজার টাকা দিয়ে অমুক জায়গায় বাড়ী করেছেন। কিন্তু তা না বলে তিনি বলেছেন যে দুটি দালান করেছেন। পত্রিকার কথা বলেছেন press এর কথা বলেছেন, press এর উত্তর মাননীয় সদস্য শ্রীভট্টাচার্য্য দিয়েছেনন্। পত্রিকার বিজ্ঞাপনের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় আনন্দবাজার

পত্রিকার সেইসব তিনি দেখিয়ে দেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার মালিকরা কয় লক্ষ টাকার মালিক কত খানা বাড়ীর মালিক তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন। পত্রিকা করা কোন অপরাধ নয়—পত্রিকা করে টাকা রোজগার করাটাও অপরাধ নয়।

যে সব অভিযোগ মাননীয় সদস্য করেছেন মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এর বাইরে। তিনি কোন দৃষ্টান্ত দেননি। তবে শাস্তনম্ কমিটির উল্লেখ করে যে যোশান তিনি রেখেছেন, শাস্তনম্ কমিটির রিপোর্ট নিশ্চয় তিনি পড়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তাতে নিশ্চয়ই তিনি দেখেছেন যে তাতে রাজনৈতিক কর্মী ও দলগুলি সম্বন্ধে recommendation আছে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে, যদি আমাদের জনজীবন থেকে corruption দূর করতে হয় তা হলে নিজেদেরও চরিত্র সংশোধন করতে হবে। মাননীয় সদস্যকে বলব যে, তিনি যে পার্টির নেতা সেই পার্টির যারা কর্মী, যারা শান্তি সেনা তারা আমার Sub-division-এ যে জুলুম করেছে তার দৃষ্টান্ত যদি দেই—তাহলে তাদের মাথা হেট হয়ে যাবে।

জনৈক সদস্য—জেলে দিন, জেলে দিন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— জেলে দেওয়ার লোক আছে। কিন্তু যারা যে উৎপাত করে তাদের সেই ঘটনার কথা আমাকে বলতে হয়। এই শান্তি সেনারা জোর করে গ্রামবাসীদের বাড়ীতে এসে জোর করে তাদের ধান ভাঙ্গে, শুয়র খায়, মুরগী খায়। তার বাড়ীতে আহার করে এবং তার ভাড়ার নষ্ট করে। তাহলে এই corruption যদি বন্ধ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের বলব। নিজের দলের ত্রুটি বিচ্যুতি

(Noise)

শাস্তনম্ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী

(Noise)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to let the discussion go on undisturbed.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—তাই মাননীয় সদস্যকে বলব যে ত্রিপুরার জনজীবন থেকে corruption দূর করতে যাওয়ার আগে নিজেদের চরিত্র নিজেদের পার্টিটাকে আগে ঠিক করে নিজেদের কর্মীদের ভিতরে যে corruption আছে তা আগে বন্ধ করে যদি অন্যদের বলেন—আমাদের কংগ্রেসকে বলেন তাহলে শোভা পাবে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any one from this side ?

Shri Atiqul Islam :—I have not given the full quota of time. I have not allowed his full quota.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, corruption-এর কথা বলা হয়েছে। আমার যতটুকু মনে পড়ে গত বাজেট মিটিং-এ অনেকগুলি corruption এর ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। বিভিন্ন top rank-এ officerরা কিভাবে corruption practise করে, কিভাবে অবৈধ

কর্মচারীদের উপর জুলুম করে। কিভাবে নিজের pet mancke promotion দিয়ে উপরে দিয়ে আসে সে সমস্ত অনেকগুলি ঘটনা আমি গত বাজেট অধিবেশনে উল্লেখ করেছিলাম। আমি জানিনা সেগুলোর কোন রকম প্রতিকার হয়েছে কিনা বা তার কি কি stepই বা নেওয়া হয়েছে। আমি জানি যে corruption আছে এবং corruptionটা কমবেশী থাকবে। কারণ এটা হচ্ছে production of society আমরা যে social systemএ আছি সেই system গরীব, ধনী ও চোর সৃষ্টি করছে। কাজেই সেই system corruption সৃষ্টি করবে এটা স্বাভাবিক। তবুও আমাদের চেষ্টা করতে হবে, কতখানি check আমরা করতে পারি। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা systemটাকে শেষ করতে পারি, এই system শেষ করা সাপেক্ষে কতখানি corruption বন্ধ করা যায়—আমাদের সেই দিকেই সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা দরকার এবং সেই জন্যেই আমি Houseএ কথাগুলি বলেছিলাম। কিন্তু আমি দেখেছি যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিকার সেখান থেকে পাওয়া যায়নি কারণ এ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে চাই। আমি C. F. O. সম্পর্কে বলেছিলাম যে আমাদের C F O. তার স্ত্রীর নামে গাছের permit নিয়েছেন এবং গাছের permit দেওয়ার পর যতটা গাছ কাটা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী গাছ তিনি কেটেছেন এবং সেগুলি জনৈক forester ধরেছেন, সে report করেছে তারপর হ'ল কি, তারপর হচ্ছে সব ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপার এবং তখন তার সেই forestorটিকে' অনেক শাস্তি এবং অনেক নাজেহাল ভোগ করতে হয়। তার enquiry কি হয়েছে আমাদের কাছে আজও কিছু আসেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই meetingএ আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম সে হচ্ছে গোবাঙ্গ দাস, forestor Guard। সে যখন চাকুরী পায় তখন Intermediate পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করেছিল permissionএর জন্য, তার feeটি সব দেওয়া হয়েছিল তখন তাকে পরীক্ষার জন্য permission দেওয়া হয়নি। তার '62 গেল যখন '63 yr আসল তখন সে আবার pray করলো যে আমাকে পরীক্ষার জন্য permission দেওয়া হউক। তখন তাকে select করা হলো Trainingএ পাঠাতে – সে বললো আমি Trainingএ যাবো না—আমাকে পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক। তাকে permission দেওয়া হল না। তখন সে চাকুরী থেকে resign দেওয়ার দরখাস্ত দিল, C. F. O সে দরখাস্ত accept করলেন না, accept না করে তাকে Rule 5এ ছাটাই করলেন এবং ছাটাই করে সব Deptএ জানিয়ে দেওয়া হল যে তাকে যেন কোথাও কোন চাকুরী দেওয়া না হয় এবং তারপর সে বিভিন্ন Deptt এ ঘুরেছে, কোথাও তার কপালে তখনও চাকুরী জোটেনি, এই কথাটা আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম--তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে আমি জানিনা, কিন্তু আমি জানতে চাই যদি তার চাকুরী হয়েও থাকে। আমাকে এটুকু জানতে হবে যে C F O এতখানি vindictive হলেন কেন? তার চাকুরি হল বা না হল সেটা এক জিনিষ। প্রশ্ন এখানে দুটি। একটা প্রশ্ন হল তার চার চাকুরী কেন হলনা আর একটা হচ্ছে C. F. O এত অসৎ মনোভাব নেবেন কেন? আর যদি নিয়ে থাকেন তার বিরুদ্ধে কি step নেওয়া হয়েছে। কাজেই সেই ঘটনার আজও কেন প্রতিকার হয়নি। আমি গত বিধান সভার অধিবেশনে বলেছিলাম যে আমাদের Govt. Press এর Superintendent, তিনি সরকারী cycle ব্যবহার করেন। এবং এই cycle তিনি আজও ব্যবহার করেন। তার কোন পরিবর্ত্তন আজকে পর্য্যন্তও হয় নি। আমি সেই meeting এ অভিযোগ করেছিলাম যে যেখানে compositor এ চাকুরী নেওয়ার সময়েতে two sets of

question paper দেওয়া হয়েছিল। একটা for the outsider এবং আর একটা যারা probationer তাদের জন্য একই পরীক্ষাতে একই সঙ্গে দুই রকম প্রশ্নপত্র কি করে দেওয়া যায় তাতে আমি অবাক হয়েছি, আমি তা পূর্ব্বে কখনও শুনিছি, আমি জানি এতে আপনারা কি step নিয়েছেন। আমি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলাম নগেন নামে একজন প্রেস ম্যান তাকে অন্যান্যদের ডিঙ্গিয়ে প্রথমে Promotion দেওয়া হল Junior Compositor, তারপর Head Compositor, তারপর তাকে Promotion দিয়ে করা হল Assistant Foreman এবং সেটা করা হল within three months. অন্য সকলকে ডিঙ্গিয়ে তাকে Promotion দেওয়া হল। সেটা কি corruption না? যোগ্যতা সেখানে অনেকেরই ছিল।

(Voice from ruling Party)

আমি সুখী হতাম যদি আপনি একথা enquiry করার পর বলতেন। এটা হচ্ছে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক যে আপনারা enquiry করার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। Complain এর কথা বললেই আপনারা সাথে সাথে তাদেরে protection দেন। Defence এ একটা answer দেন। ঐ একটা অভিযোগ যে করা হল তার কতখানি কি হল তা দেখার কি কান প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই আমি বলেছিলাম যে এখানে তাদের protection দেওয়া হয়। যখন কোন অভিযোগ করা হয় তখন আর একটা পক্ষ থাকে যারা তাদের protection দেন। সমস্ত corrupted personকেই এই ভাবে protection দেওয়া হয়। সমস্ত চোরাকারবারীরা এই ভাবেই protection পান আর যারা corrupt officials তারাও এইভাবে protection পাচ্ছে। কাজেই corruption কমছে না, তাদের সাহস বাড়ছে এবং তারা যা খুসী করে যাচ্ছে।

[From ruling party -খবর নিয়ে বলবেন]

Shri Atiqul Islam —মাননীয় Speaker Sir, খবর না নিয়ে আমি বলছিনা এবং আমি আমার অভিযোগের সত্যি বলে মনে করি। আগে আমাদেরে challange করা হয়েছিল, এখন আমি challange করি। আমি আমার যতগুলো অভিযোগ করেছি সেই সমস্ত অভিযোগের প্রমাণপত্র দাখিল করতে রাজি আছি। আপনারা এই challange গ্রহণ করবেন কিনা এর enquiry করতে রাজি আছেন কিনা?

(Noise)

মাননীয় Speaker Sir, বাজে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। বাজে কথা আমি বলিনা। যে কথা, প্রমাণ করতে পারবনা সে কথা Houseএ বলার ধৃষ্টতা আমার নেই, আমি যে কথা বলব তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করতে পারব। আমি যে সমস্ত অভিযোগ আমি করেছি সে সমস্ত অভিযোগ enquiry তে যদি সত্যি বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে যেকোন শাস্তি গ্রহণ করতে রাজি আছি। Challange গ্রহণ করতে আপনারা রাজি আছেন কিনা, তাই বলুন।

মাননীয় Speaker Sir, আমি আজকে আর বেশী কিছু বলতে চাচ্ছি না। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, সমস্ত অভিযোগ আমি অতীতে করে এসেছি এবং সেগুলোর আমি এখন উল্লেখ করলাম, আমি আশা করব যে এই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করে তার report এই House এ উপস্থিত করা হবে।

Mr. Speaker:—I would now request the Hon'ble Chief Minister.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা corruption সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন এবং বলা হয়েছে যে, সদাচার সমিতি কি কেবল ত্রিপুরা ষ্টেটে ; ওনারা সে সব কিছু জানেন না। এখানে শান্তনম কমিটি সম্বন্ধে Gazette এ করা হয়েছে Vigilance Committee. এ জিনিষগুলো আগেই বিবৃত করা হয়েছেছিল যে Central Vigilance Commission এখানে আসেনি, কারণ Central Vigilance Commission is not under the Jurisdiction of Tripura State but under the jurisdiction of the Central Vigilance Committee। এটা মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা উচিত। সে সম্বন্ধে আর একটু মনে রাখা দরকার, জানিয়ে দেওয়াও দরকার যে Central Vigilance Commission এর আওতায় ত্রিপুরা আসেনি এবং সেইভাবে সেই কার্যাগুলো হয়ে থাকে।

এখানে State Vigilance Committee যেটি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ করার কারণ যে কি তা উনি বিবৃত করেন নি। কারণ উনি বলেছেন যে উনি বিশ্বাস করেন যে যাদিগকে নিয়ে এই কমিটি গঠন হয়েছে, সেটাকে ওনারা বিশ্বাস করেন না। কাজেই এমন কোন অভিযোগ তিনি Committee র সদস্যদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করতে পারেন নি বা প্রমাণ করতেও পারেন নি যার ফলে উনি সন্দেহ পোষণ করতে পারেন। তবে এটা বলার কারণ হল যে, Corruption বন্ধ করা দরকার সে জন্য নয়, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অতএব সেই বলার ফলেও ঠিক সেই অনুসারেই উনি করেছেন। কারণ উনি বলেছেন যে Survey Settlement Officer তার গাড়ী নিয়ে স্ত্রী সহকারে কাছাড় সফরে যান তার কোন প্রমাণ উনি এখানে উত্থাপনও করেন নি। বলা দরকার তাই তিনি বলেছেন। কারণ—এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে সে তার স্ত্রী নিয়ে সেই গাড়ী দিয়ে কাছাড় গিয়েছিলেন এবং সেই গাড়ী যদি গিয়ে থাকে, উনি Hire করে গিয়েছেন। Hire করে যদি কোন লোক যায় সেটা দোষাবহ তা উনি বলতে পারেন না। কারণ হয়ত তিনি ধর্মনগর সেই গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন অতএব তার থেকে অনুমান করে বলা হয়েছে যে তিনি কাছাড় গিয়েছিলেন। তারপরে বলা হয়েছে তার মেয়ের বিবাহে অনেক উপহার দেওয়া হয়েছে। কারণ মেয়ের বিবাহে আমাদের দেশে যে letter দেওয়া হয় সেই letter এ থাকে আশীর্ব্বাদ বাঞ্ছনীয় কোন প্রকারের দান গ্রহণ করা হবেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা যায় তারা হয়ত ছোট খাট কেউ হয়ত সিন্দুর দেন, কেউ হয়ত শাখা দেন, আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। সেই দান ও যে কি করে Corruption এ পড়তে পারে আমার ধারনার বাইরে। তারপরে উনি বলেছেন যে আমাকে C. M. কে এবং C. C. কে হাতে রাখা বিদ্যায় উনি ওস্তাদ। আমি ওনাকে Challange করব যে এমন কি কি ঘটনা আছে C. C. কে এবং আমাকে হাতে রাখার। উনি দলিলপত্রাদি, সাক্ষ্য প্রমানাদি

উপস্থিত করতে পারেন। অতএব একটি কথা বলতে হবে এবং একটা অভিযোগ করতে হবে তার জন্যই করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে। তারপর বলা হয়েছে যে, আমার ভাইকে তাদের departmentএ দেওয়া হয়, আমার ভাই, হয়ত উনি জানেন ভাল করেই সে Supervisor হিসাবে Reliefএ অনেকদিন কাজ করেছে এবং সেখানে যদি আমার ভাইকে নিয়ে থাকে সেটাতে আমাকে influence করার কি আছে তা আমি চিন্তা করতে পারলাম না। নূতন করে যদি চাকরী বাকরী দেওয়া হত তাহলে উনি বলতে পারতেন।

তারপরে উনি একটি অভিযোগ করেছেন Development Minister বাড়ী করেছেন দুটো। মাননীয় সদস্যের জানা উচিত সে, যখন Development Minister রাজনীতি করে-নি তখনই তার বাড়ীতে দালান ছিল। আমি বাধ্য হয়েই মাননীয় সদস্যকে, উনি যখন ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন সবটাতেই তখন আমি ব্যক্তিগতভাবেই ওনাকে পাল্টা প্রশ্ন করব যে ওনারা refugee হয়ে ১৯৫০র মধ্যে এসেছেন। আজকে ১৪ বৎসরের মধ্যে সেখানে পাকা ঘর হয়েছে, সেখানে জায়গা খরিদ হয়েছে এবং সেই টাকা কোথা থেকে আসল, কতটাকার বাড়ী খরিদ হয়েছে সেটা আগে বলা দরকার। সেটা জানা দরকার। These are all un-accounted money. তারপরে দেখা যায়—আমি এক একটি করে অভিযোগ করব এবং তারা করে থাকেন সেই জন্যেই এবং পাকিস্তান থেকে টাকা এনেছেন। তাহ'লে সেটা un-accounted money, অতএব সেই unaccounted moneyরও হিসাব দেওয়া উচিত। অতএব আমাদের যে money সেটা হিসাব দেওয়া হয় সেটার হিসাব রাখা হয়। অতএব এটা জানা দরকার সেই un accounted money দিয়ে কি করে জায়গা খরিদ হ'ল—কি করে বাড়ী তৈরী হ'ল। সেই ভাবে হিসাব দাখিল করা উচিত এবং যদি anti-corruptionকে কাজ করতে হয় তাহ'লে সেটা ঠিক ঠিক করা উচিত। তারপরে কেবল তাই নয়। তারা Moscow সফরে যান এবং স্ত্রীকেও Moscowতে নিয়ে যান। এই যে টাকা

(Noise)

তাইতো আমি আগেই বলেছিলাম these are all un-accounted money. মস্কোর money, Chinese money, সেই un-accounted moneyকে সম্বল করে সেই শান্তি সেনা রাখা হয়

(Noise)

আমি বলছি—আমাকে disturb করে আমার বক্তৃতা বন্ধ করার ক্ষমতা কারোর নেই। অতএব.....

(Noise)

তারপরে আবোল তাবোল নিশ্চয়ই হবে। আগেই বলেছি যে, মাটিতে বাড়ি দিলে গুনাগার চেতে। Un accounted money সেই জায়গাতে দিল। সেই যে un-accounted Moneyর হিসাব এই যে শান্তি সেনা গোপন করা হয়—ঐ যে দল গঠন করা হচ্ছে—সেই হাজারে হাজারে ..... তৈরী হচ্ছে সেই টাকা কোথায় তৈরী হচ্ছে? কে সেই টাকা যোগাচ্ছে? Chinese Bank সেই জন্যে বন্ধ করা হয়েছে। All these are un-accounted money with the Communist Party to purchase them এবং সেই

অনুসারে তা করা হয়েছিল। অতএব সেই un-accounted moneyর হিসাব, corruption বন্ধ করতে গেলে পরে সেই un-accounted moneyর হিসাব দাখিল করা দরকার। যদি সত্যিই আপনারা স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন যে ঐ un-accounted money গুলোকে বাইর করতে হবে। আর আগেই বলা হয়েছে Grasham's law সম্বন্ধে, এখন আমি ঐ জায়গাতে আর একটু বলব। Grasham's Law এখানে C. Pর মধ্যে ভালো ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। ওরা হয়ত-বা মনে করেছেন যে ওনাদের মধ্যে Grasham's Law প্রযোজ্য হবে না। এখানেই তা প্রযোজ্য দেখা যায়।

আমি বলব Grasham's Law এখানে C. P. দের মধ্যে ভাল ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। কারণ ওরা ঠিক মনে করেছেন ওনাদের মধ্যে Grasham's Law প্রযোজ্য নেই। এখনই তার প্রযোজ্য দেখা যায়। ১৫ বার তা দেখছি আমরা তিনটি গ্রুপ। সেই গ্রুপ সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল। গ্রেসামস Law সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে "bad money drives away good money" অতএব সে জায়গাতে bad money র কথা উল্লেখ করে কংগ্রেসের সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করা হয়েছিল। অতএব সেই সম্বন্ধে সেখানে জানানো দরকার যে গ্রেসামস ল', মাননীয় সদস্যদের উপরে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে, তা হাতে নাতে প্রমানিত হচ্ছে। আর কংগ্রেস যেটা করেছে, এই শান্তনম কমিটি, সেই কমিটি কংগ্রেস করেছে। কংগ্রেস করেছে to check the anti-corruption আর এজন্য Vigilance Committee করা হয়েছে। সেটা corruption কে উৎখাত করার জন্যই করা হয়েছে এবং un accounted money যে জায়গায় আছে সেটাকে বেহাত করার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরাও পশ্চাদপদ নয়। ত্রিপুরাও সেইদিক দিয়ে তৎপর হয়েছে যাতে ঐসমস্ত corruption কে বন্ধ করা যায়। তারপরে কতগুলি অভিযোগ করা হয়েছে, যদি শুধু অভিযোগ করার জন্য করা হয়ে থাকে তার জবাব এখানে আছে। অতএব সেইদিক থেকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের হিসাব সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত এবং ভাবা উচিত। তারপর আর কতগুলি কথা বলা হয়েছে, সিমেন্ট, রড, ঐ জিনিষগুলি ভিতু বনট্রাকটার নরগ্রাম স্কুল construction এ ব্যবহার না করে, সেটা প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী, কংগ্রেসের একজন সদস্যের বাড়ীতে চুরি করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। সরকারী জিনিষ যদি হত তবে মাননীয় সদস্য পুলিশের নিকট খবর দিতে পারতেন এবং তাহা ভাল হত। তা হলে দেখা যায় কেবল বলার জন্যই বলা। কারণ যদি চুরি হয় তা হলে প্রত্যেকটা নাগরিকের প্রথম প্রধান কর্ত্তব্য immediately to inform the police to charge about the fact and the facts. অতএব সে জায়গাতে ওনারা জেনেও Suppress করেছেন। suppress করে পুলিশে খবর দেন তা হলে দেখা যায় ওনারা হয়ত টাকা পয়সা পেয়ে হয়ত পুলিশে খবর দেন নাই। টাকা

Laughter (অট্টহাস্য)

পয়সা পেয়ে হয়ত পুলিশে খবর দেওয়া দরকার মনে করেন নি। অতএব সেইটা করা দরকার। তার পরে বলা হয়েছে যে Territorial Council এর সময়ে যে সমস্ত রাস্তা একদম নেই এবং সেইজন্য নাকি সেটা নেওয়া হয় নি। আগেই একটা প্রশ্ন হয়েছিল সেখানে আমি উত্তর দিয়েছি। কেন কিসের জন্য সেই সমস্ত রাস্তা নেওয়া হচ্ছে না। কোন রাস্তাই নেওয়া হচ্ছে না এই কথা ওনারা বলেছেন—তা সত্যি নয়। সত্যি কথা হল এই যে যে রাস্তার আমরা high plan দিয়েছি সে সমস্ত রাস্তার ঘর বাড়ী যা আমরা

পেয়েছি সে সমস্ত আমরা নিয়ে নিচ্ছি এবং সেখানে কাজ চলছে। অতএব রাস্তা তৈরী হয় নি এটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক দিকে বলা হয়েছে যে রাস্তা নেওয়া হল না কেন? অথচ রাস্তা নেওয়া হয়েছে। সেটাকেও নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপরে বলা হয়েছে ভৌমিক এবং সরকার বিলোনীয়াতে বর্ডার রোড করার জন্য কয়লা সংগ্রহ করেছে, এবং সেই কয়লা ব্যয় না করে বিক্রি করে দিয়েছে যার জন্য তাদের সমস্ত বিল আটক করা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্য সেটা জেনে রাখতে পারেন। তারপরে বলা হয়েছে, বিলোনীয়াতে কোন কোন জায়গায় culvert এবং bridge তৈয়ার হইয়েছিল, সেগুলিতে cement, concrete প্রভৃতি ভাল করে mixed করা হয় নি, ঠিক ঠিক ভাবে আমরা যে জায়গা থেকে report পাই, ঠিক সে জায়গাতে সেটা কে আবার ভেঙ্গে গড়ার জন্য তাদেরকে আমরা সব সময় বাধ্য করি। অতএব নূতন কোন কথা এখানে বলা হয় নি। ...তৈয়ার করার জন্য এখানে যে সমস্ত লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলি এখানে মোটেই তৈরী হয় না, সেগুলি কলকাতার থেকে নাকি আসে, আমি মাননীয় সদস্যকে...তৈরী করার যে কাজ আছে তা দেখার জন্য অনুরোধ করব। উনি নিশ্চয় দেখতে পাবেন যে সেখানে তৈরী হচ্ছে machine এ। এ সব তো মনে থাকবে না, কারণ ঠিক বলার সময় বলে ফেলে তা আর মনে থাকে না—তারপর আঘাত পড়লে বলবেন আমরা বলি নি। যা হউক আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে আপনি ঐ কথা বলেন নি। C. I. sheet এবং steel বাজারে নেই, C. I. sheet এবং steelর যে quota আছে, তা এখানে আছে এবং আসলে পরে সরকারী কাজে এবং refugeeদের কাজে ব্যবহৃত হয়। তারপর যেটা উদ্বৃত্ত আসে তার একটা quota করে Finance Deptt. school ও industryর মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করা হয়। Open marketএ যে সকল alluminium sheet corrogated sheet ও টিন আছে তা open marketএ বিক্রি হয়ে থাকে। সেটা বিক্রি করতে কোন বাধা নিষেধ নেই। তারপর মৃণাল কান্তি মজুমদার ২টি বাড়ী কি করে করলেন বলা হয়েছে। উনি যখন চাপাইয়া গেলেন তার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধে, ১৫ হাজার টাকা তিনি গ্রহণ করেছেন। ঠিক মৃণাল মজুমদারও সে রকম টাকা সরকার থেকে loan নিয়ে বাড়ী করেছেন। তারপর ফণী মজুমদার সম্পর্কে বলা হয়েছে। তার যে বাড়ী সেটাও Govt. loan নিয়ে করা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্য জেনে রাখতে পারবেন। তারপর প্রবোধ কর সম্পর্কে বলা হয়েছে এ যে উনি নাকি refugeeদের loan ইত্যাদির টাকা মেরে উনি তা করেছেন, সে সম্পর্কে তদন্ত হয়েছে এবং তদন্ত প্রকাশ হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে medicine, quotation না দিয়ে খরিদ করা নাকি অবৈধ, তাহ'লে পরে হঠাৎ যদি কোন medicineর অভাব হয়, সেটা খরিদ করা চলবে না। Quotation যে prescribed firms আছে, Govt. prescribed firms থেকে ঔষধ কিনা কোন রকমে নিষিদ্ধ নয়। এটা Territorial Councilও তারা বার বার প্রশ্ন করেছিলেন, এবং তাদিগকে একথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে ত্রিপুরার accouts ঠিকভাবে করা হচ্ছেনা, ইহা সত্য নয়, ত্রিপুরার প্রত্যেকটার detail account ঠিকভাবে রাখা হয়। তবে এমনও হতে পারে যে কোন কোন জায়গায় ত্রুটি থাকতে পারে, A. G.র comments পেলে আমরা সেগুলিকে সংশোধন করে নেই।

Shri S. L. Singh : — এভাবে Ist, 2nd & Final report প্রভৃতি থাকে। Final report যখন আসে তখন আমরা সেটাকে ঠিক ভাবে চালাতে পারি। Ist reportএ হয়ত ওনারা কতগুলি

remarks দেন, সেগুলিকে আমাদের যে সকল নিয়ম কানুন আছে সেই অনুসারে দিলে পরে তাঁরা ঐগুলি মেনে নেন। অতএব Ist report দেখে যদি কেউ বলে থাকেন যে ত্রিপুরাতে কোন account নেই, তাহলে সেটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারপর হচ্ছে C. F. O. তার Wifeএর নামে license বা permit ইত্যাদি করেছেন। গাড়ের Permit Wife এর নামে করতে পারবে না এরকম কোন আইন আছে বলে আমার মনে হয় না। যে কোন Citizen যদি মাশুল ও অন্যান্য যা দেওয়ার আছে সেগুলি দিলে পরে তাকে Permit দেওয়া যেতে পারে। সেটা আইনে কোন বাধা নিষেধ নেই। আপনারা যদি এখন বলেন যে আমরা ওনার Wife এর কথা বলিনি, তাহলে আমার বলার কিছু নেই, আপনারা অনেক কিছু বলে থাকেন অথচ পরে মনে থাকে না. সেজন্য আমরা আনন্দিত। তারপর বলা হয়েছে Press Supdt. Officeর Cycle ব্যবহার করেছেন, কতগুলি Cycle প্রত্যেক Deptt.এ থাকে সেগুলি ঐ সকল Deptt.র কাজে ব্যবহৃত হয়। তাহলে যদি Press Supdt, Deptt.র কাজে ব্যবহার করে থাকে, তবে সেটা বে-আইনী নয়। আর যদি Govt purposeএ use হয়ে না থাকে তাহলে শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে। তারপর বলা হয়েছে কয়েকজন কর্মচারীদের Promotion দেওয়া হয়েছে, Promotion দেওয়া সেই সব লোককে, যারা যোগ্য ব্যক্তি, যার Efficiency আছে, Seniority, integrity প্রভৃতি আছে তাকেই সেই Promotion অবৈধ নয়, সেটা Corruptionএর আওতায় আসে না। তবে এমনও হতে পারে যে নিজেদের পেটুয়া কোন লোক ছিল, যার জন্য হয়ত দরবার, ধর্ণা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে, তারপর নেওয়া হয়নি এবং এগুলি হচ্ছে Corrupt practices who approach the authority. অতএব যারা করেছেন তারাই Corrupted. অতএব তিনি যাকে উপযুক্ত এবং Seniority প্রভৃতি বিবেচনা করে দিয়েছেন, কাজেই এটা Corruptionএর আওতায় আসেনা। তারপর হচ্ছে সদাচার সমিতি—এখানে বলা হয়েছে যে যমস্ত জায়গাতে সদাচার সমিতি করা হয়েছে, সেই সমস্ত জায়গাতে যে সদাচার সমিতি হয়েছে তা Govt করে নাই, তা publicই করেছে। তবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম যদি এই জায়গাতে corrupt practiceকে বন্ধ করার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে suggestion দিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য পথ বের করতে পারতেন এবং corruption বন্ধ করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে পারতেন। কিন্তু তা না করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য, সেটাকে সম্বল করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চান। প্রকৃতপক্ষে তারা corruption বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট নন। আমি এমন কথা বলব না যে দেশে corruption নেই, কর্মচারীদের মধ্যে corruption নেই। সমস্ত জায়গাতেই আছে এবং সেটাকে বন্ধ করার জন্য শাস্তনম কমিটির সুপারিশ অনুসারে সদাচার সমিতি, vigilance কমিটি ও Anti-corruption প্রভৃতির পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে আমরাও corruption বন্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri S. Sengupta, Dev. Minister.

Shri S. Sengupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের আলোচনায় যে বিষয়বস্তু ছিল তা হচ্ছে অনেকটা corruptionর againstএ এবং বিশেষ করে আমি ভেবেছিলাম যে শাস্তনম কমিটির reportর উপর basis করে আলোচনা হবে। বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরা শুধু নামটাই উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আর বিশেষ কোন আলোচনা না করে কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকেই ওনারা লক্ষ্য

রেখেছেন। শান্তনম কমিটি কি অবস্থায় করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তারা ওয়াকিবহাল এবং তাদের recordএ কি ছিল, কতটুকু পর্য্যন্ত তারা কাজ করতে পারবেন, সেদিকে দৃষ্টি অবশ্যই রেখেছেন যদি তারা বইটা পড়ে থাকেন।

তাতে শান্তনম কমিটি গঠন করা সম্পর্কে একটা out side কমিটি গঠন করা যায় কিনা, সেই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপর Parliamentএ ঠিক হয় যে Perliamentর সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে যার চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রীশান্তনম। এটার Mainly উদ্দেশ্য ছিল administrationকে grown up করা, তার মধ্যে যে corruption আছে, সেই corruption কি করে বন্ধ করা যায়, কত source আছে, কি ভাবে বন্ধ করা যায়। সে সম্পর্কে একটা কমিটি করে এই সকল বিষয়ে suggestion দিবেন, এটাই হল শান্তনম কমিটির কথা। সেটা বিরাট বই, আমি শুনেছি এবং দেখেছি অনেকেই এই বই পড়েছেন এবং মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয় এই বই পড়ে থাকবেন। তার মধ্যে যে সব কথা বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে Parliamentএ discussionএর সময় আপনারা শুনেছেন যে আমাদের Home Minister বলেছেন যে আমরা প্রায় শান্তনম কমিটির ৭৫ ভাগ গ্রহণ করেছি আর বাকী ২৫ ভাগ under consideration এ রয়েছে। এখন যে ৭৫ ভাগ তারা গ্রহণ করেছেন বলে বলেছেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং সেই নির্দ্দেশ অনুসারে administrationকে কি ভাবে grow up করা যায়, সে জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আজকে শান্তনম কমিটির report বের হওয়ার সংগে সংগে সমস্ত corruption বন্ধ হয়ে যাবে, একথা ঠিক নয়। শান্তনম কমিটি তাদের যে report submit করেছেন, তাতেও তারা বলেছেন, যে দেশের social atmosphere যদি বদলানো না যায় তাহলে শুধু এরূপ কতগুলি measure নিয়ে কিছু করা যাবে না। তথাপি তারা মনে করেন যে Administration কে grown up করার জন্য কতগুলি promise গ্রহণ করা দরকার এবং তা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু social atmosphere change করার জন্য তাদের কোন reference দেওয়া হয়নি, তাদের কোন সে রকম reference: ছিলনা বলেই তার ইঙ্গিত ও তারা দেন নাই। যা হউক আজকে আমরা corruption সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আলোচনাটা এ ভাবে হওয়া উচিৎ ছিল, আমার মনে হয়, সেটা হ'ল যে এই জায়গায় আমরা কতটুকু কি ভাবে administration কে grown up করতে পারব এবং তার যে কুফলগুলি আছে, যেটা শান্তনম কমিটির লক্ষ্য, তা বন্ধ করে দেওয়া এবং সেখানে তারা যে সকল suggestion দিয়েছেন, সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে করছে, আমাদের এখানে ও আমরা সে ভাবে করব এবং আরম্ভ করেছি। এখন ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমন করা চলে না। কারণ corruption কথাটা এ রকম ব্যাপক, যে এটার মধ্যে সবই ফেলা যেতে পারে। আজকে রাজনৈতিক দলের যারা কর্ম্মী তারা যদি বিভিন্ন ভাবে চাঁদা নেন এবং তার কোন হিসাব না দেন, সেটা ও corruption. আজকে আমি বলতে যাচ্ছি না তবু ও আমাকে বলতে হচ্ছে, বলছি এই কারণে যে Election সময়ে আমি দেখেছি ঘোরাই এলাকায় আমাদের বিরোধী দলের সদস্য যিনি নেতা, তিনি তার constituency তে আমি গিয়েছিলাম ও দেখেছি যে শতশত মেয়েরা নূতন কাপড় ও নূতন নূতন ব্যাজ পরে, নূতন সাড়ী ব্লাউজ পরে প্রায় ৫০০ মেয়ে Volunteer বেরিয়েছে এবং হাজার কয়েক ছেলে Volunteer ও আছে। এই যে পোষাকগুলি তারা

নিজেদের পয়সা খরচ করে মাননীয় সদস্যের জন্য খেটেছেন, এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সেখানে নিশ্চয় কিছু টাকা খরচ হয়েছে, সেই টাকা আমি যদি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যকে বলি যে এত টাকা রোজগার করার মত কোন scope তার আছে কিনা, আমি জানি না, সেটা হয়ত পার্টির নামে চলে গেছে। কিন্তু সেটা corrupt practise, সেই corruption বন্ধ করার প্রশ্ন যখন উঠে, তখন আমাদের সমস্ত দিকের corruption বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবেই। আজকে আমি একটা বাড়ীতে থাকব, সে বাড়ীতে যদি corruption থাকে আমি সেই বাড়ীতে থাকব, খাব এবং বাহিরে এসে চীৎকার করে বলব corruption এর against সেটাও অন্যায়। আমার নিজের বাড়ীতে যে corruption চলছে যার অন্নে আমি পুষ্ট হচ্ছি, যার খাদ্য খেয়ে আমি জোর গলায় বলছি; সেখানে যদি অন্যায় থাকে, তাও বন্ধ করা দরকার। তবে এ কথা আমি বলছি না যে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ এরকম অবস্থায় আছেন। আমার কথা হচ্ছে আমি in general ভাবে কথাটি বলছি। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অনেক সময়, তাদের বক্তৃতায় ও কথাবার্তায় আমার মনে হচ্ছিল, assembly তে আমি দেখছি, Territorial Council র কথা আমি বলছি না, যে কিছু কিছু খবর রেখে তারা বক্তৃতা দেন। এখানে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, আমার একজন বন্ধু মাননীয় সদস্য সে সম্পর্কে বলেছেন, আমি বুঝতে পারি না, আমি ধারণা করতে পারি না, একজন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য, যিনি দলের নেতা, তিনি কি করে বলতে পারেন একটা দালান ২ লাখ টাকা বা ২টা দালান ২ লাখ টাকা হতে পারে construction এর জন্যে, একটা Press ৫০ হাজার টাকা। তাদের নিজের যে জনশিক্ষা Press ছিল, তারা কি বলতে পারেন যেই Press এর মূল্য ৫০ হাজার টাকা ছিল। কোন একটা সাধারণ Press এর মূল্য ৫০ হাজার টাকা, সেটা মুখের কথা নয়। আমরা আশা করব এখানে সবাই responsible. বিশেষ করে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তো হবেন এবং যিনি আসবেন, তিনি তো আরও বেশী responsible হবেন। সেজন্য আমি বিশ্বাস করতাম, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম যে ছেদা কথা বলছেন তিনি সেই ছেদা কথা বলবেন না। তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে যে সমস্ত কথা বলেছেন, হয়ত তার উত্তর দেওয়া উচিত নয়, উত্তর দেওয়া ঠিক নয়। তথাপি উত্তর দিতে হচ্ছে, এ কারণে ব্যক্তিগত আক্রমণ, ওরা যেটা raise করেছেন, সেজন্য আমি উত্তর দিচ্ছি···তিনি দাঁড়ি ও খালি পায়ের কথা বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে শুধু হাসতে হাসতে একটি কথা বলব···'এই দাঁড়িগুলি যদি আপনারা রাখতেন, তা হলে ৩০ বছরে প্রায় দেড় হাজার টাকা জমাতে পারতেন। "৩০ বছরে দেড় হাজার টাকা জমা হয়েছে, দাঁড়ি না কামাবার জন্য"—দেড় হাজার টাকা! তার সাথে চুল রয়েছে। কাজেই এটা হাসির কথা নয়, হতে পারে; হয়। তারপর আবার বলা হয়েছে আমার বংশের কথা। উনি—আমার পরিবারটা পথে ঘুরবার পরিবার নয়। সেখানে আমি ঠিক এ কথা বলতে পারি, সে অনেকের চাইতে ভাল এবং মাননীয় সদস্য এখানে যারা আছেন, তার হিসেব অনেক সময় দিতে পারেন না—দিবেন কি না জানিনা—তাদের চাইতে আমার বংশের অবস্থা খুব খারাপ নয়। আমাদের এখনও যে সম্পত্তি রয়েছে তা যৌথ সম্পত্তি এবং আমরা এক অন্নেই থাকি। যা হউক একটা দালান করতে কত টাকা খরচ হয়, সেইসব হিসাব করে, তারপর যদি Assembly তে বক্তৃতা করা যেত, তা হ'লে আমি খুশী হতাম।

অন্ততঃ বুঝতে পারতাম যে সত্যি সত্যি তারা বাস্তব অবস্থার সংগে পরিচিত, এবং আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা আক্রমণ করেন না। একটা constructive suggestion নিয়ে corruption বন্ধ করার জন্যে ওরা এখানে এসেছেন, তাতে আমরা খুশী হতাম। কিন্তু এখানে যদি শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ করা হয় তা হ'লে Assembly র আলোচনার কোন মানে হয় না এবং যারা এই Assembly তে আসবে—তাদের কাছে এমন কোন ইতিহাস আমরা রেখে যেতে পারব না, এমন কোন শিক্ষা তাদেরকে দিয়ে যেতে পারব না, যাতে তারা মনে করতে পারে Assembly তে ব্যক্তিগত আক্রমনই পেশা, এখানে কোন constructive আলোচনা হ'তে পারে না। যা হউক এইসব corruption সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে, সেগুলির জবাব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও সদস্যরা দিয়েছেন। আমি আর সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না, আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে শুধু অনুরোধ করব যে corruption বন্ধ করবার জন্যে আজকে আমরা যেমন সচেষ্ট, তারাও যেন সেরূপ সচেষ্ট হন। আজকে আমরা Congress পক্ষের থেকে সচেষ্ট বলেই ভারত সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, এই শান্তনম কমিটি করেছেন এবং সমস্ত জায়গায় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্যরা হয়ত দেখে থাকবেন যে Corruption বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার কতখানি সচেষ্ট এবং কিভাবে তারা অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সেদিকে মাননীয় সদস্যরাও বলেছেন মন্ত্রীদেরও বাদ দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে যদি Corruption এর প্রশ্ন থাকে, সেখানে তদন্ত হচ্ছে, তদন্ত হয়ে তার বিচার করার ব্যবস্থা হচ্ছে, সব রকম পন্থাই এই Congress সরকার করেছেন। আজকে Congress সরকারের এবং Congressর সমালোচনা করতে যাওয়ার মানে হল আমি একটা দিক অস্বীকার করে যাচ্ছি, আবার যে জিনিষটা ভাল করছেন, সেটার দিকে আমি সেই চোখ ফিরিয়ে থাকতে চাই। এটা বাস্তবতার কথা নয়, আজকে আমাদের ভাবতে হবে একথা যদি ঐ নির্দেশ অমান্য হয়ে থাকে, যদি সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না হয়ে থাকে, যদি সেখানে Corruption বন্ধ করার জন্য সরকার সচেষ্ট না হন তাহলে আলোচনা চলতে পারে যে আমরা এটা কি করে বন্ধ করতে পারি। আমরা Congress পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্যদের এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে Corruption বন্ধ করার জন্য আমরা উদগ্রীব, আমরা সচেষ্ট এবং যত রকম Corruption কেবল শান্তনম কমিটি বলে নয়, আমরা চাই যে একটা Social atmosphere গড়ে উঠুক, যেখানে রাজনৈতিক দল ও কর্মীদের কর্তব্য রয়েছে, এটা শুধু আক্রমণ করার কথা নয়, কথা হচ্ছে আমার বাঁচার জন্য, আমার ও ও আমাদের দেশের অস্তিত্বের জন্যে, দেশকে ভাল করার জন্যে ইহা প্রয়োজন। সেখানে যদি কোন জায়গায় Corruptionএর ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে মাননীয় বিরোধী পক্ষের যিনি নেতা তিনি আমাদের Party leader সঙ্গে আলাপ করতে পারেন যে এটা কি করে বন্ধ করা যায়। তারপর যদি না হয়. কোন Step না নেওয়া হয়, তাহলে হয়তো চীৎকার করা যেতে পারে, এবং বলতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় না ঠিক সে ধরনের আলোচনা Assemblyতে হয়। Assemblyতে এসে ভাবছি যেন এটা কংগ্রেসকে আঘাত করতে হবে, এবং তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। এই উদ্দেশ্য যদি থাকে তাহলে দল পাওয়া যেতে পারে, এমন কি ভোটের কিছু সুবিধা হতে পারে, এ পর্যন্ত। কিন্তু দেশ থেকে Corruption দূর হবে না, দেশের দুর্নীতি দূর হবে না। সেখানে সকলের

সহযোগীতার দরকার এবং আমি আশা করব মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা বাস্তব অবস্থার দিকে চিন্তা করে এই ত্রিপুরার Administration এর কথা চিন্তা করে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন কোথাকার Administration কোথায় আসছে। হঠাৎ ত্রিপুরার একটা পরিবর্ত্তন আজকে Assembly এসেছে, মন্ত্রীরা এসেছে। আজকে নূতন ভাবে আবার Administration সাজাতে হবে, নূতন ভাবে তাকে গণতান্ত্রিক পন্থায় চলার জন্যে, মানুষের সঙ্গে চলাবজন্য সাম্য ব্যবস্থাকে চালু করতে হবে। কাজেই সেখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় সেদিকে সজাগ আছেন, এবং সহযোগীতা করতে পারেন। আর এটার অর্থই হচ্ছে—"Democracy" Democracyr অর্থ এই নয় যে ১টা Partyকে ধ্বংস করে দিয়ে, একটা partyর নামে যা খুসী তা বলব একটা লোককে অযথা ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করব, এটা Democracyর কথা নয়। Democracy হল party গত ভাবে দলগত ভাবে এবং ব্যক্তিভাবে, যে ভাবে হউক সেখানে যে দোষ ত্রুটি আছে, সেগুলি বন্ধ করতে হবে। সেগুলির বন্ধ করার কাজে আমরা এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি, যদি বিরোধী পক্ষে মাননীয় সদস্যরা আমাদের সহযোগীতা চান, তাহ'লে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা দব। কারণ দুর্নীতি আজকে দেশকে জাহান্নমের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এই দুর্নীতি আজকে দেশের সর্ব্বনাশ করতে পারে, সেজন্য, এটা বন্ধ করার জন্য উভয় পক্ষের সকলে মিলে মিশে একসঙ্গে নামতে হবে। কাজেই এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার কথা নয়, এখানে দলগত আক্রমণ করবার কথা নয়, এখানে একমাত্র কথা হয়েছে, আমরা দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে চাই। Assemblyতে কথা বললাম, Constructive আলোচনা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের party leader যিনি আছেন এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের যিনি নেতা আছেন, তারা আলাপ-আলোচনা করতে পারেন কি করে এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। আমি সেই দিক দিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের চিন্তা করতে বলব এবং আলোচনাটা যদি শান্তনম কমিটির উপরে, যে যে কাজগুলি আমাদের এখানে মেলে central ও অন্যান্য stateএ গুলি বাদ দিয়ে, সেগুলি করবার চেষ্টা করতে হবে॥ কেন্দ্রীয় সরকার আজকেও সেই ২৫ ভাগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। কাজেই শান্তনম কমিটিকে নিয়ে আমরা পুরোপুরি রূপ দিতে যাব এটার কোন অর্থ হয় না। এ আলোচনা সার্থক হতে পারে না। এ আলোচনা নিরর্থক। সেজন্য আমি তাদেরে অনুরোধ করবো যে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এদিকে একটু সচেতন হয়ে আলোচনা constructive lineএ যাতে অগ্রসর হয় সে চেষ্টা যেন করেন। এবং আমরা একটা নজীর রেখে যেতে পারি আমাদের হাতে যে দায়িত্ব হয়েছে Assembly গড়ার এবং এই বিধান সভা চালানোর সে দায়িত্ব যেন ভাল ভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই নজির রেখে যেতে পারি।

Mr. Speaker—I would now request the mover of the resolution to reply. Time five minutes.

Sri N. Chakraborty—মাননীয় speaker Sir, আমি যে সমস্ত concrete cases এখানে দিয়েছি তার উপর leader of the House, Dev. Minister এবং অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি কিন্তু একটা কথা আমি তার মধ্যে খুঁজে পেলাম না সেটা হচ্ছে এই যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে কংগ্রেস হল, কি দেড় কংগ্রেস হল; মাননীয় speaker Sir, এই corrup-

tion এর against এ কথাটা জেহাদ সারা ভারতবর্ষে সুরু হয়েছে, আজকে কেন এই প্রশ্ন এখানে আমাদের উত্থাপন করতে হয়। যেখানে Ruling Party একথা জানেন যে corruption বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের হাতে এবং তারা যদি জনসাধারণের সহযোগীতা গ্রহণ করেন তবে সেটা বন্ধ হতে পারে এবং সেই climate যে climate এর কথা Dev. Minister মহাশয় বললেন। সেই climate সৃষ্টি করতে হলে যারা মাথার উপরে আছেন তারা আদর্শ স্থানীয় হয়ে সে climate সৃষ্টি করতে পারেন। যে কথা প্রত্যেকটি কংগ্রেস নেতা বলেছেন, আমি অন্যদের কথা বলছি না, শুধু তাদের কথাই বলছি। আমি যদি Communist বা S. S. P লিডারদের কথা বলতাম ওরা ত উড়িয়ে দিতেন। আমি কংগ্রেস নেতাদের কথা বলছি এইজন্যই যে সেই সমস্ত কথার কিছু ধার ওদের উপরে হতে পারে। মাননীয় Speaker Sir, আমি একটা list এখানে দিয়েছিলাম চাঁদা তোলার। ওরা কোন জবাব সেই সম্পর্কে দেননি। একটা Ruling party যদি একটা contractorএর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেন বা যদি একজন ব্যবসায়ী বন্ধু থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেন, তা হলে কি কারণে সেই ব্যবসায়ী পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছে, সে contractor পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছে সেটা বুঝতে হবে। সে এটা আশা করবে যে তার দুর্নীতিকে এরা প্রশ্রয় দিবেন। অন্ততঃ পক্ষে এরা তাদের আশ্রয় দিবেন এটা তারা আশা করেছেন। আমি গত কয়েক বৎসর ত্রিপুরায় সেই জিনিষটা লক্ষ্য করেছি। এর আগে এডমিনিষ্ট্রেশান ছিল। আমরা তেমন কিছু সুবিধা করতে পারতাম না। কিন্তু এখনত প্রতিনিধি রয়েছেন। মাননীয় Dev. Minister বলেছেন যে ওরা করতে চান। ওরা দেড় বৎসরের মধ্যে কি একবারও আমাদের ডাকতে পারতেন না। এরকম একটা ব্যাপার সারা ভারতবর্ষে ঘটছে, আসুন আমরা বসি, শান্তনম কমিটি কি বলেছে না বলেছে আমরা আলোচনা করে দেখি এখানে কি ভাবে vigilance committee করা যায় আমরা আলোচনা করে দেখি। সে করেছেন কি? সেটা করেননি এই জন্য যে অপরাধী যে সে জানে যে তার দুর্বলতা কোথায়। দুর্বলতা হচ্ছে, জনসাধারণের সামনে ওরা নিজকে অপরাধী করতে চান না। অজস্র রিপোর্ট পত্রিকায় বের হয়েছে। মাননীয় Speaker Sir, একথা শান্তনম কমিটি বলেছেন যে পত্রিকার রিপোর্টগুলিকে মূল্য দাও। ওরা কি বলতে পারবেন যে পত্রিকাওয়ালাদের ডেকেছেন যে সময়েতে তোমরা এস, আমাদের সঙ্গে বস, এখানে দুর্নীতি কিভাবে বন্ধ করা যায় তোমরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা কর। সেটা ওরা করেননি। এখানে শান্তনম কমিটির রিপোর্টের কিছু মাত্র মূল্য আমরা ওদের কাছে দেখছি না। সেই কারণে আমাদের এখানে প্রস্তাব আনতে হয় এবং সেই কারণে আমি concrete cases দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে কিছু কিছু challange করেছেন যে ওটা আপনারা প্রমাণ করুন। আমি জানিনা যদি এর মধ্যে ওরা খাতাপত্র বদল করে থাকেন। কারণ ওরা অনেক কিছু বদল করে থাকেন। ওদের হাত সাফাই করার ক্ষমতা অফুরন্ত। আমি জানি যে ওরা এই সমস্ত দুর্নীতি পরায়ন লোকদের তদন্ত না করেও Certificate দেন। যেমন Settlement Officer সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী দিয়েছেন। একটা গল্প আমার মনে পড়ে গেল, মাননীয় Speaker, আমি এটা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। গড়গড়া বলে এক

জন লোক ছিল সে যাবার সাক্ষী দিত এবং যখন সে মরে যাচ্ছে তখন সে ছেলেকে বলে গিয়েছিল যে তুমি ও সাক্ষী দিও, কাজেই আমার ছেলেকে আমি বলে যাই সাক্ষী কিন্তু তুমি ঠিক দিয়ে যাবে। অর্থাৎ যে কোন মামলা গ্রামে হোক না কেন সে সাক্ষী দিতে অভ্যস্ত এবং এখানে কিছু সদস্য আছেন যাঁরা দুর্নীতির পক্ষে সাক্ষী দিয়ে অভ্যস্ত। এবং সেই সাক্ষী ওরা দিচ্ছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে যিনি নিজে হিসাব পত্র অডিট করেন সে ভদ্রলোক নিজে, আজকে একটা লোক Settlement Officer এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, এখানে Concrete case দেওয়া হয়েছে, কোন গাড়ীতে তিনি গিয়েছেন। সেই T. R. A. নং দেওয়া হয়েছে। কোন তারিখে তিনি এ সমস্ত করেছেন তাও দেওয়া হয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে নূতন ভাবে একটা Code of conduct দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা ফুলের মালাও নেওয়া যেতে পারে না, ওরা দেখেন নি যে একজন Govt. Officer কোন জায়গায় যদি একটা ফুলের মালাও নেন that will be against the code of conduct, এমন করে একটা নূতন Code of conduct সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট করেছেন, অথচ ওরা বলছেন আমরা যদি কর্ম্মচারীদের ঘরে গিয়ে কর্ম্মচারীদের পয়সায় খাই সেটা Code of conductএ পড়ে না। আশ্চর্য্যের কথা এমন দুর্নীতির সাক্ষী সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আমি দেখি নি। কোন Assembly Member কর্ম্মচারীর দুর্নীতিকে তদন্ত না করে এমনভাবে চোখ বুজে যখন সমর্থন করতে পারেন তখন নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ আছে। মাননীয় Speaker Sir, এই Settlement Officer এর কাছে সম্ভবতঃ কোন জমির প্রার্থনা ওদের আছে যা বিনা নজরে দিতে হবে বা নজর কমিয়ে দিতে হবে এবং সেই সমস্ত favour পাওয়ার জন্য ওরা Settlement Officerকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

Mr. Speaker :— Now discussion is over I would put the motion to vote. The question before the House is "where as wide spread prevalance of corruption practices is reported, whereas the Shantanam Commitee of Central Govt. recommendted certain urgent step to be taken for ebeeking spead of corruption and whereas the vigilance committee set up by the Govt. of Tripura is hardly competent to deal with the problem, this Assembly strongly feels that far more effective measures should be taken to wipe out this menace from the life of the people of the Territory in full co-operation with the member of the public."

(The motion was put to vote & lost)

Mr. Speaker :— I pass on to the next item Private Members' Resolution. Sri Nripendra Chakraborty, M.L.A. will now proceed to move his Resolution "As police excess in the rural areas of Tripura committed during last 2 years, have seriously threated the civil liberties and the fundamental rights of the citizen of Tripura, this Assembly requests the Govt. to institue fouthwith a judicial enquiry into all such Police excesses and punish the officials found guilty of such charges after enquiry"

For consideration of this resolution the remaining time at our disposal to-day

upto 5 P.M. has been allotted, two hours have been alloted if necessary we shall carry it over to next day. Names of the members of both the parties willing to take part in the debate may please be furnished to me. It would be carried over to morrow if the discussion is unfunished.

Shri N. Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, আমি আমার প্রস্তাবটি এখানে উপস্থিত করে দুই একটি কথা বলতে চাই প্রস্তাবের সমর্থনে। এখানে যখন আমাদের সীমান্তে চীনের আক্রমণ সুরু হল এবং যখন সারা ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল তখন আমাদের প্রয়োজন ছিল তাদের বিরুদ্ধে এই জরুরী অবস্থার আইন কানুন প্রয়োগ করা। যারা আমাদের দেশ রক্ষার কাজে কোন রকম ত্রুটি করে তাদের বিরুদ্ধে এই Emergency Legislationকে প্রয়োগ করা, D.I.R.কে প্রয়োগ করা। সেটার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে এখানে যে Ruling party, যারা কম সংখ্যক ভোটে গদিতে বসেছেন কারণ গত নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টী শতকরা ৫১টি ভোট পেয়েছেন এবং এখানকার Ruling party থেকে বেশী ভোট পেয়েছে। এই সুযোগকে তারা গ্রহণ করলেন, এই যে Democratic opposition তাকে স্তব্ধ করার জন্য এবং কিভাবে সেটাকে তারা প্রয়োগ করলেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। প্রথম এখানকার Democratic opposition এর যারা নেতা, Communist party এবং Communist partyর যারা সমর্থক তাদের বিনা বিচারে ওরা বন্দী করে রাখেন এবং D.I. Rulesকে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যা সারা ভারতবর্ষে কোথাও প্রয়োগ করা হয়নি। কারণ অন্য যে কোন State এর একটা জিলার মত জায়গা, সেখানে অন্যান্য রাজ্যের থেকেও বেশী লোককে তারা এখানে নির্বিচারে আটক করে রাখলেন এবং আটক করে রাখলেন ততদিন পর্য্যন্ত যখন অন্যান্য State এর সমস্ত লোককে ছেড়ে দিয়েছে তখনও এদেরে আটক করে রাখা হল। যখন সুপ্রিম কোর্টে এই বন্দীরা গেলেন, তখন সুপ্রিম কোর্ট বললেন যে ডি, আই, রুলও এখানকার সরকার মানেন নি। তারা বেআইনি ভাবে এদের আটক রেখেছেন এবং সুপ্রিম কোর্ট আমাদের মুক্তি দিলেন। এবং সেই সেই কেইসে অন্যান্য চমৎকার সব তথ্য বের হয়েছে। যেমন শ্রীকদম দেববর্মা তিনি ছয় মাস আগে মুক্তি পেয়েছেন আর এখানকার পুলিশ সাহেব ছয় মাস পরে বলছেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক এবং এটা যখন সেখানকার বিচারকরা দেখলেন তারা বুঝতে পারলেন যে এখানকার পুলিশ এমন কি S.P. পর্য্যন্ত কত বড় দায়িত্বহীন এবং কিভাবে তিনি কাজ করেন তার দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। মাননীয় Speaker Sir, আমাদের Govt. এর যিনি Solicitor General ছিলেন, আজকে তিনি নেই, স্বর্গীয় শ্রীস্যান্যাল তিনি সময় নিয়েছিলেন এই কথা বলে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে আমি ত্রিপুরা সরকারকে বলেছি এই case তারা Withdraw করুন। কারণ এই case এ আমাদের কোন merit নেই একদিন পরে তিনি এসে সুপ্রীম কোর্টে দাড়িয়ে বললেন যে ত্রিপুরা সরকার আমার Advice গ্রহণ করেন নি। আমি জানি তাদের Advisor যারা যে এডভাইস সেটা Solicitor General of Indiaর এডভাইস থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। কারণ এখানকার সরকারকে যারা চালান তাদের রকম সরকারের যে বুদ্ধি সেটা ... । মাননীয় Speaker Sir, আমি সেই সব কথার ... বলছি

না। এই Arrest এর পর থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের effigy পোড়ান সুরু হয় কৈলাসহরে, ছামনুতে। মুখ্যমন্ত্রী, Dev. Minister, তাদের উপস্থিতিতে নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং দশরথ দেববর্ম্মার কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হয়। এবং একাজ তারা সুরু করলেন অন্যান্য জায়গায়ও। সদরে শ্রী প্রমোদ দাসগুপ্তের effigy পোড়ান হয় এবং শুধু effigy পোড়ান নয়, কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিসে হামলা করানোর জন্য তারা কিছু লোককে উস্‌কানি দিলেন। কিছু কিছু কম্যুনিষ্ট পার্টির পতাকা ইত্যাদি সরাবার চেষ্টা করলেন। তারা পত্রিকাতে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রটনা সুরু করলেন। আমি দেখছি এখানকার Assemblyতে, তারা বলেছেন যে চীনের রেশন কার্ড নাকি কম্যুনিষ্টদের বাড়ীতে পাওয়া যাচ্ছে। এ রকম কথা, এরকম আজগুবি কথা প্রচার করে তারা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উস্‌কানি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যখন দেখলেন জনসাধারণকে উত্তেজিত করা যায় না, কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এখানকার জনসাধারণ ভালবাসে, যখন দেখলেন জনসাধারণ দিয়ে হবে না, তখন তারা পুলিশের সাহায্য নেওয়ার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা সুরু করলেন। বাজেটে বললেন যে আমাদের বর্ডার রক্ষা করতে হবে কাজেই তোমরা পুলিশের একটা বিরাট বাজেট পাস করে দাও। তখন মুখ্য মন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের পুলিশ বাজেটের টাকা বাড়াতে হবে পাকিস্থানের যে হামলা সে হামলাকে রুখবার জন্য এবং বর্ডারে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হবে। পরে আমরা কি দেখলাম মানদাই বাজারে পুলিশ ক্যাম্প।

মানদাই বাজার কোন border নয়। আমরা দেখলাম বাইকুড়াতে Police Camp, বাইকুড়া কোন border নয়॥ আমরা দেখলাম যে খোয়াইতে ১২টা পুলিশ ক্যাম্প হয়েছে যেগুলো বর্ডারে নয়, বর্ডার ছাড়াই। অমরপুর, পল্লুতে পুলিশ ক্যাম্প বানানো হল। অমরপুর পল্লু কোন বর্ডার area নয়। এবং তারা জায়গায়, জায়গায়; গ্রামে, গ্রামে, যুদ্ধ ঘোষনা করল জনসাধারণের বিরুদ্ধে। মাননীয় Speaker Sir, কোন Law and order break down হয়েছে? তারা একথা কি বলতে পারবেন যে ত্রিপুরার কোথাও Law and order break down হয়েছে যার জন্য তারা পুলিশ ক্যাম্প বসায়েছেন। মাননীয় Speaker, Sir 1962—63 Annual Report সেটা Central Govt. Home Ministry পার্লিয়ামেন্টে এ Place করেছেন। সেটা দেখুন তো, সেখানে বলা হয়েছে, আমি সেই Report থেকে পড়ছি, "Law and order situation of Tripura remain satisfactory." দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরাতে Law and order situation satisfactory বলে Home Ministry তাদের Annual report এ দেখায়েছেন। কাজেই Law and order এখানে কোন break down হয়নি। মাননীয় Speaker, Sir, ২৫।১।৬৩ তারিখে নূতন চিফ্ কমিশনার এসে প্রেস কন্‌ফারেন্স বসালেন। সে Press Conference এ ত্রিপুরার সমস্ত সমস্যার তারা আলোচনা করলেন। সেখানে কি তিনি একটা কথা বলেছেন যে ত্রিপুরায় কোন Law and order এর প্রশ্ন আছে। এ কথা কি বলা হয়েছে সেই Statement এ আমি সে খবরের কাগজ পড়েছি, কোন জায়গায় দেখি নাই যে সেখানে Law & order এর কথা আছে। মাননীয় Speaker, Sir, আমি জানি যে এটা করা হল এই জন্য যে মানুষ কে Paralised করে কংগ্রেসে আনার চেষ্টা।

এবং সেই Paralised তারা কি ভাবে করতে আরম্ভ করলেন—প্রথমতঃ জমি জমার ক্ষেত্রেতে কংগ্রেস এজেন্টসদের লাগিয়ে দিলেন যে তোমরা জোর করে ঐ জমি জমা দখল করার চেষ্টা কর এবং যদি কোন জায়গায় তারা বিরোধীতা করে তা হলে ডাকাতির কেইস, ঘর পোড়ার কেইস, ইত্যাদি কেইস দিয়ে Communist দের বেঁধে নাও এবং Communist দের বেঁধে নেওয়ার পর তাদেরে বলা যে সাদা টুপি যদি পর তা হলে তোমাদের warrent বাতিল করা হবে এবং এই ভাবে মার্ডার, কিডনাপিং ইত্যাদি কেইস তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়। Cattle lifting, গরু চুরি, ইত্যাদি charges তাদের বিরুদ্ধে আনা হল। যারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক যারা এক একটি এলাকার বিশিষ্ট কমুনিষ্ট নেতা তাদের বিরুদ্ধে গরুচুরি ইত্যাদি মামলা আনা হলো। Arms Act এ বিভিন্ন জায়গায় Case আনা আরম্ভ করল, এবং কিছু লোককে arrest করা হল যে তামরা চীনের পক্ষে প্রচার ইত্যাদি চালাচ্ছ কাজেই D. I. Rules এ তোমাদের arrest করা হবে। এ ছাড়া শত শত লোককে ১০৭ এ arrest করে এনে তারা জেলে হাজতে রাখতে আরম্ভ করল। মাননীয় Speaker, Sir, আমি প্রথমে এই যে জমির ব্যাপার, সেই জমির ব্যাপারে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন পল্লব দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। কি করা হল, যে একটা জমি জোর করে সেখানে দখল করতে হবে। প্রথমে সেখানকার নেতাদের arrest করা হল D. I. Rules এ এবং তারপর সেখানে Police camp দেওয়া হল, এবং তারপর পুলিশের সাহায্য নিয়ে সেখানে জমি দখল করা হল। সেই সমস্ত জমিতে সেখানকার যে Tribal, তারা দীর্ঘ দিন ধরে ছিলেন। আখড়া বাড়ী এবং শান্তিনগরে পুলিশ কেম্প বসানো হল। আখড়া বাড়ী কোন বর্ডার নয় সেখানে কেন পুলিশ কেম্প বসানো হলো—অনিল চৌধুরী এবং অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মীদের বলা হল যে তোমরা উপজাতীয় এলাকায় যাও এবং তাদের ঘরবাড়ী জালিয়ে দিয়ে তোমরা সেখানে তাদের জমি দখল কর। সেইজন্য সেখানে পুলিশের সাহায্য দেওয়া হল। মাননীয় Speaker, Sir আশারাম বাড়ীতে, খোয়াইয়ে এর আগে যিনি S. D. O ছিলেন তিনি নিজেই বলেছেন যে আমি একদিন দেখি যে ৭০টি মেয়েকে যারা দিন এনে দিন খায়, মজুরি করে খায়, এরকম তেলেঙ্গে মেয়ে, হিন্দুস্থানি মেয়ে তাদেরে একদিন ধরে নিয়ে আসে। আমি বুঝতে পারলামনা যে কি অপরাধ তারা করতে পারে যে ৭০টি মেয়েকে ১২ মাইল রাস্তা হাটিয়ে নিয়ে আসল আশারামবাড়ী থেকে খোয়াই এ এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদেরে ছেড়ে দিলেন যে এরকম ভাবে তোমরা arrest করো না। পুলিশের কোন দোষ নেই কারণ সেখানকার যিনি কংগ্রেসের নেতা তার উস্কানিতে, তার নির্দ্দেশে পুলিশ কাজ করতে বাধ্য এবং সেই ভাবে সেই কারণে তাদেরে আশারাম বাড়ীতে arrest করা হয়। মাননীয় Speaker Sir, সাক্রমে আমরা দেখেছি যে জমির মামলাতে সেখানে দোয়াং মহাজনের ছেলে অংশু মাহাজন তার বাড়ীতে হাকিম বসে থাচ্ছে। হাকিমের বাড়ীতে সরুচাল যাচ্ছে এবং একতরফা রায় সেখানে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে সমস্ত জমি দোয়াং মাহাজনের হাতে চলে যাচ্ছে।

এ ভাবে ওরা পুলিশ এবং হাকিমের সাহায্য নিয়ে জমির থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন। এবং যেখানে কোন রকমের প্রতিবাদ হয়েছে সেখানে ডাকাতি কেইস দিয়েছেন। মাননীয় Speaker, Sir, আমি একটা ডাকাতি কেইসের নমুনা দেখাচ্ছি। একটা মুসলমান তার জমি বিক্রি করে

দিয়ে চলে গেল এবং তারপরে সে জমি দখল করার ব্যাপার নিয়ে সেখানে কেনা রায় দেববর্মা এবং আরো অনেক লোকের বিরুদ্ধে ঘরপোড়া ডাকাতি ইত্যাদি বহু গুরুতর কেইস দেওয়া হল। Warrent জারী করা হলো। তারপর একদিন Chief Minister কল্যানপুরে গেলেন এবং ঐ কেনারায় বল্লেন, warrent থাকা সত্ত্বেও, তুমি কংগ্রেসের কাজ কর। তিনি কংগ্রেসের টুপি মাথায় দিলে এবং এর পর থেকে তিনি যে এতবড় একজন ডাকাত, এতবড় একজন আসামী তাকে তখন থেকে কংগ্রেসের নেতা করা হল। পত্রিকা বের করা হল যে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন কমুনিষ্ট পার্টি খারাপ বলে এবং তারপরে সে লোকটি এক হাজার টাকা সমস্ত টাকা গ্রামবাসী থেকে নিল। যদি আমাকে টাকা না দাও তোমার নামে warrent করিয়ে দেব। আমি এখন থেকে সরকার, কাজেই আমাকে টাকা না দিলে warrent করিয়ে দিব। এই ভাবে লোকটি এক হাজার সেই এলাকা থেকে নিলেন। মাননীয় Speaker, Sir, তুইসেন কেইস এ অমরপুরে ৭০ -৮০ জনের বিরুদ্ধে মামলা সেখানে দেওয়া হয়েছে। শৈলেন দারোগা ২০০ টাকা করে সেখানে ঘুষ নিয়েছে। মাননীয় Speaker, Sir, এই বামুটিয়ায় কি ঘটনা হচ্ছে। সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী পঞ্চায়েতে হেরে গেলেন এবং হেরে যাওয়ার পর তিনি ঠিক করলেন যে যারা পঞ্চায়েতের বিরোধীতা করেছেন তাদেরে পুলিশের হাতে মার খাওয়াতে হবে এবং তারপর সেখানে দেখা গেল রাত্রির অন্ধকারে গাড়ীতে গাড়ীতে পুলিস যাচ্ছে এবং সেখানে স্কুলের ছেলেদের অমানুষিক মারপিট করা হল এবং এই ভাবে সেখানে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ময়নামতে দেখা গেল যে সেখানে মেয়েদের উপর মার-পিট হয়েছে তারা হাসপাতালে রয়েছেন এবং সেই মেয়েরা পুলিসের বিরুদ্ধে Case দিয়েছেন। রবি সোম বলে সেই পুলিস দারোগা, সেই দারোগার বিরুদ্ধে তারা কোর্টে পর্য্যন্ত কেইস দিয়েছে। মাননীয় Speaker, Sir, ডাকাতি কেইস হল এরকম কেইস যে সমস্ত ক্ষেত্রেতে কোন অভিযোগ নেই কিন্তু শতশত লোক কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিডনাপিং এবং মার্ডার, আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ঘিলাতলির শিতল দেববর্মা ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, সমস্ত খোয়াইর লোক জানে, খোয়াইর প্রাক্তন S.D.O. তার বন্ধু ছিলেন সেই লোককে কিডনেপার বলে, মার্ডারার বলে মাসের পর মাস তাকে হাজতে রাখা হল এবং তারপরে সেই কেইস with drawn হল অথচ ৭০ বৎসরের সেই বৃদ্ধ তাকে ৭।৮ মাস হাজতে রাখা হল। মাননীয় Speaker, Sir, এখন ও সেই রকম কাজ চলছে। গত ২৩।১০।৬৪ তারিখে দীনেশ দাস বলে একটি ছেলে আশারাম বাড়ীতে সে তার বন্ধু দীনেশ ভৌমিকের বাড়ীতে, তার বাবার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ ভৌমিক, রাত্রিতে ঘুমান পরদিন সে সকাল বেলায় পাকিস্থান চলে গেল। এবং তারপর সেখানকার কংগ্রেস নেতা শ্রীরথীশ বিশ্বাস- তিনি করলেন কি, না খোয়াই পুলিসে এসে খবর দিলেন যে সে লোককে কৃষ্ণ ভৌমিক খুন করেছে, হত্যা করেছে। দীনেশ দাসকে হত্যা করেছে এবং তারপরে তাদেরে ধরে নেওয়া হল। সেই ভৌমিক, তার ছেলে দানেশ তার আত্মীয় কৃষ্ণ ভৌমিক, তিনি একজন Cultural worker তাদের ধরে নিয়ে আসা হল খোয়াই। খোয়াই হাজতে রেখে বেদম মারপিট করা হল তাদেরে। বল কোথায় ছেলে? কোথায় তাকে খুন করেছ গুম করেছ? এবং তারপর তার বাড়ীতে ১০০ লোক নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের নেতারা পুলিস ইত্যাদি নিয়ে চড়াও হলেন। তারপর সেই ছেলে ফিরে এল। ফিরে এসে কোর্টে কি বলল। বলল আমি আমার আত্মীয় বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার গার্জিয়ান বলল আমি ত পুলিসে কিছুই জানাই

নাই। জানিয়েছে ঐ রথীশ বাবু, কংগ্রেসের নেতা। S. D. O বললেন কোন Case নাই তোমরা চলে যাও। কিন্তু এই লোককে যে পিটান হল, এই লোককে যে আটক করা হল, এই লোকের বাড়ীতে যে চড়াও করা হল, তারা কি রকম অপরাধ করেছিল তার কোন তদন্ত নাই। আমি চিফ্ কমিশনারের কাছে লিখিতভাবে সেই সব দিয়েছি। আমি জানি যে এই সমস্ত জিনিষ চলছে। তারপরে Cattle lifting এর Case। এই মোহনপুরে, একটি ছেলে সেখানকার, আমার মনে হয় যে কোন মন্ত্রী যদি আমার সঙ্গে যান আমি Chalange করতে পারব যে তার মত একটি সৎ লোক মোহনপুরে মধ্যে কয়টি আছে এবং সেখানকার জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করুন। তার বিরুদ্ধে Case দেওয়া হল যে তিনি International cattle lifter এবং তারপর তাকে গ্রেপ্তার করে মাসের পর মাস হাজতে রাখা হল, এবং সেখানে, সদর S. D O সম্পর্কে বলে বিশেষ লাভ নাই, দশ হাজার টাকা তিনি জামিন চাইলেন তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। এবং প্রসঙ্গক্রমে, মাননীয় Speaker, Sir, আমি বলতে পারি, যে গত কয়েক মাসে সদর থেকে যে শত শত Communist এবং Communist সমর্থককে ধরেছে তার এমন একটি case তিনি বলতে পারবেন কিনা যাকে এই S. D. O. বেইল দিয়েছেন। S.D.O. বেইল দেন নাই। তার কারণ এখানকার Chief minister এর তিনি পোষ্যপুত্র এবং তিনি সমস্ত জায়গায় কংগ্রেসের মিটিং করে বেড়াচ্ছেন এবং তিনি হচ্ছেন, পোষ্যপুত্র যদি আপত্তি হয় আমি বলব তিনি হচ্ছেন pet dog of Chief minister। কাজেই এই যে pet dog of the chief minister তার একমাত্র কাজ হচ্ছে বে-আইনি ভাবে জবরদস্তি করে Communist দমনের কাজে তার যে অফিস তার যে পবিত্র আসন সেটাকে ব্যবহার করা। সেটা আমাদের কেত্রেতে দেখেছি। আমাদের যখন বেইল দেওয়া হয় নি তখনও দেখেছি এবং আমি বলতে পারি যে সমস্ত কেসের appeal জজ কোর্টে গিয়েছে। জজ কি মন্তব্য করেছেন সেটা যদি দেখেন তা হলে বুঝতে পারবেন যে এই লোকটি কি ভাবে কাজ করছেন এবং জজ কোর্ট থেকে আমরা এই সমস্ত কেইসের জামিন এনেছি। মাননীয় speaker Sir, আমি জানি, Arms mined এর কথা বলা হয় আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ছাগলডেমা কৈলাসহরে, যেখানে শ্বশুর এবং জামাইতে ঝগড়া। জামাই শ্বশুরের উপর রাগ করে পুলিশের কাছে গেল শ্বশুরকে কিছু শাস্তি দিতে। পুলিশ বলল, একটা বন্দুক তার বাড়ীতে দিয়ে রাখতে পারবে? জামাই রাজী হল। পুলিশ গিয়ে দেখে পুকুরে বন্দুক, তখন বলে এটা করেছিস কি? পুকুরে বন্দুক থাকলে তা case দেওয়া যাবে না, এটা বাড়ীতে নিয়ে যা। ঐ বোকা লোকটি সে নিজের বাড়িতে নিয়ে বন্দুক রাখল। এদিকে রাত্রি ১টার সময় কৈলাসহরের হাকিম এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেই লোকটিকে arrest করতে। আমি বৃটিশ আমল থেকে পুলিশ দেখেছি, কিন্তু আমি দেখি নি যে রাত্রির অন্ধকারে S. D. O arrest করতে যায় এ বড় অভিযান সেখানে কি কারণে প্রয়োজন হল, কত বড় কারবার সেখানে হয়েছে যে S. D. O. রাত্রিতে সেখানে আসামী arrest করতে যায়। কারণ আছে, কারণ এখানকার S. D. O তিনিও একজন কংগ্রেসের সেবক এবং পোষ্যপুত্র নয় তার চেয়েও বেশী। আমি বলছি গত ৭।১১।৬৪ তারিখে কংগ্রেসের Dr. Chuni ghosh, President, Mandal committee,

Kailasahar, ধনেশ্বর নিং President, নিশি মোহন দেব Secretary বীরচন্দ্র……, মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি, তারা কংগ্রেস কমিটির নামে meeting ডাকলেন এবং সেই meetingএ এই S. D. O সাহেব বক্তৃতা করেছিলেন। কৈলাসহর সিনেমা হলের সামনে। মাননীয় Speaker Sir, আমরা দেখিনি যে কোন S. D O যাকে দিয়ে কংগ্রেস পার্টির কাজ করান যায়, Communist party দমন করা যায়, যাকে দিয়ে যেমন খুশী কাজ করানো যায় নোংরামী যত কিছু আছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করানো যায়, তাকে দিয়ে তো কংগ্রেসের বক্তৃতা করানো যায় এবং সেই বক্তৃতা তিনি করেন। সেই ছাপানো ইস্তাহার, মাননীয় স্পীকার, Sir, সেই ছাপানো ইস্তাহার আমার কাছে আছে, যদি আপনি দেখতে চান আমি দেখাতে পারি, সেই ছাপানো ইস্তাহারে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের সেক্রেটারীর নাম আছে। মাননীয় Speaker Sir, আমি ছাগলভাঙ্গার কথা বললাম এবং তারপর আমি আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। যেমন একটা কাঞ্চনবাড়ীতে case, ছামনুতে একটা case। ছামনু case ১৯৬২ সনে শুরু হয়েছে, সেই election এর সময়েতে একটা ঝগড়া হয়েছিল, election এর সময়েতে বহু ঝগড়া বহু জায়গাতে হয়। কিন্তু সেই caseর আসামী ১৯৬৪ সালের December পর্য্যন্ত হাজতে। এটা কি একটা রাজনৈতীক জিঘাংসার প্রমাণ নয়? যে একটা ১৯৬২ সালের আসামী ১৯৬৪ সালেও তোমরা হাজতে রেখে দাও। সেই case এর কোন ফয়সালা হয় না? মাননীয় speaker Sir, কাঞ্চনবাড়ীর case, যে case ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে আরম্ভ হয়েছে। আজকে ১৯৬৪ এর December, সেখানে একটা charge sheet পর্য্যন্ত হয় নি। কারণ এগুলোও charge sheet দেওয়ার জন্য আনা হয় নি। Jiraniaয় কি ধরণের ঘটনা ঘটছে, মাননীয় Speaker Sir, আমি তার বর্ণনা দিচ্ছি। তারা একটা দরখাস্ত করেছিল to the Chief Commissioner, to the Hon'ble Chief Minister, Tripura, to the Hon'ble Prime Minister of India, to the Hon'ble Home Minister & the Superintendent of Police, Tripura, সেই petition এর কিছুটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি। এ petitionটা করেছিলেন ক্ষিরোধ চন্দ্র দেববর্ম্মা, গত Octoberএ এবং এই petition এর কিছু অংশ আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

"In our village one Shri Bardhaman Ded Barma suddenly became a Congress member and started propagating that whoever does not join congress would be arrested and detained in Jail, thus creating fright amongst us. This, propaganda accompanied by some other irregular and improper activities became intensified with the establishment of a police camp at Mandainagar about a year and a half ago. This created an unforeseen fear amongst us which was further influenced by other events of a very unusual character. Already many people were detained as stated above under emergency laws, Still many other were hooked up in various criminal cases. We could also observe that the personnel of the police camp at Mandainagar in conjunction with the suddenly grown members of the

congress started collecting hundreds of rupees from people of our area showing them false warrents of arrest. There is no knowledge no knowing about the size of collection by coercion of goats, fowls, fish from tanks and other materials made by the police camp personnel from villagers of very many villages including your humble petitioners, with the aid of the aforesaid congress men"
তারপরে বলেছেন যে- "this Bardhaman Deb Burma has a few days ago initiated a dacoity case against 10 persons of—

Shri N Chakraborty :— for & near by villages through his son it is learnt Already the police have arrested 7 persons in this connection But funny part about this is that the arrested seven are not those who were mentioned in the F. I R এ যারা আছে তাদের Arrest করা হলনা। F I R. এ যারা নাই তাদেরে Arrest করা হলো এবং এই ধরনের Arrest জিবানীযাতে অনবরত চলচ্ছে এবং সই Report মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বহুবার বহু সময়েতে দেওয়া হয়েছে।

Mr Speaker :— Hon'ble Member, names of the members from his party who is willing to take part in the debate may be furnished

Shri N Chakraborty :— মাননীয় Speaker Sir, চীনের পক্ষে ওকালতী করে বলে, চাঁদা দিতে বাধা দেয় বলে Arrest করা হলো কাতলামারাতে এবং শচীন্দ্র নগর কলোনীতে, কাতলামারাতে Arrest করা হলো দেবেন্দ্র দে কে এবং শচীন্দ্র নগর কলোনীতে Arrest করা হলো বিধু দে কে। বিধু দে কে প্রায় এক বৎসর রাখা হলো যে তুমি চীনের পক্ষে প্রচার করেছ এবং এক বৎসর পর সেখানে জজ্ বললেন যে এটা একেবারে মিথ্যা কথা। এটার কোন প্রমাণ পরিচয় নেই। তাকে ছেড়ে দেওয়া হউক। ঠিক একই ভাবে ছেড়ে দেওয়া হলো কাতলামারার দেবেন্দ্র দে কে এবং ওরা যখন Report দেয় তখন পুলিশ খুব সক্রিয় কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে, যখন গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের পক্ষ থেকে Report দেওয়া হয় তখন সেই Report এর উপরে পুলিশ কোন রকমের Action নেয় না, বাজে Action নেয় তাতে যারা আসামী তারা প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। যেমন নীলপূর্ণ কুলুই তেলিয়ামুড়ার, এটা আশ্চর্য্যের কথা যে আমরা যেদিন তেলিয়ামুড়াতে যাই ঠিক সেই দিনে রাস্তার উপর কিছু লোক তাকে আক্রমণ করে তাকে মারপিট করে। হাসপাতালে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো তখন হাসপাতালের ডাক্তার তাকে বাইরে ফেলে রেখে

চলে গেলেন থানাতে। কারণ থানার লোক যদি বলে তাহলে তিনি তাকে হাসপাতালে রাখবেন। নতুবা তিনি রাখবেন না। তারপরে সেখানে যিনি Outdoorএর Charge এ ছিলেন তাকে আমরা ধরলাম। তিনি বললেন যে তাইতো এই case তো Admit করতেই হবে। উনি কেন করলেন না তাতো আমরা জানি না। তিনি Admit করলেন তারপরে আমরা গেলাম থানাতে। থানায় বললেন মারপিট তো করেছে খুবই কিন্তু বাইরে তো কোন আঘাত হয়নি, রক্ত পরেনি, কাজেই রক্ত যদি না পরে তাহলে তাকে আমরা এরেষ্ট করতে পারি না। কাজেই পুলিশ যেতে রাজী নয় সেখানে Arrestতো দূরের তো কথা, আমি বললাম আপনারা একবার spotএ দেখে আসুন। তখন তারা বললো, আমাদের তো সেখানে কোন কাজ নেই, গিয়ে কি করবো। মাননীয় Speaker Sir, আমাদের সঙ্গে Parliament এর দু'জন M. P. ছিলেন। সে তাঁরা বললেন ভারতবর্ষের কোথাও এরূপ দেখি নি, এরকম একটা case হাসপাতালে Admitted হয়েছে, Report করছে অথচ পুলিশ বলছে আমরা spot এ যেতে পারবো না এবং ঐ সমস্ত লোককে পুলিশ কিছুই করলো না। মদন দেববর্মা কৈয়াচান বাড়ী, সদর, সেখানে তাদের উপরে আক্রমণ হলো তাদের বাড়ীতে এবং তাদের বাড়ীর যে মেয়ে বিশালক্ষ্মী তিনি ২১ দিন G. B. হাসপাতালে থাকেন। নাম করে বলা হলো যে কারা কারা আক্রমণ করেছে। G. B হাসপাতালে ২১ দিন থাকলেন বিশালক্ষ্মী দেববর্মা, যারা যারা তাকে আক্রমণ করেছে, তাদের নাম বলেছে কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত তাদের কাউকে এরেষ্ট করা হয়নি। ডাকাতি case কমিটেড্ হলো ২২ ৩-৬৪ ইং তারিখে। সুরেন্দ্র দেববর্মা তার বাড়ীতে এবং সে জিনিষগুলো কিছু লোকের বাড়ীতে পাওয়া গেলো লোকের Property কিন্তু সেইগুলোকে এরেষ্ট করা হলো না। বলা সত্বেও তাদের Arrest করা হলো না। মাননীয় Speaker Sir, রমেশ চন্দ্র দেববর্মা কল্যাণপুর তিনি কিট্ নাসিং চার্জ্জ করলেন কিছু লোকের বিরুদ্ধে কিন্তু সে সম্পর্কে পুলিশ কোন রকম step নিলেন না। মাননীয় Speaker Sir, আমরা যখন নাকি Chief Commissioner এর সামনে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে ডেপুটিশানে উপস্থিত হই তখন মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চেলেঞ্জ করেছিলাম এবং সেই চেলেঞ্জ আজও আমি এখানে রাখছি। সেই চেলেঞ্জ হচ্ছে কি, তিনি দেখান যে গত দু'বৎসর এই যে হাজার হাজার মানুষকে তারা নির্য্যাতন করেছেন, শত শত লোকের বিরুদ্ধে যে তারা মামলা দিয়েছেন, কেসগুলির কোন ভিত্তি নেই। একটা case ও তারা দেখান যেখানে তাঁরা প্রমাণ দেখাতে পারেন যে এই সমস্ত লোক অপরাধী। Court এ কোন প্রমাণ হয়েছে কিনা সেটা দেখান। তিনি সেই চেলেঞ্জ আজও গ্রহণ করতে পারেন। আজও আমাকে দেখাতে পারেন যে কোন্ কোন্ case এ Communist রা নাকি এরকমভাবে নির্য্যাতীত হয়েছেন তাদের শাস্তি তারা দিয়েছে। আমি জানি সুবেন দেববর্মা, শান্তিনগর, তার বিরুদ্ধে ৫টি case দেওয়া আছে। গত দু'বৎসরে ৫টি case দেওয়া হয়েছিল এই ৫টি case ই withdraw করা

বাধ্য হয়েছে। কারণ এই case এর কোন ভিত্তি ছিলনা। তার জন্য তারা withdraw করতে বাধ্য হয়েছেন এবং সেই সমস্ত case এ তার যে টাকা গিয়েছে···

(Interruption

মাননীয় Speaker, Sir আমি আজও বলছি যে এদের এটা হয়নি এবং কিভাবে case করা হয় তার একটা আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সদরের একটা Judgment এ তারা বলেছেন It appears the complainant has been keeping himshlf absent for Last 3 sucessful case and did not turn up even when notice was served on him from this, it is proved that the charge against the accused is groundless and as such the case is dismissed and the accused was discharged তাদের বিরুদ্ধে case ছিল কি ? case ছিল যে এই লোক এবং আরও ৮ জন communist তাকে খুন করতে যাচ্ছিল। case হলো খুন করতে যাচ্ছে, সম্ভবতঃ গণরাজে ডবল কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে communistরা খুন করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তারপরে যিনি complain করলেন তিনি আর court এ হাজির হলেন না এবং হাকিম তাকে হাজির না পেয়ে বললেন যে ঐ লোকটা যখন পালাচ্ছে তখন লোকটা মিথ্যা মামলা করেছে। কাজেই ওকে ছেড়ে দাও। Discharge করে দাও। কিন্তু এই যে ৮ জন লোককে যে হাজতে রাখলো এই যে এত টাকা পয়সা খরচ করলে -ঐ পুলিশ অফিসারের কি শাস্তি হবে। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে ঐ পুলিশ অফিসার কি তার পকেট থেকে পয়সা দেবে Govt. এর যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ হলো। সেটা তারা করবেন না। এই রকম ২ হাজার case আছে এবং এই সমস্ত case এর তারা কিছুই করে না। মাননীয় Speaker Sir, একথা ওরা জানেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের নেতারা যারা দিল্লী থেকে এসেছিলেন তারা দেখা করেছেন। তার একটা সুবিচার তারা চেয়েছিলেন। Chief Commissioner এর সাথে তারা দেখা করেছেন এবং ওখানে Communist এর সঙ্গেও তারা দেখা করেছিলেন এবং তারা বলেছেন যে এ অবস্থার একটা অবসান হওয়া দরকার। আমি এখানে জানি যে এখন পর্য্যন্ত তার কোন সক্রিয় ব্যবস্থা এখানকার সরকার করেন নি। এ সমস্ত কম্‌প্লিট case এ তদন্ত করে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার অপরাধী তাদের শাস্তি দেওয়া এগুলোর কিছুই করা হয় নি। আমি এখানে দেখছি যে গণতান্ত্রিক প্রেস-সংবাদপত্র বিশেষ করে communist Partyর যে সংবাদ পত্র ছিল সেটা আজকে আমরা প্রকাশ করতে পারছি না। কারণ আমাদের প্রেসের উপর একটা Order করা হয়েছে, ৩০০০ টাকা জামানত। আমরা অনেকবার মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, অনেক গণতন্ত্রের কথা তারা বলে থাকেন। এখানে আজও Dev. Minister বলেছেন যে আমরা আপনাদের সহযোগীতা চাই। আপনারা আসুন। এ

সমস্ত বিষয়ে আমরা একত্রে Fight করি কিন্তু এটা তো তার লক্ষণ নয়। ওরা বলছেন যে বিরোধী দল আমাদের ধ্বংস করতে চায়। আমি যদি বলি যে ওরা আমাদের ধ্বংস করতে চাচ্ছে আমাদের পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে। আমাদের লোকদের জেলে দিয়ে। তাহলে এটাই সবচেয়ে সত্য হবে। কারণ ক্ষমতা তো ওদের হাতে আছে। Communist party র হাতে তো কোন ক্ষমতা নেই। যে State power সেটা তো ওরা ব্যবহার করেছে বিরোধী দলকে ধ্বংস করবার জন্য। একটা গণতান্ত্রিক বিরোধীদল, কাজেই আমি আশা করবো এই প্রেসের উপর থেকে order তারা নিয়ে নেবেন যা ভারতবর্ষের কোন জায়গায় নেই। একথা আমি সেদিনও বলছিলাম আজও বলি কেউ দেখাতে পারবেন না। এত কথা এত Press লাগিয়ে এত সাম্প্রদায়িকতা তারা করে, এত সরকার বিরোধিতা তারা করে কিন্তু কোন press gagged হয়নি। একমাত্র আমাদের Press এর উপরে এ রকম একটা order চালানো হচ্ছে। এখানে Police Act এ demonstration বন্ধ। বন্ধ আমি এই জন্য বলছি যে বিনা Permission এ demonstration আনা যায়না আগরতলাতে, খোয়াইতে, ধর্মনগরতে আপনারা দেখেছেন যে উড়িষ্যাতে ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ করেছে যার ফলে ওরা এগুলো তুলে দিতে বাধ্য হয়। কাজেই সভা সমিতির উপরে যে এই ধরণের একটা বাধা সেই বাধাটাকে রাখা হয়েছে। এখানে M L. Acকে division III কয়েদী হিসেবে রাখা হয় যাহা ভারতবর্ষের আর কোথায়ও রাখা হয়না। বুলুকুকীকে যখন arrest করা হল তখন প্রথমদিকে তাকে তৃতীয় শ্রেনীর কয়েদী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটা আমরা বৃটিশ আমলেও দেখিনি, কিন্তু কংগ্রেস আমলে আমরা দেখছি যে তারা একজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে, ভারতবর্ষের কোথাও যে রকম নির্য্যাতন করা হয়না সেইরকম নির্য্যাতন তারা করতে ভাল বাসেন। এইরকম communist বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে ওরা বিরোধী দলকে দেখেন।

মাননীয় Speaker Sir, আমি Judicial inquiryর দাবী করেছি এবং আমি আশাকরি যে যদি Judicial inquiryতে তারা সমগ্র বিষয়গুলো দেন তা হলে আমরা আরও হাজার হাজার case দিতে পারব যেখানে police অন্যায়ভাবে আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে খর্ব্ব করার গনতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নির্য্যাতন করার চেষ্টা করছে এবং এই কাজে আমি আশা করব কংগ্রেসেরও সহযোগীতা আছে। আমি জানি যে কংগ্রেসের মধ্যে সেই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনেকের আছে—যারা এই দমন নীতির বিরুদ্ধে একদিন সংগ্রাম করেছেন বৃটিশের দমন নীতির বিরুদ্ধে, তারা আমি জানি যে immergency power এভাবে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে দেবেন না D. I. Rules কে এভাবে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে তারা দেবেন না। Criminal Procedure এর যে Code তাকে এই রকম অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে দেবেন না এবং শত শত case যেগুলো আজও রয়েছে সেইগুলো প্রত্যাহার করে দেবেন এবং এইখানে একটা atmosphere create করবেন যাতে যারা গণতান্ত্রিক শক্তি তারা সত্যি সত্যি কাজ করার সুযোগ সুবিধা পাবে।

Mr. Speaker :— I now request Hon'ble Member Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেই প্রস্তাবের আমি বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই যে প্রস্তাবটা সেই সম্বন্ধে আমি বলব যে প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ একটা vague, একটা indifinite প্রস্তাব। এরা যে প্রস্তাব রেখেছেন এবং Judicial Enquiry এর দাবী করেছেন সেই জায়গাতে একটা definite point এর উপর enquiry হবে। সুতরাং সেই প্রস্তাবের যে যৌক্তিকতা আছে তাহা আমি বুঝতে পারছি না। এই প্রস্তাবে আমি কোন definite issue নেই বলে আমি মনে করি। এই যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনার কোন definite occurance বা definite কোন date বা কোথায় কোন্ স্থানে কোন্ তারিখে সেই ঘটনা হয়েছে এমন কোথায়ও কোন উল্লেখ না থাকায় আমি মনে করি তাদের এই যে প্রস্তাব তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং সেই প্রস্তাবের কোন রকম justification থাকতে পারে না এবং এই প্রস্তাব আমি support করতে পারিনা। এই প্রস্তাবে এমন কোথায়ও কোন কথা লেখা নাই যে—অমুক জায়গাতে ত্রিপুরার অমুক গ্রামে অমুক মহকুমার এলাকায় যে একটী ঘটনা হয়েছে এবং এই ঘটনার জন্য আমরা Judicial Enquiry চাচ্ছি এমন কোন কথা নাই। সুতরাং এই প্রস্তাব House এ উত্থাপন করা আমি অযৌক্তিক বলে মনে করি এবং বিরোধী দলের নেতা যে House এ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেজন্য আমার হাসি পায়। বিরোধী পক্ষের নেতা যে বলেছেন, তারা যে যে point এর উপর Judicial Enquiry চাচ্ছেন সেই point এর উপর তারা Superior Officer এর নিকট কোন আবেদন করেছেন কিনা বা Court এ কোন case file করেছেন কিনা এবং সেই সমস্ত case এর কোন result হয়েছে কিনা সেই সমস্ত উল্লেখ করে প্রস্তাবটা রাখলে সুন্দর হত এবং তাহা Judicial Enquiry করা সম্ভবপর হত। এই প্রস্তাবে রয়েছে কি? রয়েছে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে পুলিশরা নাকি ভীতি প্রদান করে এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে তারা ক্ষুন্ন করতেছে। আমি বলব যিনি এই প্রস্তাবটা রেখেছেন মৌলিক অধিকার কি ক্ষুন্ন করা হয়েছে এমন কোন কথা তিনি তাহার প্রস্তাবে উল্লেখ করেন নাই। তিনি rural area র কথা বলেছেন, আমি বলব ত্রিপুরার আগরতলা টাউন ছাড়া আর সবই rural area। এই যে rural area তাহা কোন জায়গায়, তার তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই এবং মৌলিক অধিকার কি ক্ষুন্ন হল—তাও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সেই যে প্রস্তাব আমি বলব তাহা ভিত্তিহীন প্রস্তাব। এখানে এই প্রস্তাবটা রাখার উদ্দেশ্য হল, কাজের কথা হল Police এর প্রতি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অত্যন্ত ক্ষেপা। এই প্রস্তাব এখানে

রেখে পুলিশের প্রতি কিছু গালাগালি করা, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রস্তাব, তাহাই আমি বলব। কারণ প্রস্তাবে যে উদ্দেশ্য রয়ে গেছে সেই উদ্দেশ্যের এখানে কোন আলোচনা হয় নি। সুতরাং পুলিশকে কিছু গালাগালি করা এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে মনে করি। পুলিশকে কেন তারা ভয় করে, সেই কথার আমি উত্তর দিতে চাই। পুলিশকে ভয় করে যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশের অমঙ্গলকামী তারাই Police কে ভয় করে, চোর ডাকাত যারা তারাই Police কে ভয় করে, যারা খুন করে তারা পুলিশকে ভয় করে, যারা নিরপরাধী, নির্দ্দোষ, শান্তি প্রিয় তারা পুলিশকে ভয় করে না। তারা Police কে well come করে।

(Interruption)

Mr. Speaker :—I request the Hon'ble Members not to interrupt.

Shri Monoranjan Nath:—বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে কতগুলি Police out post বসানো হয়েছে তাদেরকে দমাবার জন্য। আমি বলব যে out post গুলি রাখাতে জনসাধারণের কি কোন অসুবিধা হয়েছে? Police out post রাখার উদ্দেশ্য কি? Police out post রাখার উদ্দেশ্য হল দেশের শান্তি রক্ষা করা, চোর ডাকাত দিগকে দমন করা। আমি বলতে চাই দেশের মধ্যে কি অরাজকতা চলবে? মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না? Police arrest করে কাদেরকে যারা দেশে anti-state activity করে, anti-social কাজ করে, তাদেরকেই Police arrest করে রাখে। এখনো বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নাকি অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি বলব তারা যদি কিছুদিন আগেও পত্র-পত্রিকায় দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে খোয়াই-এর মত, সদরের মত জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় অনেক রাষ্ট্রদ্রোহীরা গুপ্ত অস্ত্র-সস্ত্র গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রেখেছে। সেই সমস্ত অস্ত্র-সস্ত্রের কারখানা পুলিশরা বাহির করতে পেরেছে এবং অনেকগুলি গুপ্ত অস্ত্র রক্ষকধারকে পুলিশ ধরেছে। আমি বলতেছি, আপনারা ক্ষান্ত হউন। তারা আরও বলেছেন যে, Police নাকি ধরে assault করে। আমি বলব Police অনেক সময় assault করে থাকে, কারণ এইজন্য আইনের বিধান আছে। আমার একটা গল্প মনে পড়ে, যে কোন এক ভদ্রলোক তিনি তার শ্বশুর বাড়ীতে যাচ্ছেন। এমন সময় রাস্তার মধ্যে কতকগুলি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতেছে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক শ্বশুর বাড়ীতে চলে গেলেন, কুকুরকে কিছু বলল না। এখন আমি বলতে চাই যে Police assault করে কেন!

(Interruption)

Mr. Speaker—I again and again request the Hon'ble members not to interrupt by any dishonoured manner.

Shri Monoranjan Nath -কোন accusedকে police ধরতে চাইলে সে যদি বাধা দেয় তাকে ধরার জন্য যে পরিমাণ assault করার দরকার সেটা প্রয়োগ করতে পারে, আইনেও বিধান আছে। অথবা সে যদি policeকে পুনঃ আক্রমণ করে তাহলে তার self protection এর জন্য তাকে assault করতে পারে, তবে তাহা excess হতে পারে না। Section 95, 96 of I P.C তাতে তাহা আছে। পুলিশ যদি কোন আসামীকে ধরে তবে Section 167 T. R. P. C. তে আছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে Produce করতে হয়। যদি তাকে assault করা হয় তবে সে সম্পর্কে সে কোর্টের কাছে বলতে পারে এবং কোর্ট তার যথাযথ প্রতিকার করতে পারে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এমন কোন কথা কি বলেছেন যে পুলিশের মারপিট করার সম্পর্কে তারা কোর্টে আবেদন করেছেন এবং ফল পান নাই। এমন কোন কথা এখানে উত্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং এই যে কথা তা বলতে হবে সেই জন্যই তিনি বলেছেন। এখানে সেই দিনও এই প্রশ্ন শুনেছি এবং আজকে বলেছেন পুলিশ নাকি কোন রকম information না দিয়েই arrest করে। আমি বলব পুলিশের সেই ক্ষমতা আছে। আইনেই সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে যদি কোন অপরাধী, যদি কোন লোক মারাত্মক কোন offence করে তবে কোর্টের warrent এর আবশ্যক করে না, সে Section 54 এবং 55 T.R.P.C তে ধরতে পারে। আপনারা প্রশ্ন করেছেন, সেইদিন ত বললেন যে ১০৭ ধারাতে arrest করা হয়না কেন ? (Noise)

Mr. Speaker—Hon'ble member, please always address the Chair.

Sri Monoranjan Nath—এখানে বলা হয়েছে Police Case dismissed হয় কেন ? আমি বলব police case এ সাধারণতঃ পুলিশ দিবে public ও দিবে। যে জায়গাতে পুলিশ সাক্ষী নিবে এবং যারা সাক্ষী দিবে সে জায়গাতে যদি বিরোধীপক্ষের সদস্যদের মত influencial লোক থাকে তবে তাদের ভয়ে সাক্ষীরা কোর্টে সাক্ষী দিতে চায় না, সেই জায়গাতে Police case dismiss হয়ে থাকে। তাদের ভয়ে কেউ কোর্টে সাক্ষী দিতে চায় না। সাক্ষী ছাড়া তো কোন case হতে পারে না। কাজেই সাক্ষীর অভাবে শাস্তি হতে পারেনা এবং গণতান্ত্রিক দেশে বিনা সাক্ষীতে কোন বিচার হতে পারে না। সুতরাং সে সমস্ত এলাকাতে বিরোধী দলের সদস্যদের মত সন্ত্রাসবাদী লোক আছে, সেই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী লোকের জন্যই লোকে Court এ, আদালতে সাক্ষী দিতে চায় না, তখনই case dismiss হয়। তারা বলছেন কোন caseএ নাকি পুলিশের শাস্তি হয় না। আমি বলব তারা এই কথা বলে সত্যের অপলাপ করছেন। এখানে বলেছেন তাদের দলের কোন লোককে নাকি ছয়মাস হাজতে আটক

রাখা হয়েছে। যদি বে-আইনী ভাবে হাজতে detained করা হয়ে থাকে তবে তার habius curpus কেস করতে পারেন, Judicial Court এ case করতে পারেন। তবে সেখানে case না করে আজকে Assemblyতে এই কথা উত্থাপন করার কি মানে থাকতে পারে। পুলিশ ক্যাম্প বর্ডারে রাখা হল না কেন? আমি বলব পুলিশ ক্যাম্প বর্ডারে রাখতে হবে এমন কোন কথা নাই, আইন নাই। যে জায়গাতে Law and Order বিঘ্নিত হবে বা আশঙ্কা থাকবে, যে জায়গাতে criminalদের আনাগোনা বেশী, যে জায়গাতে চুরি ডাকাতী বেশী হয়, বদমাসী, খুন বেশী হয় সেই জায়গাতে Police Out-post বসাবে। এখানে বলা হয়েছে ত্রিপুরায় Law and Order break down হয় নাই। আমি বলব এই যে antistate activity এবং antisocial activity যারা করে তাদেরকে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে বলেই ত্রিপুরাতে Law and Order break down হয় নাই নতুবা break down হত। তারপর এখানে বলা হয়েছে গরুচুরি ইত্যাদি বিভিন্ন case এ শাস্তি হয় নাই। আমি বলব সমস্ত কেসে শাস্তি হওয়া স্বাভাবিক নয় কারণ আমাদের Indiaতে যে Criminal Law তার Principle হল যে দশজন অপরাধীর শাস্তি নাও হতে পারে কিন্তু একজন নিরাপরাধীও যেন শাস্তি না পায়। সেই জায়গাতে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কোন আসামীর অপরাধ যদি প্রমাণিত না হয় তবে সে শাস্তি পেতে পারে না। যে সমস্ত কেসের কথা তিনি উল্লেখ করছেন, খালাস পেয়েছে, তারা benifit of doubt এ খালাস পেল বা case মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে খালাস পেল এমন কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং এই যে যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন তা আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারি না।

Mr. Speaker—মিথ্যা is unparliamentary.

Sri Monoranjan Nath—না Sir, আমি case এর কথা বলছি।

Mr. Speaker—মিথ্যাটা unparliamentary.

Sri Monoranjan Nath—এখানে বলা হয়েছে international cattle lifter এর কথা এবং দশ হাজার টাকা জামিন। একটা caseএ দশ হাজার টাকা জামিন কি বে-আইনী? এমনত বে-আইনী কিছু হতে পারে না। ব্যাপারটাই discretionary power, দশ হাজার টাকা কেন এক লক্ষ টাকাও যে কোন Magistrate দাবী করতে পারে এবং জামিনের যে section আছে 496,497 এতে এমন কোন amount নাই

যে এর নীচে জামিন হতে হবে। সুতরাং কোন কিছু কথা interfere করতে হলে জেনে শুনে interfere করা দরকার এবং জেনে-শুনে বলা দরকার। সদর S. D. O. নাকি জামিন দেন না বলেছেন। আমি বলব সদর S. D. O. যদি জামিন না দেন নিকটেই Judicial Court আছে, District Judge এর কোর্ট আছে সেখানে appeal করলেন না কেন? এখানে বলা হয়েছে কৈলাসহরে নাকি একটী বন্দুক রাখার caseএ নাকি S. D. O. সাহেব নিজে সরজমিনে গিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই বিরোধীপক্ষের সদস্য যিনি বলেছেন তার জানা থাকা দরকার যে Arms Act এর section 25 এ আছে যে Arms Act এর case ধরতে হলে S.D.O. বা Magistrate স্বয়ং গেলেই ভাল হয়। এবং যাওয়া দরকার। Police case দেরী হয় কেন বলা হয়েছে। Police কেইস দেরী হয় কারণ একদিকে অনেকগুলি Procedure আছে। সেই Procedure গুলি মানতে হয়। অনেক সময় সাক্ষীরা রীতিমত আসেনা, অনেক সময় বিবাদীরা রীতিমত আসেনা, অনেক সময় বিবাদীরা absent করছে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে Police case গুলি দেরী হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে F. I. R.এ যাদের নাম নাই তাদেরে arrest করা হল কেন? Cr. P. C.তে আছে বা Police Act এ আছে যে পুলিশ যখন তদন্তে যায় তখন যে কোন সন্দেহ হলে বা সাক্ষ্য প্রমাণে যাকে পাবে, F.I.R. এর নাম থাকুক বা না থাকুক পুলিশ তাকেই arrest করবে। আইনে এমন কোন কথা নাই যে F. I. R এ যাদের নাম নাই তাদেরে ধৃত করা যাবে না। এখানে বলা হয়েছে হাসপাতালে একটি জখমী ভর্ত্তি হয়েছে কিন্তু পুলিশ স্পটে যায় নাই, বা পুলিশ F. I. R নেয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেই যে Police এর case নিতে হবে এমন কোন কথা নাই। Police F.I.R. নাও নিতে পারে যদি তা slight inqury হয়। যদি তা non-cognisable offence হয় Police F.I.R. নাও নিতে পারে। অতএব পুলিশ F.I.R নেয় নাই তাতে তার কি অপরাধ হয়েছে আমি বুঝতে পারি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষ যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Hemanta Deb Barma.

Shri Hemanta Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং তারা অত্যন্ত গণতন্ত্রপ্রিয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের কংগ্রেস বন্ধুরা এবং আমাদের মাননীয় চীফ মিনিষ্টার, মাননীয় এম, পি, তড়িৎ ব'বু তাহাদিগকে আমি জানি। ওনারাও এক সময় ত্রিপুরায় জনতার প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার চাই

একনায়কত্ব শাসন বাতিল হোক এ সমস্ত দাবী ওনারা করেছিলেন। কাজেই তখনকার দিনের কংগ্রেস কর্মীদের কাজকর্ম, কার্য্যকলাপ আর এখনকার দিনের কংগ্রেস কর্মীদের, কংগ্রেস নেতাদের এবং কংগ্রেসের যারা মন্ত্রী আছেন তাদের কার্য্যকলাপ দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যে যখন প্রজামণ্ডল হয় তখন ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ শুধু চেয়েছিল প্রজার প্রতিনিধিত্ব মূলক মন্ত্রী চাই। এই দাবীটুকু আমরা যখন করেছিলাম তখন ছিল চীফ কমিশনারের শাসন। এই শাসনের সময় ত্রিপুরার হাজার গ্রাম আগুনে পুড়ে ফেলা হয়। সেই সময়কার যে পুলিশ ইম্প্রেশান এবং গত ১৯৬২ থেকে আজ পর্য্যন্ত যে ইম্প্রেশান তার সঙ্গে তুলনা করা প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ কমিশনারের শাসনের সময় হয়ত তা হতে পারে। কিন্তু আজকে যারা মন্ত্রী সভায় আছেন তারাও সেদিন জন-প্রতিনিধি মূলক মন্ত্রীসভা বা শাসনের দাবী করেছিলেন। কংগ্রেসের সেই দাবীদার, নেতা বা মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ এখন দেখতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি না যে তারা কতটুকু তাদের দলীয় স্বার্থের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আমার বেশী কিছু বলতে হবে না। তাদের সহি ও টিপ সহিযুক্ত যে লিষ্ট আমার কাছে তা আমি মাননীয় অধ্যক্ষের নিকট পেশ করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বেশী দূরের ঘটনা বলতে চাই না। আমার ঘরের সামনে যে সকল ঘটনা ঘটছে সে সকল ঘটনার কথাই আমি বলব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত লজ্জার কথা, এই শাসকমণ্ডলী যাঁরা আজকে গদি নিয়ে আছেন তাঁদের কাছে এটা লজ্জাস্কর কথা। কিন্তু ওনাদের লজ্জা আছে কিনা জানি না। কিছুক্ষণ আগে আমার পূর্ব্বোক্ত বক্তা মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে Arms Case যেখানে হয়, Arms Case এর জন্য যেখানে Act করতে হয় তাদের বেলায় পুলিশ Act যেটা আছে সেটা হউক। ভাল কথা, আমি বলি গত কার্ত্তিক মাসে জয়নগরে কালীচরণ দেববর্ম্মার বাড়ীর এক মাইল দূরে এক টুকরা বন্দুকের নাল খেতের লাইনের ধারে পাওয়া যায়। তারপর তাকে এবং তার দুই তিনটি ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। এবং তাদের আটক রাখা হয়। তখন S. D. O. কোথায়? S. D. O. ত তখন নাই। পুলিশ তখন সব কিছু করতে পারে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ঘটনা সত্য নয় Challenge করতে পারি। আপনারা খবর রাখছেন কি না? অথচ তাদের তিন মাস হাজতে রাখা হয়েছে। কোন কাজে, তার বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। পুলিশ গেল রাস্তার ধারে, আমাকে মান্দাই বাজারের পথ দেখিয়ে দাও, তারা জানে না কোথায় কি হবে, কে আসল, কি হইল, তখন তারা বাড়ী থেকে বেরোল। একটা কথা এ বাড়ীটা কার? এ বাড়ীটা আমাদের। তখন তাদের তিন চারিজনকে ঘুম থেকে উঠাইয়া বলল তোমাদের Arrest করা হল। কিন্তু কি ব্যাপারে এই Arrest? কারণ বাড়ীর

এক মাইল দূরে জমির লাইনের কাছে একটা বন্দুকের নাল পাওয়া গিয়েছে। এই হ'ল অবস্থা। কাজেই ঘটনা বহু। আমি আরও কয়েকটি বলব। যেমন আশ্বিন মাসের ২৭ শে তারিখ জয় বাইজন বাড়ীতে, কালশঙ্কর দেববর্মার বাড়ীতে কংগ্রেস কর্মীদের এক হামলা হয়। বেড়া দিতে গিয়া হামলা হয়। ২০।২৫ জন সঙ্গে ছিল। তারা পিছনে আছে, আর তিন কর্মী তার বাড়ীতে ঢুকে। ঢুকে বেড়া নিয়া আসে। একজন কংগ্রেস কর্মী বাড়ীর দরজা বন্ধ করতে ছিল। তখন বাড়ীর মালিক এসে তাকে আটক করে। তাকে নিয়া মান্দাই বাজারের পুলিশ ক্যাম্পে হাজির করা হইল। আসামীকে ছেড়ে দিল এবং যে আসামী নিয়ে গেছে তাকে উল্টা চার্জ্জ করা হইল, তাকে উল্টা দশ বেত দিল পুলিশ ক্যাম্পের নায়েক এবং উল্টা তাকে চালান দেওয়া হইল। আরও কত ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেস কর্মীরা মান্দাই বাজারের পুলিশ সহযোগে কি অবস্থা যে করেছে তা কেউ নিজের চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না। যে সব ঘটনা আমি দেব আমাদের শাসকমণ্ডলী তার তদন্ত করতে রাজী আছেন কি না এবং আমি মনে করি তদন্ত হওয়া উচিত। যদি না করেন তবে কংগ্রেস নেতারা যাঁরা মন্ত্রীত্বের গদীতে বসে আছেন, তার কোন সার্থকতা নেই। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সম্পূর্ণ বাস্তব এবং তার Judicial Enquiry হওয়া উচিত। কাজেই বাস্তবতার কথা চিন্তা করেই আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর এবং এই Assembly র পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার যে প্রস্তাবক, তিনি যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন তা সত্যি, সত্যি। বর্ত্তমানে সিধাই নামক রাইখং পাড়ায় তারা কি করেছেন? কংগ্রেসে চাঁদা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে এবং সে কেন রাজী হল না সেই জন্য তাকে দা দিয়া শাসাইয়াছে। এই সমস্ত কারণে ২।৩ টি পরিবারকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। এই বাড়ী ছাড়া লোকদের ধান, চাউল, আনারস ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পত্তি যা আছে লোট-পাট করা হয়। ধান, পাট, গরু দিয়া খাওয়াইয়া নষ্ট করা হয়। তার কারণ হল কেন তারা কংগ্রেসে চাঁদা দিল না। যখন এসবে কোন কাজ হল না তখন তাহারা একটা ফন্দি বাহির করিল, তাদের নামে একটা ডাকাতি Case করল। তাতে ১০ জনকে পুলিশ ধরে নেয়. এখন Bail এ আছে, Case এখনও চলছে। এমনি করে কংগ্রেস কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে যোগ হয়ে জনসাধারণকে নির্য্যাতন করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে এই সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য জানতে চাই।

দেবরায় পাড়া ত্রিপুরনগর ২.০ টাকা, ভারতদেব ত্রিপুরনগর ১ টাকা, সুখচন্দ্র দেব দেবরায়পাড়া ১ টাকা, জয়কুমার দেব দেবরাজপাড়া ত্রিপুরনগর ১ টাকা, পবিত্র দেব

দেবরাজপাড়া২ ৪ টাকা, ত্রিপুর দেববর্মা দেবরাজপাড়া খাগরাইনগর ২২০ টাকা, তারপর রবীন্দ্র দেববর্ম্মা ৩০ টাকা, রাজচন্দ্র দেববর্মা ১৫ টাকা, মঙ্গলচন্দ্র দেববর্মা ৬০ টাকা, খাদিল চন্দ্র দেববর্মা ২৫ টাকা, গকুল চন্দ্র দেববর্ম্মা ৩০ টাকা, মহেন্দ্র দেব ২৫ টাকা, দুর্গাচরণ দেববর্মা ৬ টাকা, চন্দ্রকান্ত দেববর্ম্মা রামচন্দ্রপাড়া শিবনগর ১৫ টাকা, পক্ষীরাই দেব ১২ টাকা, জয়কৃষ্ণ দেববর্মা ১০ টাকা, পুখরাজ দেববর্মা ১০ টাকা, শম্ভুরাম দেববর্মা, গদুল নগর ৮০ টাকা, মঙ্গলচন্দ্র দেববর্ম্মা ২০ টাকা, ছত্রমোহন দেববর্ম্মা মাছমারা ২৫ টাকা, শুধু মান্দাইবাজার এলেকা থেকে এইভাবে চাঁদা আদায় করা হয়েছে, যারা বাস্তব সম্বন্ধে অবহিত আছেন তারা স্বীকার করবেন যে এইভাবে চাঁদা আদায় করা হয়েছে।

Mr. Speaker :—The time is over. I would now call on Shri Kamaljit Singh.

Shri Kamaljit Singh:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই Houseএ বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী যে Resolution রেখেছেন তাতে বলা হয়েছে যে Tribal areaতে police এর যে excess তাতে গত ২০ বৎসরে মানুষের civil liberty এবং Fundamental rightকে নীচু করা হয়েছে এবং তার জন্য Judicial enquary চাই। উনারা যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে বুঝা যায় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাহা রাখা হয়েছে। কারণ যতগুলি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাতে Communist এবং Congress এই দুই রাজনৈতিক দলের আক্রোশমূলক যে ভাব তাহাই প্রমাণ করতে চাই। মাননীয় নেতা বলেছেন যে ১৯৬২-৬৩ সালে Home Ministryর যে Report আছে সেখানে বলেছেন যে Law and order remain satisfactory। এই রাজ্যের ১২ লক্ষ অধিবাসী যাহাতে সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারে সেই জন্য সরকার স্থানে স্থানে Police station স্থাপন করেছেন এবং এই Reportএ law and orderএর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে ১৯৬২ সালে Chief Commissionerর শাসনকালে যে পুলিশী অত্যাচার এবং এর পর মন্ত্রীসভা গঠনের পর যে পুলিসী অত্যাচার তার তুলনা হয়না, তার কারণ দেশের মানুষ আশা করেছিল (আপনাদের কথায়) যে Chief Commissionerএর শাসনের সময় যে অত্যাচার হত তা জনসাধারণের কোন প্রতিনিধি ছিলনা বলেই সম্ভব হয়েছিল কিন্তু এখন মন্ত্রীমণ্ডলী হওয়ার পর এটা আশা করা যায় না। এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে তখন কার সময়ে সরকার থেকে ত্রিপুরার নানা স্থানে দুর্গম জায়গায় সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করা হয়েছিল। তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য, আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী স্থাপন করার পর সেখানে মানুষের যে আবেদন তাই পৌঁছতে পারে। কিন্তু আগে তাহা পৌঁছাইতনা। ১৯৫০ সালের কথা আপনারা কি কেহ অস্বীকার করতে চান? সিধাই থানায় এখনও গ্রামে গ্রামে যারা Communist Partyতে যোগদান না করে তাদের ছেলেমেয়েও যদি মারা যায় তাহাকে পোড়াইবার সময় তা boycote করা হয়। একথা কি আপনারা অস্বীকার

করতে চান? এই যে নীতি তার থেকে রক্ষা করার জন্যই, মানুষ বাধ্য হয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেন, পুলিশ ফেরী স্থাপনের প্রস্তাব করেন। পুলিশ ফেরী স্থাপনের পর থেকে এখানে এখন শান্তি স্থাপন করছে।

মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন নাথ আপনাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে এখানে বলেছেন যে police excess. সম্বন্ধে কোন specific case আপনারা এখানে উল্লেখ করতে পারেন নাই, যার জন্য একটা Judicial enquiry করার প্রয়োজন হয়ে উঠে নাই। মানুষ যখনই কোন ভাবে অত্যাচারিত হয়, Police কাছে যায়, সেখানে যদি সাক্ষী ইত্যাদি নিয়ে বিচার করে দোষী প্রমাণিত হয়, তখন সাজা দেওয়া হয় কিন্তু মানুষ যাতে অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত বা হয়রানি না হয় এবং নির্দ্দোষ লোক যাতে কোন রকম সাজা না পায় সেদিকে আমাদের সরকার লক্ষ্য রাখছেন। তারজন্যই আজকে ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারছেন। আর সেজন্য ত্রিপুরার নানা স্থানে যাতে শান্তি রক্ষিত হয় তারজন্য Police Camp ইত্যাদি করা হচ্ছে। অতএব এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker—The House stands adjourened till 11 A.M. to-morrow.

Printed by the Superintendent, Government Printing.
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.